এই দশকের সেরা নাটক

দ্বিতীয় খণ্ড

অসিত বসু—কলকাতার হ্যামলেট

দেবাশীষ মজুমদার—দানসাগর

পার্থ চ্যাটার্জী—স্বর্ণভিলা

সম্পাদনা

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY
AGARTALA, TRIPURA

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলি: ৯

প্রথম প্রকাশ :   মহালয়া, আশ্বিন ১৩৪৪

প্রচ্ছদ :   প্রবীর সেন

মূল্য :   বার টাকা।

মীরা দত্ত, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত, হারাধন ঘোষ কর্তৃক বীণাপাণি প্রেস, ২, ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।

নান্দী

বাইরে এক ভেতরে অন্য—আমাদের সমাজ এবং মানুষের পরিচয়টা এই। এখানে বিত্ত করুণা করে হীনবিত্তকে, শ্রম ভ্রূকুটি করে জ্ঞানকে, রাজনৈতিক ব্যবসায়ীরা অপশাসনের কথা না ভেবে সংস্কৃতির সংস্কারে হাত বাড়াতে চায়, সংস্কৃতি প্রশ্ন তোলে অধিকারের। আসলে সমাজ ও জীবন-সংঘাত ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে; প্রবঞ্চনার এক অদৃশ্য হোলিখেলায় মেতেছে বিশ্ব-সংসার। শিল্প-সাহিত্য যেহেতু জীবন বিমুখী নয় সে-হেতু স্বাভাবিকভাবেই তাতে কালের ছায়া পড়ে। কোথাও সমকাল, কোথাও মহাকাল। 'এই দশকের সেরা নাটক'-এর দ্বিতীয় খণ্ড অবশ্যই সেই কালদ্বন্দ্বকে আশ্রয় করে মহাকালে উত্তরণের সত্য ঘোষণা করেছে। তিনটি নাটকের সমস্যা তিন, গতি ও চেহারা ভিন্ন কিন্তু লক্ষ্যটা খুব কাছাকাছির।

আমাদের সাহিত্য-পণ্ডিতেরা লেখায় তো বটেই, সভা-সমিতির বক্তিমেতেও প্রায়শ বলে থাকেন, নাট্য-সাহিত্য নাকি যথেষ্ট সুপাঠ্য নয়। সুখপাঠ্য না হবার দরুণই নাকি সাহিত্যের মতো সিংহাসনে বসার অধিকার তার নেই। জানি না কথাটা প্রকৃত নাট্য পাঠের অভিজ্ঞতা থেকে বলা না ইম্প্রেশন-সর্বস্ব সমালোচকের হুমকি অথবা বিন্দুতে সিন্ধু কল্পনার ফল। এঁদের উদ্দেশ্যেই বলি: সাহিত্য আর নাট্য-সাহিত্যকে আলাদা করার অধিকার কে দিয়েছে এঁদের? এমন ভুরিভুরি প্রমাণ আছে, লেখক তাঁর বক্তব্যকে ছোট বা বড় গল্পে, উপন্যাসে অথবা কাব্যে ধরতে না পেরে আশ্রয় নিয়েছেন নাটকের। তা হ'লে গল্প, উপন্যাস, কবিতা ফর্মের দিক থেকে আলাদা হয়েও যদি সাহিত্যের কোলে জায়গা পায়, নাটক কেন পাবে না? কেন তাকে বর্ণে এবং শ্রেণীতে পতিত করা হয়? জয়েস ইউলিসিস লেখার উৎসটা কি খুঁজে পাননি তাঁর একমাত্র নাটক 'একজাইল' থেকে? সন্তোষকুমার ঘোষ কেন 'অজাতক'কে জায়গা দিলেন না

উপন্যাস কি গল্পের ঘরে ? প্রশ্ন হতে পারে : নাটক হিসাবে যা প্রকাশিত হয় তা সুখপাঠ্য হয় না, বক্তব্যে ব্যঞ্জনায় প্রকাশ মাধুর্যে ভাষা ও রসে হয় না সমৃদ্ধ। আমার জবাব, হয় না এই সত্যটার আবিষ্কর্তাটি কে বা কারা ? পাঠক যে মন নিয়ে উপন্যাস কি গল্প পাঠ করেন, সেই মন নিয়েই কি পড়েন কাব্য বা প্রবন্ধ ? না, যার কাছে যতটুকু প্রত্যাশা। যে মানুষটা নাটক পড়েন, তিনিই কি চান নাটকটা কেন উপন্যাস হয়ে উঠলো না ? কেনই বা হলো না আধুনিক কি প্রথাবদ্ধ কবিতা ? চেষ্টা তো কম করা হয় নি, হচ্ছে না—যারা বিশ্বনাট্যের সন্ধান রাখেন তাঁরাই জানেন, চাষ হচ্ছে, ক্বচিৎ উঁকিও দিচ্ছে শিস কিন্তু ফসলের স্বাক্ষর রাখা যাচ্ছে না কিছুতেই।

আসল সমস্যাটা কিন্তু অন্যত্র। গল্পের লক্ষ্য যেমন ভাল গল্প হয়ে ওঠে, উপন্যাসের ধর্ম যেমন উৎকৃষ্ট উপন্যাস হয়ে ওঠার মধ্যে এবং কাব্যের সার্থকতা যেমন কাব্য হয়ে ওঠার মধ্যে, নাটকের লক্ষ্য তেমনি নাট্য হওয়া। নাট্য অর্থাৎ দৃশ্য কাব্য। বোধ হয় এ-কারণেই বিশ্ববিশ্রুত নাট্য মনীষীরা বলেছেন, নাট্য কখনও পাঠ করা যায় না। নাটক একটি দৃশ্যবাহিত শিল্পের লিখিত খসড়া মাত্র। তার সঙ্গে সংগীত, আবহ, আলো, দৃশ্যপট, অঙ্গসজ্জা, রূপসজ্জা ইত্যাদি ইত্যাদির সঠিক ও পরিমিত ব্যবহার না হলে সে অপার্থক, আজকের রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের ভাষায় হয়তো অপশিল্প। সুতরাং নাটককে সুখপাঠ্য হতে হলে তাকে আগে নাট্য-না-হওয়ার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। তা যদি হয়, তবে তো সে সাহিত্যের শিরোপারই দাবি করে বসবে। তখন সিনেমার নজরে পড়ার জন্য রচিত গল্প-উপন্যাসের গতিটা হবে কী ?

অনেক পাঠক বলেছেন, গল্প উপন্যাস আগে সাহিত্যই, পরে চলচ্চিত্র হয় ; বাংলা-বাজারে গল্প-উপন্যাসের নাট্যরূপই কি কম চলে ? বলে ঠিক কথা। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীরা ভাল

কাহিনী কেনেন গল্প ও উপন্যাস থেকে বাণিজ্যিক মুনাফা-লাভের জন্য। এই বেচাকেনা কিন্তু সাহিত্যের মুখটাকে ঘুরিয়ে সিনেমামুখী করেছে। পেশাদারী ও অপেশাদারী প্রচেষ্টায় উৎকৃষ্ট সাহিত্যের নাট্যরূপও হয়েছে এবং হচ্ছে অনেক। আমার প্রশ্ন, অভিযোগকারীরা কি সেই নাট্যরূপের সবগুলো পাঠ করে বলতে পেরেছেন: এর সবগুলোই সুপাঠ্য? কটা সিনেমার চিত্রনাট্যই বা আজ পর্যন্ত সুখপাঠ্য হয়েছে—খবর রাখেন কেউ? সুতরাং নাটক সুখপাঠ্য না হবার জন্যে সে কোষ্ঠি-কুলজী বিচারে পতিত এ-অভিযোগ ধোপে টেকে না। 'এই দশকের সেরা নাটক' গোড়া থেকেই পাঠকদের ভালো নাটক উপহার দেবার ব্রত নিয়েছে। প্রয়োগ পাণ্ডুলিপি নয়; মূল নাটকটি (যা থেকে প্রোডাকসন স্ক্রিপ্ট তৈরী হয়) তাই তুলে দেওয়া হয় পাঠকদের হাতে। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার পর তিনটি নাটকের সুখ্যাতি করে পত্র দিয়েছেন অনেক পাঠক পাঠিকা। এঁদের মধ্যে সাহিত্য অনুরাগী নয় এমন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা কঠিন। এবার দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে তিনটি নাটক: অসিত বসুর বহু আলোচিত 'কলকাতার হ্যামলেট', দেবাশিস মজুমদারের 'দানসাগর' এবং পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণভিলা'। তিনটিই নাটক ও নাট্য হিসাবে এই সময়ে দর্শকদের কাছে জনপ্রিয় হয়েছে।

অসিত বসুর 'কলকাতার হ্যামলেট' বক্তব্যে বিপ্লবী, বিতর্কিতও। এ-দেশ ও ও-দেশের রাজনৈতিক ব্যবসায়ীরা দর্পনে এর চেহারা প্রত্যক্ষ করে আৎকে উঠতে পারেন। নিজের ছায়াকে প্রত্যক্ষ করার আতঙ্কে চিৎকার করে ফাটাতে পারেন গলা, আপন ও দলগত স্বার্থরক্ষা বা চরিত্র বজায় রাখতে একা অথবা দলগত ভাবে চিহ্নিত করতে পারেন একে রিএ্যাকশনারি হিসেবে. কিন্তু জীবন ও সময়ের, সমাজ ও বিপ্লবের সত্যটাকে এমন করে চোখে

আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে কোন নাটকটা। আঙুলটাকে সোজা করে কোন নাটক অবিচলিত কণ্ঠে বলতে: পেরেছে। আজকের দগদগে ঘা টা ঠিক এইখানে, চিকিৎসাটাও হওয়া উচিত রোগের মতনই? হালফিলের বাংলা নাট্য আলোচকরা কিন্তু তাঁদের গুরুগম্ভীর কলমের বাণী থেকে এই নামটিকে আলাদা করে রেখেছেন। কেন রেখেছেন, কেন এ-নাটকটি প্রকৃত উৎকৃষ্ট নাটক হওয়া সত্ত্বেও তুমুল ঝড় তুলতে পারে নি—পাঠকদের সেই সত্যটা জানতে হবে। 'কলকাতার হ্যামলেট' পাঠ করার পর আমার বিশ্বাস চক্রান্তটা স্পষ্ট হবে। এবং বুঝতে অসুবিধে হবে না কোন কারণে একে আমি এই দশকের শ্রেষ্ঠ নাটক বলে চিহ্নিত করলাম।

এ-সংকলনের দ্বিতীয় নাটক দেবাশিস মজুমদারের 'দানসাগর' প্রতিবেশী সাহিত্যভাণ্ডার থেকে বেছে নেওয়া এক হীরকখণ্ড। প্রেমচাঁদ-এর 'কাফন' এর উৎস। নাট্যকার এ-দেশের, এই রাজ্যের তথাকথিত সর্বনিম্ন স্তরকে বেছে নিয়েছেন পট হিসাবে। যে স্তরের বিকার নেই, আঘাত প্রত্যাঘাত হয় না যেথানে; ধবলগিরির জলের মতো যরক উত্তাপহীন। ওরা লোভী যেহেতু রুজি নেই, ওরা নির্বিকার যেহেতু খাদ্য নেই কিন্তু সভ্য সমাজের পাশাপাশি বাস করে আত্মবঞ্চনা আর খুদে প্রবঞ্চনার পথটিকে বেশ চিনে নিতে পেরেছে। পেরেছে বলে পিতা সন্তানকে প্রতারিত করে, সন্তান বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যিখানে ঝোলে ত্রিশঙ্কুর মতন। নাট্যকার বলতে চেয়েছেন, এঁরাই একদিন ত্রিশূলধারী রুদ্রভৈরব হবে। নিপীড়িত শোষিত নিগৃহীত এবং বঞ্চিত মানবাত্মা একদিক মৃতবৎসা সমাজটাকে কাঁধে তুলে তাণ্ডব নৃত্য নাচবে; সেদিন সতীদেহস্বরূপা সমাজটাকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে কি আর এগিয়ে আসবে নারায়ণ-সাজা বিত্তবানেরা?

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণভিলা' আসলে কি স্বর্ণ প্রাসাদ? আমাদের সমাজের উচ্চবিত্তরা নিজেদের ভিন্ন

স্বর্গের দেবদেবী মনে করার ফলে, উঁচু চোখটাকে আর নীচে নামাতে পারেন না কিছুতেই। স্বার্থের জন্য অপরিচিতকে বসাতে পারেন হৃদয়ের আসনে; নিজের অস্তিত্ব আর সম্মান রক্ষার জন্য পরমপ্রিয় বস্তুটিকে তুলে দিতে পারেন আগন্তুকের হাতে। তারপর যখন দেখেন গোটা ঘটনাটাই উর্বর মস্তিষ্কের উন্মাদনা তখন অনায়াসে আতিথ্য পরায়নতা, স্নেহ, মায়া এবং মমতার মুখটাকে কত সহজেই না বীভৎস এবং কুৎসিৎ করে ফেলতে পারেন। তখন, ঠিক তখনই কি প্রকাশ পায় তাদের আসল রূপটা? নাট্যকার এমন একটা সময়ের দোরগোড়ার এনে নাটকটির যবনিকা টেনেছেন যেখানে সবগুলো মুখোস খুলে গিয়ে এই সমাজের আসল রুগ্ন চেহারাটা ফুটে উঠেছে। একেই বলা চলে না আত্মপ্রবঞ্চনা?

নাটক তিনটিকেই রূপক হিসাবে ধরে দেওয়া যায়, সমাজচিত্র হিসাবেও অথবা বাস্তবের প্রতিচ্ছবি হিসাবেও। সেখানেই রচনার সার্থকতা। নাট্য সংস্থাদের প্রতি অনুরোধ তাঁরা বিনা অনুমতিতে এ-নাটকগুলো মঞ্চস্থ না করলে সুখের কারণ হবে। তিন নাট্যকারের মতই সেই রকম।

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

কলকাতার হ্যামলেট

অসিত বসু

অন্ধকারে কয়েকটি ক্যামেরা ফ্লাশগান ঝলসে উঠে দর্শকের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মঞ্চে অল্প আলোর পরিসরে একজন ক্যামেরাম্যানকে দেখা যায়। তিনিই ছবি তুলছিলেন। ইনি ফটোগ্রাফার শম্ভু সেন।

শম্ভু ॥ নমস্কার! আমি শম্ভু সেন। ফটোগ্রাফার শম্ভু সেন। অনেকদিন আগে একটা কাগজের স্টাফ ফটোগ্রাফার ছিলুম। কাগজটা উঠে গেল। এখন আমি ফ্রিলান্স। আজ প্রায় চল্লিশবছর এই ছবি তোলার কাজ করছি। অনেক-অনেক ছবি তুলেছি...তুলে যাচ্ছি। কয়েকবছর আগে মাথায় একটা বড়ো রকমের চোট পেয়েছি...ডাণ্ডা...! অনেকে বলে তাতে নাকি আমার মাথার গোলমাল হয়েছে। বিশ্বাস করুন....মাথায় আমার গোলমাল হোক চাই নাই হোক...আমার হাতের ক্যামেরাটা কিন্তু ঈশ্বরের মতোন... নৈর্ব্যক্তিক এই লেন্সের চোখ দিয়ে সব কিছুর আসল চেহারাটা ধরে চলেছে। অন্ধকারকে ফ্ল্যাশগানের দাবড়ানি দিয়ে চাবকে এ ব্যাটা, [ক্যামেরাটি দেখান] সব কিছুকে আলোয় টেনে আনে।....এটা ভীষণ সত্যি কথা বলে! ...একদিন আকাশের দিকে ঘুরিয়ে Zoom লেন্সের আঁকশী দিয়ে কয়েকটা তারার ছবি টেনে নামালাম। ডেভেলাপ করে দেখি...ওগুলো তারা নয়.... আমার চেনা কতগুলো মুখ। এই কলকাতার দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে...! ঐ মুখগুলোকে আমি ভীষণ চিনি। কাউকে দেখেছিলাম তেলেঙ্গানায়....কাউকে কাকদ্বীপে....কাউকে আমার এই কলকাতায়...মিছিলে ....ময়দানে—বলুন এ ম্যাজিক জানে না? আমরা ভুলে যাই কিন্তু ব্রোমাইড পেপারের ওপর ধরে রাখা এর মেমারি অক্ষয়। ...আপনারা আজ এখানে নাটক দেখতে এসেছেন তো? আমি আপনাদের একটা নাটক দেখাবো... এই কলকাতার নাটক। কলকাতা....অনেক ছবি তুলেছি...দেখুন কয়েকটা—

[কয়েকটি বিভিন্ন মাপের পর্দায় একসঙ্গে কলকাতার দৈনিক জীবন-যাত্রার পরস্পর বিরোধী চিত্র চলতে থাকে]

কলকাতা...কলকাতা....বহুবিতর্কিত কলকাতা মহানগরী অথবা মৃতনগরী বা মিছিলনগরী...কলকাতা....কলকাতা...মহান মৃত মিছিল নগরী! এখানে

পথের মৃত শব রেখে নির্বিকার চিত্তে ঘরে চলে উৎসব। এখানে পথেতে ঘাম, রক্ত, বুলেট, লাঠি ও বোমা। তারি পাশে আছে সার্বজনীন পূজার মাইক, চাঁদা, জলসা, সিনেমা, সংস্কৃতির ধামা! এখানেতে ক্ষুধা, অনাহার আর মহামারী, ঐশ্বর্যের প্রভুদের বেলেল্লাপনা বাড়াবাড়ি। একই বুকে ধরে সব সয়ে আছে কলকাতা—আমার শহর কাৎরায় নাকো, বোঝে না সে আর কোন ব্যথা। আজব-আজব-আমার-আজব শহর কলকাতা—

—অন্ধকার—

[একটি স্ট্রীট লাইট। তার একচিলতে আলোয় দেখা যায় একটি মৃতদেহ পড়ে আছে। মাঝ রাত্তির। থেকে থেকে পুলিশভ্যান, মিলিটারী টহলদারী এবং একটি দমকলের ঘণ্টা শোনা যায়। এর মাঝে দুটি নির্বিকার চিত্ত মাতাল আসে তাদের মাথার ওপরে হাত তোলা।]

১ম মাতাল ॥ অত হড়বড় কোরো না....সোজা গুলী ঝেড়ে দেবে। পরদিন কাগজে সশস্ত্র—থুড়ি—বোমামারিতে উদ্যত উগ্রপন্থী বলে শহীদ মার্কা ছবি বেরিয়ে যাবে।

২য় মাতাল ॥ কাগজের আমি ইয়ে করি [বিশেষ মুদ্রা দর্শায়ন]

১ম মাতাল ॥ নেশা হয়েছে। তখনই বলেছিলাম অত খেও না। শালা মাতাল!

২য় মাতাল ॥ আমি মাতাল?

১ম ॥ আলবৎ....আমি নয় অল্প বয়সে বকে যাওয়া ছেলে। তুমি এম. এ. পাশ ...মাষ্টার...মাল খাও কেন? খাবে না। আর কখনো খাবে না।

২য় ॥ না-খাবে না! চারদিকে যা হচ্ছে সাদা চোখে দেখতে গেলে....না পারবো না! পাগল বা মাতাল না হলে এ সব মেনে নেবো কি করে! উগ্রপন্থী হয়ে যাবোনা? তখন আমার চাকরি...কে খাওয়াবে....আমার বাবা সে গাট্‌স্ নেই...

১ম ॥ [খিক খিক করে হাসে]

২য় ॥ কি! হাসছো কেন?

১ম ॥ তোমাকে নবদ্বীপের জগাইয়ের মতোন দেখাচ্ছে।...মালপো খাবে? মালপো? হাত নামাও তো। আত্মসম্মান বলে কিছু নেই? স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক...দুটো সি. আর. পি-র হুমকীতে...

২য় ॥ স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে…কে বাঁচিতে চায় ? আপনি আচরি ধর্ম পরে শিখাও ।

১ম ॥ আমি…ইয়ে…আলিস্তি ভাঙছি ।

২য় ॥ আধঘণ্টা ধরে ? শালা মাতালের খেয়াল ! ভীতু—

১ম ॥ …আমি ভয় করবো না ভয় করবো না ।

[দুই মাতাল গলা জড়িয়ে এগোয় । গান গাইছে…"আমি ভয় করবো না…দুবেলা মরার আগে মরবো না" । মৃতদেহে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় ।]

১ম ॥ বাঞ্চোৎ । রাস্তায় যদি গড়াবি তো মাল খেলি কেন ?

২য় ॥ শালা পাতি মাতাল ।

[দুজনে হঠাৎ খেয়াল করে এটি একটি মৃতদেহ]

২য় ॥ এ্যাহ্ চটচট্ করছে । (তার হাতে রক্ত লেগেছে)

১ম ॥ আবার একটা…

২য় ॥ সাতদিনের মধ্যে চারচারটে ! একইভাবে । (মৃতকে) একটু রকমফের করলে কি দোষ ছিল ?

১ম ॥ বিদ্রোহী রণক্লান্ত তোমাদের রক্তমাখা বিদ্রোহের সাক্ষ্য দুটি মাতাল ।

২য় ॥ এক হপ্তায় চারটে ! একটু রকমফের হলে কি দোষ ছিল ?

১ম ॥ দুটো মাতালের Sympathy ছাড়াও আরো অনেক কিছু তো পাবার কথা ছিল ।

২য় ॥ না-না তাই বলে হপ্তায় চারটে….

১ম ॥ কাঁচা জান…মালের থেকে সস্তায় বিকোচ্ছে..

২য় ॥ হপ্তায় চারটে ।

১ম ॥ একটু থাকো তো এখানে । লোকজনদের খবর দিই । নইলে শালা বডিটারও তো একটা গতি হবে না । কলকাতা জুড়ে….শালা দুনিয়া জুড়ে শুধু কাঁচা কচি জান পচছে ! জলুনি…জলছে…দেশ জলছে…বুক জলছে…. মাথা জলছে । [প্রস্থান]

২য় ॥ [১ম মাতালের গমন পথের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকে] মোগল পাঠান হদ্দ হ'লো ফার্সী পড়ে তাঁতী ! হুঁ ! দুনিয়াশুদ্ধ লোক মেনে নিচ্ছে…সুখী পরিবার গড়তে হবে না…? কি খাবো ? কে খাওয়াবে ? Sympathy ! শালা মাতালের করুনায় বিপ্লব ভাসিয়ে দিলে ! মাতালের খেয়াল ।

[সিগারেট খাবার জন্যে দেশলাই ধরায়। তার কাঁধের ওপর দিয়ে হঠাৎ একটি হাত বাড়িয়ে কে যেন বলে ওঠে :]

কণ্ঠস্বর ॥ দাদা একটা সিগারেট হবে ?

২য় ॥ এই মাঝরাতে শান্তিতে একটা সিগারেট পর্যন্ত খেতে দেবে না !

কণ্ঠস্বর ॥ দিন না ?

২য় ॥ তুমি কি অর্থমন্ত্রী না ইনকামট্যাক্স যে চাইলেই দিতে হবে ? নেহি দেঙ্গা !

কণ্ঠস্বর ॥ বড্ড শীত করছে···তাই····

২য় ॥ এই নাও শালা ! আমায় উদ্ধার করো [হঠাৎ কণ্ঠস্বরের মালিকের দিকে নজর পড়ে। অন্য কেউ না। সেই মৃতদেহটি সিগারেট চেয়েছে] না···না····[চোখ রগড়ায়।]

মৃতদেহ ॥ কি, না ?

২য় ॥ আমি এত মাল খেয়েছি ? (চোখ কচলায়।) মড়া সিগারেট।

মৃতদেহ ॥ মড়া বলে কি মানুষ নই নাকি ?

২য় ॥ উঃ কি ভীষণ হাওয়া চাগিয়েছে।

মৃতদেহ ॥ খুব ! ভয় করছে ?

২য় ॥ না—মানে খুব ! উঃ শীত···মাইরি খুব ভয় করছে !

মৃতদেহ ॥ আমাকে ?

২য় ॥ না মানে হ্যাঁ ! আচ্ছা বলুন ভয় করবে না ? কে কবে শুনেছে মড়া এসে সিগারেট—বুকে ঘাড়ে আবার দুটো বুলেটের গর্ত্তো !

মৃতদেহ ॥ না-না আমায় ভয় পাবেন না !

২য় ॥ না পাবে না ! আব্দার ! উপকার করতে গিয়ে শালা আচ্ছা ঝামেলিতে ফাঁসলুম ! মাল খেয়েছি বলে ভয় পাবো না ? মাতাল বলে কি মানুষ নই ?

মৃতদেহ ॥ যখন বেঁচেছিলাম তখন তো কেউ ভয় পান নি···শুধু মরে গেছি বলেই একটা ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালাম ? আপনার আমার মধ্যে তফাৎটা কি খুব বেশী ? আপনার হৃদপিণ্ডটা বুকের ভেতরে এখনও দপদপ করেছে··· আর আমারটা দুটো বুলেটে এ ফোঁড় ও ফোঁড় হয়ে থেমে গেছে···এই তো ? আপনারও তো এমনটা হতে পারতো। তখন ?

২য় ॥ এ্যায় ! এ্যায় ! ভয় দেখাবেন না তো ! আমার palpitation হচ্ছে !

মৃতদেহ ॥ তার চেয়ে আসুন—লোকজন না আসা পর্যন্ত গপ্পো করা যাক।

২য় ॥ গপ্পো ! উঃ বড্ড শীত !

মৃতদেহ ॥ হাওয়া দিচ্ছে কনকনিয়ে ! এই বুলেট হোল দুটো দিয়ে জলো হাওয়া ঢুকে শরীরের ভেতরটাকেও কাঁপিয়ে দিচ্ছে !

২য় ॥ তাছাড়া রক্তও তো বেরিয়েছে অনেকটা···একটা রুমাল দেবো ?

মৃতদেহ ॥ ধন্যবাদ [রুমাল নিয়ে রক্ত মোছে। বুলেটের গর্ত দুটি ঢাকে। হেসে ফেলে। সেই দেখে মাতালও বোকাবোকা হাসি হাসে।]

মৃতদেহ ॥ ধ্যেৎ ! কোনো মানে হয় না। মরেই তো গেছি [মাতালের রুমালটা ফিরিয়ে দেয়। রক্তাক্ত রুমালটা দেখতে দেখতে মাতাল বলে]

২য় ॥ অনেকটা রক্ত পড়েছে··· ।

মৃতদেহ ॥ অনেক ! অনেক ! চুঁয়িয়ে টপটপ করে ! নিঃশব্দে ! সেই গপ্পোটাই তো বলবো। আমার রক্তঝরার গপ্পো ! আমার নাম অভি···অভি রায় ! থিয়েটার করতাম, পেশা-নেশা দুই-ই ।

২য় ॥ আপনি···মানে···আপনার 'সাতরথী' 'হ্যামলেট', 'সভ্যশ্বাপদ' নাটকগুলো আমি দেখেছি ! বেশ ! বেশ ! এই অবস্থায় আপনাকে চেনা যায় না !··· কে···কারা এটা করলো ?

অভি ॥ সেই Interesting গল্পটাই তো বলছি !···কোথা থেকে শুরু করি বলুন তো ?

২য় ॥ যেখান থেকে খুশী···

অভি ॥ যেখান থেকেই হোক শুরু তো করতে হবে ? আর শুরু করতে গেলেই শুরুতে এসে দাঁড়ানো····সে যে কী ঝামেলা···· ।

২য় ॥ যা বলেছেন মাইরি। নিন—সিগ্রেটটা ধরিয়ে মৌজসে শুরু করুন। [দুটো কাঠি জ্বলে না] ধ্যাস্-শালা, কাঠিতেও ভেজাল !

অভি ॥ বঙ্গ-সন্তানদের প্রধান অস্ত্রে ভেজাল ?

২য় ॥ মানে—কাঠি—অস্ত্র ?

অভি ॥ হ্যাঁ ! অপরের পশ্চাতে আমরা এই অস্ত্রটিই তো প্রয়োগ করে থাকি !

২য় ॥ [Seriously] হ্যাঁ ! যাঃ মাইরি ঠাট্টা করছেন ।

অভি ॥ ঠিক ধরেছেন তো !....থাকগে—আমার কাহিনীটা এবার শুরু করি ! সেদিন আমাদের মহলা ঘরে সাতরথী নাটকের মহলা চলছে :—

[মঞ্চের একটি পাশে মহলা ঘরে ফাল্গুনী সপ্তরথী আক্রান্ত অভিমন্যুর পার্ট বলছে। মাতাল ও রক্তাক্ত অভিকে অন্ধকার এসে ঢেকে দেয়]

ফাল্গুনী ॥ ছিন্নধ্বজা-ভগ্নরথ, শস্ত্রহীন ! অন্যায় সমরে বয়োজ্যেষ্ঠ সপ্তরথ ঘিরেছ আমায়। অবাধ্য অবাক মন প্রশ্ন তোলে শস্ত্রগুরু, পিতৃগুরু, ন্যায়পরায়ণ দ্রোণে দেখে এ অসম রণে...দ্রোণ কোথায় ?

রাধা ॥ আসে নি, শ্যামদা আসে নি।

ফাল্গুনী ॥ লজ্জা মানি মনে : দিয়েছিনু প্রণাম একদা প্রকৃত পুরুষ জেনে এই সব নপুংসক দলে !

বাসব ॥ [শকুনি] আর কেন অর্জুন তনয়, বৃথাবাক্যব্যয় ! শমন শিয়রে তোর...

ফাল্গুনী ॥ অর্জুনতনয় নয় সুবলনন্দন ; অস্ত্রমুখে স্বোপার্জিত স্বনামে পরিচয় মোর...অভিমন্যু ! অভিমন্যু পুরুষ আমি সপ্তক্লীব ব্যূহে...

তপন ॥ (কর্ণ) ক্ষমা করো পুত্র মোরে ! প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়ে এ অন্যায় রণে বাধ্য আমি। হতো যদি সম্ভব এই দণ্ডে মেদিনীর গর্ভে নিতাম আশ্রয়— অপমানে ব্যথায় জর্জর জনকনন্দিনী সীতার মতন।

ফাল্গুনী ॥ ক্ষমা ! রে হীন সূতপুত্র ক্ষমাই প্রাপ্য তোদের রে ক্লীব পূর্বসূরী অভিমন্যুর ! তবু জেনো কাঁপে না হৃদয় মোর...ভয়ে, ত্রাসে, শংকায় ! চক্রব্যূহে পশেছি যখন হয় যুদ্ধ নয় মৃত্যু জেনেছি এ ধ্রুব। জয় আর মৃত্যু পাশে নিয়ে এক সত্য বিরাজে সদাই—যুদ্ধ। যুদ্ধ জীবনের আর নাম। নপুংসক শিখণ্ডী রক্ষিত মোর পিতৃকুল—উপযুক্ত বটে এই ক্লীব কুচক্রী কৌরবের শত্রুতার ! হায়-হায় রে অভিমন্যু....

অভি ॥ [প্রবেশ করে তার হাতে নাটকের পাণ্ডুলিপি] না-না ফাল্গুনী কিস্যু হচ্ছে না। ব্যাপারটার মধ্যে এত emotionaly involved হয়ে গেলে চলবে কেন ?

ফাল্গুনী ॥ বাঃ ক্লাসিকাল মেজাজের নাটক....একটু involvement of emotion না থাকলে...তাছাড়া dialcuge-এর যে lyrical side-টা রয়েছে....সেটা।

অভি ॥ ...ন্যাকা ন্যাকা গলায় বিশুদ্ধ আবৃত্তি করলেই সেটা এসে যাবে ! আরে বাবা ! এটা অভিনয় আবৃত্তি নয় ! তাছাড়া dialouge-এর

lyrical value-টাকে উড়িয়ে দিয়ে তুমি কতো বড়ো actor সেটা তো আমাদের জানাবার দরকার নেই···

বাসব ॥ তখুনি বলেছিলাম। সেভেনটিজ-এ বসে এসব নাটক করার কোনো মানে হয় না! কেমন একটা যাত্রাপার্টি-যাত্রাপার্টি ভাব। লোকে কি বলবে ?

অভি ॥ যাত্রা ব্যাপারটাকে এতো হীন ভাববার কি আছে! যাত্রার কতটুকু আপনি জানেন ? আপনার যাত্রা দেখার অভিজ্ঞতা তো কলকাতার কোনো স্টেজে। দু-চার পাতা বিদেশী থিয়েটার জার্নাল পড়েই সব কিছুতে রায় দেবার অধিকার জন্মে গেছে ভেবেছেন, না ?

ফাল্গুনী ॥ আমি নিজে কত বড়ো actor এটা প্রমাণ করতে চাই নি। এখানে এসেছিলাম—

অভি ॥ কমিটেড রেভোলিউশনারী থিয়েটার করতে তো ?

ফাল্গুনী ॥ —হ্যাঁ, সেখানে এসব রামায়ণ-মহাভারত···

অনন্ত ॥ হ্যাঁ—কেমন একটা ব্যাকডেটেড্—

অভি ॥ তা আপনাদের প্রাণের বস্তু এখানে না পেলে দল ছেড়ে দিন-অথবা···

রাধা ॥ দল ছাড়ার কথা এখানে আসছে কি করে ?

অভি ॥ আমার কথাটা শেষ করিনি এখনও····অথবা আপনি কিছু একটা করে দেখান ॥ আজ পর্যন্ত ঝুড়ি ঝুড়ি কথা ছাড়া দলকে কিছু দিয়েছেন বলে তো শুনিনি! Commitment! revolution! আরে বাবা থিয়েটার করার minimum discipline-টা আগে আয়ত্ত করুন···তারপর···

রাধা ॥ এ সব ঝগড়াঝাঁটি আমার অসহ্য! আমি চললাম।

অভি ॥ অনায়াসে যেতে পারেন! এসব তেতো কথাগুলো মনের ভেতর না জমিয়ে বলে ফেলাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ!

রাধা ॥ তোমার কি ধারণা সবাই মুখ বুজে তোমার খামখেয়ালীপনা সয়ে যাবে ?

অভি ॥ খামখেয়ালীপনা মানে! আরে বাবা, একটা কাজ করে কেউ হাজারটা কথা বলে শুনতে রাজি আছি ; তা না ঘাড়ে পাউডার উড়িয়ে শিল্পী সেজে সব কথায় ফুলঝুরি ওড়াচ্ছে!

তপন ॥ তাই বলে নাটক সম্পর্কে আমরা—

অভি ॥ যাক্‌গে···আপনাদের সকলেরই কি নাটক সম্পর্কে একই মত ? [নীরবতা] বেশ ; বন্ধ করে দিন এ নাটক। এক মাসের ওপর রিহার্সাল

চলার পর এ ধরণের কথাবার্ত্তা আমি আর শুনতে রাজী নই....Fools ! চ্যাংড়ামি ! চ্যাংড়ামি হচ্ছে... ? (Script ছুঁড়ে ফ্যালে)

[অনন্ত ঝাঁপিয়ে কুড়িয়ে নেয়]

অনন্ত ॥ ইস ছিঁড়ে গেল !

অভি ॥ আমি চললাম...[গমনোদ্যত]

রাধা ॥ [অভির পথ আগলায়] অভিদা তুমিও কি ওদের মতো ছেলেমানুষ হলে ?

অভি ॥ ছেলেমানুষিটা ছেলেমানুষদেরই মানায় ! কিন্তু এখানে কচিখোকাটি কেউ নয় ! গত দশ বারো দিন ধরে লক্ষ্য করছি এই গুজুর গুজুর চলছে সমানে। সামনে এসে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে ন'—জানবে না ; কিছু জিজ্ঞেস করলে মুখ বুজে থাকবে-আর—[প্রস্থানোদ্যত]

রাধা ॥ যেয়ো না !

অভি ॥ সর, পথ ছাড় !

রাধা ॥ নাহ্ !

অভি ॥ আঃ রাধা !

রাধা ॥ আমার কথাও শুনবে না ?

অভি ॥ ভারী আমার গার্জেন এলেন—ওঁর কথায় আমায় উঠতে বসতে হবে !

রাধা ॥ রাগারাগি চলবে না।

অভি ॥ চ্ চ্, রাগ না, রাগ না, বিরক্তি, বিরক্তি, বিরক্ত হয়ে যাই !

রাধা ॥ এত চট করে ? তাহলে দলটার কি গতি হবে ?

অভি ॥ চুলোয় যাক শালা—

তপন ॥ সেটা তো শুরু অভিমানের কথা হোলো ? [বলেই সন্ত্রস্ত হয়। অন্য সকলেও—। অভি ঝট করে ঘুরে দাঁড়ায়। হঠাৎ হেসে ফেলে সকলের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে]

অভি ॥ জানি ! সখের থিয়েটার করা আহাম্মকের মতো কথা।.......সখের থিয়েটার করতে আমরা এসেছিলাম নাকি ? কিরে রাধা ; বল ?

রাধা ॥ আমাকে বাবা কিছু বলতে টলতে বলো না...

অনন্ত ॥ হ্যাঁ, রাধাদি কিছু বলতে শুরু করলেই একটু পরে সব গুলিয়ে ফেলে। চোখ গোল্লা গোল্লা করে....

রাধা ॥ ফাজলামি হচ্ছে...তখন যে কথাটা বলছিলাম...তুমি এত সহজে বিরক্ত

হলে, চটে গেলে, অধৈর্য হলে···সামনে যে অনেক চ্যালেঞ্জ পড়ে আছে সেগুলোর কি হবে ?

অভি ॥ অ, আমার ঘাড়ে সব দায়ীত্ব ছেড়ে নেতা বানিয়ে কেটে পড়ার ধান্ধা !

তপন ॥ কেটে পড়া নয়—কেটে পড়া নয়। এটা তো fact—আমাদের মধ্যে Theatre এর অভিজ্ঞতায় তোর কাছে কেউ নেই !

অভি ॥ পিঠ চুলকোচ্ছ শালা ! অবশ্য মাঝে মাঝে মন্দ লাগে না ! in fact বেশ আমোদ হয়।

রাধা ॥ এখন আমোদে গলে না গিয়ে...আমাদের বুঝিয়ে দাওতো নাটকটার Spirit, problem····

অভি ॥ [ফাল্গুনীকে] এবার একটু জ্ঞান দিই ! এই যে, কমিটমেণ্ট ! তুই যে বলছিলি Classical মেজাজের নাটক—সেটা আবার কি ? আজকের অভিনেতা তুই, কোথায় চরিত্রগুলোর মূল Problem টা interpret করবি, তা না—

ফাল্গুনী ॥ তা এ রকম পৌরাণিক, মহাকাব্যিক চরিত্রের আসল problem টা এই 70's-এ বসে ধরবো কি করে ?

অভি ॥ পুরাণ মহাকাব্যের বলেই ব্যাপারটা এত দূরের হয়ে গেল ?

রাধা ॥ হ'ল না ? ও অভিমন্যুর সমস্যাটা ধরবে কি করে ? ও তো সে যুগ-সে কালের থেকে really অনেক দূরে !

অভি ॥ তুইও দিন দিন একটা ভোঁট হচ্ছিস্। নেকী ! মাথায় কি আছে ?

অনন্ত ॥ পরচুলো-খুড়ি উইগ।

তপন ॥ না অভিদা ব্যাপারটা ক্লিয়ার করো—

[হন্তদন্ত হয়ে শ্যাম আসে]

অভি ॥ কি ব্যাপার—কি ব্যাপার ? কালকের রিহার্সালের জন্যে এলেন নাকি ? আজ তো প্রায় শেষ করে এনেছি—

শ্যাম ॥ না-ইসে মানে—

অভি ॥ মানে আবার কি ? এ দলে কি এখন থেকে সোয়া একঘণ্টা পরে রিহার্সালে আসাটাই রেওয়াজ হলো নাকি ? আজ অমুক আসেন নি ; কাল অমুক আসতে পারবে না···ইয়াকি ! থিয়েটার করবে ! হ্যাঁ-এরপর থেকে এক মিনিট ! এক মিনিট লেট করলে আসবেন না ! তিনি যিনিই হোন ! কারুর জন্যে থিয়েটার আটকে থাকবে না—

শ্যাম ॥ কারখানা থিক্যা ফিরছি ছয়টা-তুইটার সিফট সাইর‍্যা। তুইডা খাইয়া উঠতে উঠতেই পাঁচটা হইল—

তপন ॥ তা এখন তো পৌনে আটটা—

শ্যাম ॥ কোম্বিং!

রাধা ॥ মানে—

শ্যাম ॥ কোম্বিং রে ভাই! পাড়া কোম্বিং করতে আছে পুলিশ আর মিলিটারী মিইল্যা! extremist ধরতে আছে! আমাগো পাশের বাড়ীর চৌধুরীবাবুর মেজ পোলাডারে ধরছে।

অনন্ত ॥ সে কি উগ্রপন্থী নাকি? একটা পা তো নেই!

শ্যাম ॥ জিগাও তাগো! একাত্তর বছরের বৃদ্ধ দত্তমশাই এই কথা অফিসাররে জিগাইতে গিয়া বন্দুকের কুঁদায় ডান হাতের কনুই ভাঙছেন··· ভাঙা কনুই-এ নিতাই গৌর পেছু দিয়া আমার লগে হাসপাতালে আইলেন—তাই সেইখান থিক্যা···

অভি ॥ চারদিক থেকে হাত প' বেঁধে পিটছে, কোনো প্রতিবাদ নেই—!

ফাল্গুনী ॥ প্রতিবাদ করা মানেই তো উগ্রপন্থী হয়ে যাওয়া।

অভি ॥ তাতে ঘরের আরামটা আর টেঁকে না, না? তাই মুখ বুজে নীরবপন্থী হতে হবে।

রাধা ॥ এই উগ্রপন্থী ফোবিয়ায় ভুগছে আমাদের···

বাসব ॥ না, না, কারা সেটা বোলো না সেন্সরে আটকাবে!

শ্যাম ॥ শালা পুরা দেশের ইউথড্যারেই সেন্সর কইর‍্যা রইছে!

তপন ॥ আমরা শালারা দেখছি আর সমালোচনা করে যাচ্ছি।

অনন্ত ॥ আমাদের আর কি করার আছে বলুন? শিল্পের চর্চায় এসব political কচকচি···আমরা আর্টিষ্ট···

তপন ॥ Artist মানে? Artist রা কি সমাজের বাইরের জীব? পিস্‌কাটর, ব্রেখ্‌ট, লোরকা, পিকাসো, নেরুদা···এঁরা আর্টি'ষ্ট নন? ···পুরো সমাজটা যেখানে···

শ্যাম ॥ কও সমাজব্যবস্থাডা—

তপন ॥ ঐ একই হোল···

শ্যাম ॥ ত্যাৎ! ত্যাল আর ত্যালাকুচা একই হোইল?···ইসে কতগিলি মার্কসবাদ পড়ে নাই····! অনন্ত একডা চারমিনার চমকা!

অনন্ত ॥ চমকে চমকে তো থগে গেছি, দাদা। আর কতদিন সাপ্লাই করবো ?

[সিগারেট দেয়]

শ্যাম ॥ এত্তো বকস্ না তো ! শালাইডা ঠোক বাসব।

রাধা ॥ নেশাটুকু ছাড়া তো সঙ্গে আর কিছু আনোনি দেখছি। শুধু ইচ্ছেটুকুই সঙ্গে এনেছো ?

শ্যাম ॥ গরীবের তো ওই ইচ্ছাটুকুই সম্বল ভাই। অভি শোনছ শংকরদা নতুন নাটক ধরছেন !

অভি ॥ এবার আবার কি পালা ?

শ্যাম ॥ প্রোডাকসন নং এক—"আহত গোলাপ"।

অভি ॥ ঝাঁসীর রাণীকে নিয়ে সেই নাটকটা ?

শ্যাম ॥ হু !

অভি ॥ ভালো ! কুলীমজুরদের নিয়ে নাটক তো আর পয়সা দিচ্ছে না…ওই রাজা-গজারাই ভালো, খুব colourfull-gorgeous প্রোডাকশন হবে !

তপন ॥ হ্যাঁ—ঝাঁসীর রাণীকে হিরোইন করে দারুণ মার্কসবাদী নাটক হবে এবার !

অভি ॥ থাক। পরচর্চায় না মেতে নিজেদের কাজ করতো !

রাধা ॥ গুরুনিন্দে শুনতে কষ্ট লাগে, না ?

অভি ॥ ওপরে থুতু ছিটালে নিজের গায়েই লাগবে যে।

শ্যাম ॥ তুমিও কি গাও বাঁচাইতে আছ ?

[হাঁপাতে হাঁপাতে একটি ছেলে ঢোকে। বয়স ২২ থেকে ২৬ বছর। লুকোবার একটা জায়গা খুঁজছে।]

ফাল্গুনী ॥ কি ব্যাপার ?

ছেলেটি ॥ পরে জানবেন। ওদিকে বেরোবার কোনো দরজা আছে ?

অভি ॥ না। ব্যাপার কি ? আপনি আমাদের ঘরে ঢুকে এলেন without permission ! আবার ওদিকে দরজা আছে কিনা…

ছেলেটি ॥ আপনারা কি কলকাতায় রয়েছেন…না সুইডেনে ? রাত আটটা… একটা ছেলে আচমকা ঢুকে পালাবার পথ খুঁজছে, বোঝেন না ?

তপন ॥ মেজাজ দেখাচ্ছেন কেন ?

ছেলে ॥ Sorry, মাথার ঠিক নেই। তিনরাত ঘুমোইনি, চোরের মতন তাড়া খেয়ে ফিরছি।

শ্যাম ॥ তা কার ঘরে সিঁদ দিছিলেন ?

রাধা ॥ কদিন কি খেয়েছো ভাই ?

ছেলেটি ॥ ভাই....!?

অভি ॥ তুমি....ফাল্গুনী দরজাটা বন্ধ করে দে...তুমি বলছি বলে কিছু মনে কোরো না। তুমি এখানে এখন নিশ্চিন্তে থাকতে পারো...কেউ তোমাকে ছুঁতে পারবে না।

ছেলেটি ॥ Please don't be sentimental, ঠিক খুঁজে বার করবে।

রাধা ॥ পেছনের দরজাই বা কত খুঁজবে ? সামনের দরজা যারা বন্ধ করেছে খিড়কিতেও তারা আগাল দিতে জানে।

বাসব ॥ আপনার অপরাধটা কি ?

ছেলেটি ॥ Protest করেছি। সমাজব্যবস্থার এই Systemটাকে উলটে দিতে চেয়েছি।

তপন ॥ একা একা একটা systemকে পালটে দিতে চান ?

ছেলেটি ॥ একা ! যে কোনও ওলট-পালটের সূচনা তো একজনকে না একজনকে করতেই হবে...তাছাড়া একা কেন ? দেশজুড়ে আমার মতো শ'য়ে শ'য়ে ছেলেরা মরছে—রোজ কাগজ খুলে দেখেন না ?

অনন্ত ॥ ও তার মানে আপনি—?

ছেলেটি ॥ আমি বা আমরা কোন দলের সেটাই কি বড় কথা হোলো ?

শ্যাম ॥ তবু Majority অফদি পিপল যখন আপনাদের সাথে নাই...

অভি ॥ একটা বড় কাজ শুরু করতে হলে Majorityটাই বড় কথা হোল ?

বাসব ॥ তবু গণতান্ত্রিকপন্থা যখন একটা আছে....

অভি ॥ ফি বছর election আর Governor's rule-এর ঘটা দেখে গণতন্ত্র, মেজরিটি, শব্দগুলো ব্যবহারে ইচ্ছে যায়— ?

[বাইরে গাড়ীর, সিঁড়িতে পুলিশের বুটের আওয়াজ। অনন্ত, ফাল্গুনী, বাসব জানালা দিয়ে দেখতে থাকে।]

অনন্ত ॥ পুলিশ ! এ বাড়ীর দিকেই আসছে।

ছেলেটি ॥ এবার বোধহয় আর পারলাম না।

রাধা ॥ আমার সঙ্গে এসো ! [হাত ধরে বাথরুমে নিয়ে যায়]

শ্যাম ॥ অথন !

বাসব ॥ মানে পুলিশ যদি ধরে এখান থেকে...আমাদের গ্রুপের...

STATE CENTRAL LIBRARY

অভি ॥ Shut your gob ! যা হয় হবে। অনন্ত দরজাটা খুলে দে…হাট করে খুলে রাখ…

তপন ॥ সবাই খুব নর্মালি বিহেভ কর !

অনন্ত ॥ এবার আসল Acting পরীক্ষা !

শ্যাম ॥ অভি ! আমাগো ক্লাশ ন্যাও ! শুরু করো !

[অভি দ্রুত ক্লাশ নিতে শুরু করে। সকলেই খুব নার্ভাস। তবু স্থির থাকবার প্রাণপণে চেষ্টা করছে।]

অভি ॥ Gordon Craig-এর ubermarionette বা super puppet-এর মূল কথাটা কি—বুঝুন। উনি যখন বলেন যে অভিনেতাদের নিখুঁত পুতুলের মতো ব্যবহার করতে হবে…তখন কিন্তু অভিনেতাদের ওপর আরও দায়িত্ব চাপিয়ে দেন। [দরজার দিকে তাকিয়ে] ইয়েস ?

[পুলিশ অফিসার মিঃ পাকড়াশী আসেন। সঙ্গে সখিচাঁদ]

পাক ॥ সরি I disturb you ?

অভি ॥ কি ব্যাপার ? একেবারে সশরীরে ?

পাক ॥ In search of—

শ্যাম ॥ Six characters ?

পাক ॥ না। এখন একটামাত্র character পেলেই চলবে !

তপন ॥ মানে ?

অনন্ত ॥ আর তো character খালি নেই। আমাদের casting হয়ে গ্যাছে ?

পাক ॥ আরে ভাই, যে রকম moulding হচ্ছে, আর Casting-এ কাজ নেই। হ্যা হ্যা-হ্যা ! কেমন হিউমার করলাম ?

ফাল্গুনী ॥ পুলিশ হিউমার করছে !!!

পাক ॥ কিয়ৎকাল আগে একটি ছোকরা এখেনে shelter নিয়েছে।

অভি ॥ কোথায় ! আমরা তো রিহার্সাল দিচ্ছি।

পাক ॥ আর হ্যারাস করেন না, ভাই। অত্যন্ত dangerous এন্টিসোসিয়াল এলিমেণ্ট ! তিনটি মার্ডার, একটি রবারি, দুটি রেপ কেস…কমপলিকেটেড চার্জ ! ডেঞ্জারাস !

অভি ॥ না আমাদের এখানে—

পাক ॥ এসেছে এসেছে ! চেপেচুপে লাভ কি অভিবাবু ?

অভি ॥ আমাকে কি মিথ্যেবাদী বলতে চাইছেন ?

পাক ॥ Please exited হইয়েন না !

তপন ॥ মিঃ পাকড়াশী, আপনি লোক্যাল থানার অফিসার আমাদের পরিচিত, তাই এতক্ষণ সহ্য করেছি।

পাক ॥ নইলে কি করতেন ? No Answer !…মাথা গরম করা ভাল না… সময়টা তো ভাল না ! মাল বার করেন…ছ্যামড়াডা কোথায় ?

অভি ॥ বললাম তো—

পাক ॥ Then let me search—ইসে একটা Look around আর কি ?

অভি ॥ তার জন্যে যে একটা ওয়ারেণ্টের দরকার হয় !

পাক ॥ হোতো হোতো Once upon a time।

অভি ॥ মানে ?

পাক ॥ Peace এর সময় ! এখন তো Emergency ! সখিচাঁদ—ঘর ঢুঁড়ো !

[পাকড়াশী আর সখিচাঁদ সবাইকে Body Search করে। প্রথমে অভিকে ধরে]

অভি ॥ [চমকে] এটা কি ?

পাক ॥ বোডি—বোডি সার্চ।

অভি ॥ Body Search !

শ্যাম ॥ মিঃ পাকড়াশী কি সবুজ বিপ্লব করতে আছেন ?

পাক ॥ মানে ?

শ্যাম ॥ ঘর যে ভাবে চষতে আছেন—বীজধান ছড়াইলেই আধা ঘণ্টার মধ্যে গাছ মায় পাকা ধান পর্যন্ত বারায়ে যাইবো।

পাক ॥ হ্যা-হ্যা-হ্যা good humour ! humour আমি ভয়ংকর এ্যাপ্রিসিয়েট করি এ দরজা কিসের ? [সবাই সন্ত্রস্ত হয়]

অনন্ত ॥ বাথরুম। [পাকড়াশী দরজা ধাক্কা দেন]

বাসব ॥ ভেতরে একজন মহিলা আছেন।

ফাল্গুনী ॥ মহিলারা বাথরুমে গেলেও কি আজকাল আপনারা…

পাক ॥ [ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে] চোপ বাঞ্চোৎ ! তখন থেকে ভদ্রব্যবহার করে দেখছি পেয়ে বসেছে।

অভি ॥ এ্যাই ! এইবার ঠিক মানিয়েছে…আসল চেহারাটা এতক্ষণে বেরিয়েছে।

পাক ॥ Listen, অভিবাবু, এই ঘর থেকে যদি ওই হারামীকে পাওয়া যায়—

ভাববেন না আপনারা পার পাবেন। Mind, your name is in our suspect list!

অভি ॥ জেনে গর্ববোধ হচ্ছে।

তপন ॥ অভি কি হচ্ছে?

অভি ॥ না-না ভয় দেখাচ্ছে—your name is in our suspect list! Why not in your criminal list?

পাক ॥ না,—নাটকে বিপ্লব কপচে এখনও তেমন fatal injury to the public health করতে পারেন নি-তাই—

অভি ॥ এবার করবো! Better—এখুনি আমায় arrest করুন। এরপর ভয়ংকর একটা ammunition dump এর মত ফেটে গিয়ে—

তপন ॥ অভি বাড়াবাড়ি হচ্ছে—

অভি ॥ আমি চিরকালই বাড়াবাড়ি করে থাকি—ভয় দেখাচ্ছে!

[বাথরুমের দরজায় রাধা এসে দাঁড়ায়]

রাধা ॥ এত চেঁচামেচি কিসের?

শ্যাম ॥ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ নাটক ও নাট্যকর্মীদের সীভিশাস্ গণ্য কইর‍্যা ইংরাজ সরকারের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ল্যাম্বার্ট সাহেব—উপেন দাস, অমৃতলাল প্রমুখদের এরেস্ট করছিলেন....তাঁরই উত্তরশাবকরা শতবর্ষের ব্যবধানে আইস্যাও অভি রায় নামক নাট্যকর্মীর নাম পুলিশী খাতায় suspect list-এ enroll কইর‍্যা তারে আধা সম্মান দিছে। এরেস্টের পুরা সম্মান পাওয়া যাইবো আশা আছে, হেই আনন্দে এই শোর!

রাধা ॥ পুলিশ কেন?

পাক ॥ দিদি দরজা থেকে একটু সরে দাঁড়ান ভেতরে যাবো!

[দরজার দিকে এগোয়।]

অনন্ত ॥ দেখবেন ঐ ফ্লাশ চেনটা কাজ করে না।

পাক ॥ হা হা—কি হিউমার! আপনিই বরং ভেতরে যান না?

অনন্ত ॥ না আমার...মানে ..এখন তো....

পাক ॥ No more humour, ভেতরে ঢুকুন। ডেঞ্জারাস এলিমেণ্ট...বোমা পিস্তল চালায় যদি। সখিচাঁদ! রাইফেল উঁচা কর এই দরোজাকে পাশ খাড়া রহো! কোই ভাগনে না সকে দেখো।

[বাথরুমে অনন্ত ও পাকড়াশী ঢোকেন। ধস্তাধস্তির শব্দ। সকলেই

সন্ত্রস্ত। গুলীর শব্দ : বাথরুম থেকে পাকড়াশী আর্তনাদ করতে করতে বেরোন। সবাই খুব উৎকণ্ঠিত]

পাক ॥ [ভয়ে বিস্ফারিত চোখে বাথরুমের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকেন] menacing! Haunting! Horrible! Dangerous!

অভি ॥ কি? কি হয়েছে?

পাক ॥ এত বড় ইঁদুর থেড়ে...

অনন্ত ॥ সেই দেখে উনি লাফালাফি শুরু করলেন। পিস্তল চালিয়ে মারলেন! উঃ [প্রচণ্ড বিবমিষায় বাথরুমে ঢোকে। সবাই আশ্বস্ত।]

তপন ॥ ইঁদুর মারতে পিস্তল দাগা—এতো কখনও শুনিনি...

পাক ॥ ভয় পাই! খুব। বাঘ-সিংহ-বউ কাউকে এতো ভয় পাই না!

শ্যাম ॥ অমন হয় অমন হয়—এই তো দ্যাখেন আমাগো রাধাদিদি ইঁদুর, বাঁদর, কাঠবিড়ালী, কাউঠ্যা, সি. আর. পি. কিস্যু ভয় পায় না! এমন কি আমাগো অভিবাবুর রাগরেও না—কিন্তু আরশুল্লা বা মাকড়শা যদি দ্যাখছে তো এক্কেরে চিত্তির।

পাক ॥ না আমি আরশুল্লা মাকড়শাকে মোটেই ভয় পাই না...

বাসব ॥ পেলে aimingটা আরও ভালো হোতো—Smaller target তো।

পাক ॥ কি মশায়, নাটকের দলে ইঁদুর পোষেন?

অভি ॥ তা কি করবো বলুন? হলভাড়া খবরের কাগজের আকাশ ছোঁয়া বিজ্ঞাপনের রেট push করা টিকিটের unrealised টাকার ভারে ধনে প্রাণে মারা যাবার পর হাতি বাঘ পোষার Luxury টা afford করতে পারি না আর কি!

পাক ॥ Sorry.

রাধা ॥ কিসের Sorry?

পাক ॥ To disturb you. এখানে নাই। wrong information পেয়েছিলাম, চলি।

শ্যাম ॥ তা informationটা পাইলেন কই? মানে কারা?

পাক ॥ ওঁরা...মানে...That is none of your business—! অভিবাবু আপনার প্রতি আমার অত্যন্ত Sympathy আছে শ্রদ্ধাও আছে Because I love your profession....I mean acting. আরে মশায়, আমি তো ফাঁক পাইলেই বিদেশি নাটক পড়ি। খুব! আমার Hot favourite.... লুই-গুই-পিরানদেল্লো—

অভি ॥ তাহলে তো ঠিক লাইনেই আছেন !

পাক ॥ হু। ইউ আর এন আর্টিস্ট···একটু গাও বাঁচায়ে থাকবেন। ওঁরা... মানে···

অভি ॥ ওঁরা··· ?

পাক ॥ আইজ্ঞা···ওঁরা···আপনারে ভাল নজরে দেখেন না।···আর আমরা তো মশাই হুকুমের চাকর ! হাকিম বদলাতা লেকিন হুকুম নেহী বদলাতা। চলি। Next show হইলে বলেন। I like your performance immensely····I mean your troops performance···আর রাত আটটা সোয়া আটটা নাগাদ পাততাড়ি গুটিয়ে সিধে বাড়ী চলে যাবেন। Time-টা তো ভাল না ! সখিচাঁদ

[ওরা সখিচাঁদ ও পাকড়াশীকে এগিয়ে দেয়। কয়েকটি বুটের আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই সকলে রাধাকে ঘিরে ধরে।]

সকলে ॥ কোথায় গেল ? বাথরুমে নেই ? কোথায় গায়েব করে দিলে !

[রাধা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। সেই হাসি সকলের মধ্যে সংক্রামিত হয়। ছেলেটি ঘরের অপর একটি দরজায় হাজির হয়।]

ছেলেটি ॥ I am here.

[সকলে অবাক হয়ে ছেলেটির দিকে ঘোরে]

শ্যাম ॥ এ যে দেখি P.C. সরকারী ভেলকী।

ছেলেটি ॥ বাথরুমে ঢুকে জানালা টপকে আলসে বেয়ে ঐ ঘরের জানালা দিয়ে ঘরটায় ঢুকলাম !

শ্যাম ॥ প্রপাটি রুমে ঢোকনের জন্য Stage manager-এর permission প্রয়োজন হয়—you ট্রেসপাসার···

অভি ॥ inefficiency ব্যাপারটাকে সব সময় গাল দিও না। ওই পাকড়াশী মাল যদি তেমন ভাবে search করতো···

শ্যাম ॥ ঐ গড সেণ্ট ইন্দুরটিই নিজ প্রাণ উৎসর্গ কইর‍্যা—

অভি ॥ ইঁদুর বলে insult কোরো না Angel ! Angel !

ফাল্গুনী ॥ গুলিবিদ্ধ ঐ শহীদ Angel-টি বাথরুমের কি হাল করেছে কে জানে !

অনন্ত ॥ [বমনের ক্লান্তিতে বাথরুমের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে]

Its stinking, অখন্ত ! এক্ষুনি পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করো। নাড়ীভুঁড়ি হাড়গোড় ছিটকে, দলা পাকিয়ে—

অভি ॥ অত detailএ describe করতে হবে না তোকে।

ছেলেটি ॥ হিসেবে একটু এদিক ওদিক হলে আমিই ওই ইঁদুরটার জায়গায় থাকতাম। [সকলে সচকিত হয়] ভাবতে পারেন আমার কতগুলো বন্ধু সহযোদ্ধা ঐ রকম শেয়াল কুকুরের মতো মরেছে—মরছে।

ফাল্গুনী ॥ খুনোখুনির রাজনীতির ওইটাই পরিণাম ! আপনারাও তো কম যান না ! রাইফেলের নলই শক্তির উৎস বলে আপনারাই তো গলা বাড়িয়ে চেঁচিয়েছেন।

ছেলেটি ॥ তা নইলে অসংখ্য রাইফেল আর মেশিনগানের সামনে নলেন গুড়ের সন্দেশই শক্তির উৎস বলে প্রচার করবো ?

শ্যাম ॥ ...রাইফেল কেন, একটা ideology-ই তো প্রকৃত শক্তির উৎস... সেই আদর্শটাই তো রাইফেলের পিছনে কাম করে...সেটার প্রচার আগে করেন।

ছেলেটি ॥ তা বুকের ওপর যখন point blank রেঞ্জে বন্দুকের নল ঠেসে ধরেছে...তখন শুধুমাত্র ideology-র তত্ত্ব আউড়ে যাবো ? আপনারা তো বুদ্ধিজীবি শিল্পী...আপনারা তো এই অন্যায় হত্যা-লীলার প্রতিবাদ করছেন না। ভিয়েৎনামের জন্যে, কম্বোডিয়ার জন্যে, ঘরের পাশে বাংলাদেশের জন্যে চোখের জলের বান ডাকাচ্ছেন, আর ঘরের ছেলেরা মরছে...তখন আপনারা মুখ বন্ধ করে বসে আছেন !

বাসব ॥ সেটা একটা বিপজ্জনক...

ছেলেটি ॥ তাই বলুন ! দূরদেশের জন্যে বসে গরমবুলি ছড়াতে বেশ লাগে ! intellectual masterbation !! তাতে বিপদের ঝুঁকি কম...গায়ে তার আঁচ তেমন লাগে না...কিন্তু নিজের ঘরের...

বাসব ॥ ...তা আমরা কি করতে পারি বলুন...?

ছেলেটি ॥ সব ছেড়ে এক্ষুনি আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে বলছি না। just একটা gesture....আর যাই করুন আমাদের করুণা করবেন না। ইদানীং গল্পে, কবিতায় আমাদের প্রতি করুণার বান ডেকে যাচ্ছে শালা ! আপনাদের করুণায় আমরা পেচ্ছাপ করি...

ফাল্গুনী ॥ ইয়ে মানে ভাষাটা একটু...মহিলা...

ছেলেটি ॥ Sorry দিদি, ক্ষমা ক'রো…মাথার ঠিক নেই…ভাষাটা সর্বদা ঠিক রাখতে পারি না।…ভাই, আমার একটা উপকার করবেন ?

তপন ॥ আমি ?

ছেলেটি ॥ যে কেউ !…যদি করেন…

তপন ॥ কি ?

ছেলেটি ॥ এই চিঠিটা যদি আমার মার কাছে পৌছে দেন…ওপরে ঠিকানা লেখা আছে। আর এই ঘড়িটা…না থাক…হায়ার সেকেণ্ডারীতে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিলাম…মা দিয়েছিলেন।

অভি ॥ তোমার বাবা… ?

ছেলেটি ॥ মারা গেছেন ! অনেক দিন ! তখন আমার বারো বছর বয়েস। মা-ই আমাকে আর আমার ভাইকে মানুষ করেছেন।

রাধা ॥ ভাই কি পড়ছে ?

ছেলেটি ॥ গত বছর বি. এস. সি. পাশ করে একটা ফার্মে ঢোকে••খবর পেলাম দুমাস হ'লো চাকরী গেছে।

রাধা ॥ কেন ?

ছেলেটি ॥ আমার ভাই…ভাই।…কে জানে কি ভাবে চলছে ? যাকগে ওসব ভাবতে গেলে আমাদের চলে না। চিঠিটা পৌছে দেওয়া মানে বেশ ভারী ঝুঁকি নেওয়া…

তপন ॥ ওইটুকু না হয় নিলামই।

রাধা ॥ তুমি আমার চেয়ে দু চার বছরের ছোটই হবে! অনেক সংস্কার নিয়ে মানুষ তো…নইলে তোমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছে হচ্ছে…

ছেলেটি ॥ দেখুন…অনেকদিন ঘর ছাড়া, হুট করে চোখে জল এসে যেতে পারে।

অনন্ত ॥ বিপ্লবীদের চোখে জল !

ছেলেটি ॥ কেন বিপ্লবীরা কি মানুষ নয় ?…স্নেহ, মায়া, ভালবাসা, ভয়, ঈর্ষা— সবই আমাদের আছে ..হয়তো একটু বেশী মাত্রায়ই আছে। চলি…

ফাল্গুনী ॥…এখুনি যাবেন ? রাস্তার কি অবস্থা কে জানে ? আজও তো দেখছি রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে না...

ছেলেটি ॥ সোজা বড় রাস্তা ধরে বেরোব। গলিঘুঁজিতে ঢুকলেই সন্দেহ কুড়োতে হয়। [প্রস্থানোদ্যত]

অভি ॥ [ছেলেটির হাত ধরে] ভাই, তোমরা ভুল কি ঠিক সে বিচার হবে

ইতিহাসের আদালতে। তোমাদের সব কিছুকে যে আমি সমর্থন করি তা -ও নয়....কিন্তু তোমাদের এই আত্মত্যাগ...

ছেলেটি ॥ হিসেবি লোকেরা অবশ্য বলে আত্মহত্যা...

অভি ॥...সে যাই হোক.. তার পেছনে যে সৎবিশ্বাস ভালবাসাটুকু কাজ করছে, তাকে আমার আন্তরিক প্রণাম জানাচ্ছি। আমাদের অত্যন্ত ক্ষুদ্র সামর্থ দিয়ে তোমাদের কথা আমরা বলবার চেষ্টা করবো।

ছেলেটি ॥...আপনাদের ওপর কতো দায়িত্ব....সেই যে কবিতাটা..."প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য। ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা"—

অভি। সুভাষ মুখুজ্যে ?

ছেলেটি ॥ হ্যাঁ। এই ধ্বসে যাওয়া সমাজের বুকে বসে নতুন স্বপ্নের বীজ তো আপনারাই ছড়াবেন...আপনারা হলেন Artist ;—Army of Arts—

তপন ॥ মায়াকভস্কির ফেবারিট বিশেষণ! একটা কবিতাও তো আছে ?

ছেলেটি ॥ Order No 2. To the Army of Arts, আমার প্রিয় কবিতা-গুলোর মধ্যে একটা...

বাসব ॥ বিপ্লবের আগুনে বসে কবিতা আউড়ে যাচ্ছেন ?

অভি ॥ সার্টেনলি! ভেতরের প্রচণ্ড আবেগ যখন ভাষা হারায়, তখন কবিতা করে যুদ্ধযাত্রা! বিপ্লব ব্যাপারটাই কি ভয়ংকর একটা passion!

ছেলেটি ॥ শুনুন মায়াকভস্কি আপনাদের কি বলছেন :

This is to you / well fed baritones from Adam / To the present day shaking the dives called theatres, with the groans / of Romeo & Julliet or such childs play...

তারপর বলছেন : Quit it / forget / and spit on rhymes / arias / roses / hearts / and all other such like shit / out of the arsenal。 of the arts. শেষে গিয়ে বলছেন :

Comrades / wake up / give us new art / to haul the Republic out of the mud...

শ্যাম ॥ কন্‌সিডার আস এ্যাজ দি বেনেফিসিয়ার্স অফ ইয়োর পেশন! আমার এক খুড়াতো ভাই—আমগো লগেই মানুষ হইছে। মরছে! 38 কেলিবারের গুলিতে। বারাসতে আরও সাতজনের লাশের সঙ্গে পাওয়া যায়—হাত পিছনে বান্ধা—ঘাড়ের কাছে গুলি! 38 কেলিবার। খুনীগো পাত্তা হয় নাই।

অভি ॥ But hering ! দেশটা কসাইখানা হয়ে গেল ! Its stinking, we are living in a prison—একটা বিরাট জেলখানা ! প্রতিবাদের অধিকার পর্যন্ত নেই ।

অনন্ত ॥ এ যে সেই হ্যামলেটের দশা : Denmark is a prison !

ফাল্গুনী ॥ এ দেশটাতো ক্লডিয়াসের ডেনমার্ক নয় ।

ছেলেটি ॥ Claudius-রা সব দেশকালেই ছড়িয়ে আছে । বেচারা লেয়ার্টেস আর হ্যামলেটরা মরছে নিজেদের মধ্যে লড়ে । জানেও না-ও দের অস্ত্রের ধারের আড়ালে ক্লডিয়াসদের দেওয়া বিষ মাখানো ।

রাধা ॥ বাঃ বেশ সুন্দর করে বলেছ তো !

ছেলেটি ॥ হ্যামলেট আমার খুব প্রিয় । এডমণ্ড রস্তাব সিরানো ড্য বের্জেরাক…

অভি ॥ মার্কস্-লেনিনদেরও প্রিয় ছিলেন শেকস্পীয়র-কালডেরণ…

ছেলেটি ॥…না-না…একেই আমার আড্ডাবাজ বলে বদনাম ছিল কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে….চলি—দেরী হয়ে যাবে…ইস, যেতেই ইচ্ছে করছে না ! কতদিন বাদে যে কথা বললাম প্রাণ খুলে—

রাধা ॥ মাকে অনেকদিন দেখ নি, না ?

ছেলেটি ॥ অনেকদিন । আমার মা না—জানেন…বাহ্—এই সাদা গোলাপটা… ….না থাক

বাসব ॥ নিন্ না ? আমাদের বাড়ীর বাগানে ফোটানো—রাধাদির জন্যে এনে ছিলাম……

রাধা ॥ [ফুলটা ছেলেটার হাতে দিয়ে] নাও !

ছেলেটি ॥ খুব হ্যাংলা ভাবছেন তো ?

রাধা ॥ হুঁ !

ছেলেটি ॥ দারুণ গন্ধ ! চলি । [প্রস্থান]

[মঞ্চে অদ্ভুত একটা নীরবতা । হঠাৎ অভি থিয়েটারী ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়ায়]

অভি ॥ আরে ! এরাই তো আজকের অভিমন্যু ; আমরাই তো অভিমন্যু ! মহাভারত দ্বাপরের কথা নয় আজকেও সত্য ! তাই-ই তো হয় মহাকাব্য পুরাণরা ! আজও তো সপ্তরথীরা অন্যায় অসম রণে ঘিরে মারছে আমাদের । No Surrender ! …একটু আগে ঐ যে ছেলেটি….কি নাম ?

[সকলেই সচকিত হয়—নামই জানা হয় নি ছেলেটির]

যাকগে দরকার নেই। What's in a name…এরকম অসংখ্য অভিমন্যুরা দাঁত নখ সম্বল করে প্রাণপণে লড়ছে…রাধা একটু জল দে তো…
…প্রাণপণে লড়ছে একটা System-এর well equiped সপ্তরথীর সঙ্গে!… এরা চিন্তাতে হাতকড়ি লাগায়…বুদ্ধিকে imprison করতে চায়…জিজ্ঞাসাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে! ওই অভিমন্যুর কথাই তো বলেছি…বলতে চেয়েছি সাতরথী নাটকে…শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিবেক, বিজ্ঞান, সবকিছুকে কৌরবের দল আজ টাকা বাজিয়ে কিনে নিয়েছে।

[রাধা জল আনে। জল খেয়ে কথা শুরু করতে যাবে—বাইরে দু'টি গুলির শব্দ]

রাধা। পাইপগান!

তপন। উহুঁ পিস্তল!

অভি। ঐ শোন কুরুক্ষেত্র! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর সব এখানেই! কেবল রং আর পরিবেশটাই পালটেছে…

অনন্ত। খুব কাছেই ফাটলো!

রাধা। জানলার কাছ থেকে সরে আয়!

তপন। Let me see!

রাধা। কি পাগলামি করছিস! এই গোলমালে বাইরে যাবি মানে?

তপন। এ পাড়ায় কেউ আমায় ছোঁবে না।

[তপন দ্রুত বেরোয়। অনন্ত পেছন পেছন যায়। অভি জানালার দিকে যায়]

অভি। এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে। "ওরে ঝড় নেমে আয়, আয়রে আমার শুকনো ডালে…"

রাধা। তুমি কী? গান গাইছ? কিছু বললে না? ছেলেগুলো এই গোলমালে জড়িয়ে পড়লে?

অভি। তোর এই Mothering টা ছাড় তো! আঁচল চাপা দিয়ে পুরুষগুলোকে খোকা বানাসনি! বিপদে পড়ুক, মার খাক, শক্ত হোক, ব্যাটাছেলে।

রাধা। তুমি কি পাথর?

অভি। উহুঁ Mercenary! আবেগহীন, হৃদয়হীন যোদ্ধা!

রাধা। শুধু কথা! সত্যিই তুমি তাই; সব সময় একটা লোহার বর্ম এঁটে বসে আছ!

শ্যাম ॥.. ষ্টীল! ইস্পাত! ব্লেকপ্রিন্স অফ ইংল্যাণ্ড, গাণ্ড খিকা বর্ম আর খোলে না—

রাধা ॥ তাই বলে ছেলেদুটোকে এই বিপদের মধ্যে...

অভি ॥ এ দেশে জন্মেই তো সবচেয়ে বড় বিপদের ঝুঁকি নিয়েছে বাবা! তার ওপর করতে এসেছে থিয়েটার...ওদের বিপদ কে খণ্ডাবে...?

শ্যাম ॥ [গান ধরে] সমুদ্রেতে ওঠা বসা, শিশিরে কি ভয় দেখাও?

[সকলে হাসে]

রাধা ॥ উঃ সব কটা সমান। [বৃষ্টি নামে]

ফাল্গুনী ॥ ব্যাস, নেমে গেল! শ্যামদা নৌকা চাই!

শ্যাম ॥ Prop-list-এ লেখে দাও! Proper Notice ছাড়া কিছুই একসেপ্-টেবল নয়...and must be approved by the Director.

অভি ॥ কি চ্যাংড়ামি হচ্ছে?

বাসব ॥ না মিনিট দশেক বৃষ্টি Continue করলে তো C. M. D. A. এর দৌলতে কলকাতায় বসে ভেনিস পৌছে যাবো। গণ্ডোলা ছাড়া বাড়ী ফিরবো কি করে?

শ্যাম ॥ গ-ণ্ডো-লা...Sounds bit vulgur হ্যা-হ্যা!

রাধা ॥ আবার! এতটুকু খারাপকথা বলার সুযোগ পেয়েছে কি মাছের বাজারে মাছিদের মতন ভনভন করে জুটলো—

অভি ॥ কথা ইজ কথা বাবা! তার আবার খারাপ ভালো কি?

রাধা ॥ তুমিও ওদের নাচাচ্ছ!

অভি ॥ কি করবো বল professional Theatre-এ ক' বছর কাটিয়ে অভ্যেসটা যাবে কোথায় ...?

রাধা ॥ তাই বলে বাচ্চা ছেলেগুলোকে.. ?

বাসব ॥ তখন যে কথাটা বলছিলাম; C. M. D. A...মাটি খুঁড়েই চলেছে, খুঁড়েই চলেছে...

অভি ॥ খুঁড়েই চলবে—খুঁড়েই চলবে. ওরে বাবা ওরা হোলো C. M. D. A. মানে—কাটছি মাটি দেখবি আয়। [দরজার দিকে তাকিয়ে] কি হয়েছে রে?

[তপন আর অনন্ত দরজায় দাঁড়িয়ে। দুজনের চোখে মুখে আতঙ্ক ও বিষাদ। বৃষ্টি ভেজা।]

অনন্ত ॥ অভিমন্যু....ওই ইঁদুরটার মতন....

তপন। ছেলেটা···বুকে, গলার কাছটায়...গুলী লেগেছে।

রাধা। কোন ছেলেটা?

অনন্ত। অভিমন্যু! ঐ যে এসেছিল···চলে গেল!

ফাল্গুনী। কোথায়?

অভি।—to the undicovered Country; form whose bourn no traveller returns;

[ঘরে একটা অস্বাভাবিক নিঃস্তব্ধতা। রাধা পাথর]

তপন। চোখ দুটি খোলা। যেন স্বস্তিতে হাসছে। কোন ব্যাথার চিহ্ন নেই, রাগ নেই! রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

শ্যাম। সময় মতন বৃষ্টিও নামছে। সব রক্ত ধুইয়া যাইবো। No trace of blood will remain; খানিকবাদে কেউ টেরও পাইবো না কতটা রক্ত ঝরছিলো····

অনন্ত। ডান হাতের মুঠোয় রাধাদির দেওয়া গোলাপটা ধরে আছে! বুকের wound-টার ওপর হাতটা রাখা।...লাল.. আশ্চর্য...শাদা গোলাপ ছিল তো ····লাল হয়ে গেছে...

শ্যাম। কোন শুয়ারের বাচ্ছা ভাড়াইট্যা কবি ওই লাল গোলাপটা নিয়া কবিতা গান বাঁধবো না; কারণ কোন দামী সার্জের শেরোয়ানীর "বাটন হোলে" তো গোলাপটা ঠাঁই পায় নাই!

[শ্যামের কথার সংগে সংগে অন্ধকারে সব কিছু ঢেকে যায়। শুধু অভীর মুখে আলো। অভী, ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, যন্ত্রণাবিদ্ধ!]

অভী। Bloody bawdy villain!

Remorseless, treacherous, leacherous, kindless villain!

[ক্রুদ্ধ আবেগে চোখে জল এসে যায়। দর্শকদের জিজ্ঞাসা করে:]

বীরের এ-রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,

তার যত মূল্য সে কী ধারায় ধূলায় হবে হারা,

...   .

বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ,

রাত্রির তপস্যা সে কী আনিবে না দিন?

[বিপরীত প্রান্তে ক্ষুদ্র আলোকবৃত্তে রাধা। হাতে বৃষ্টিভেজা লেডিস ছাতা।]

রাধা ॥ ব্ল্যাক প্রিন্সের চোখে জল! পাথর কাঁদে নাকি? ইস্পাতের বর্মটা আর রাখা যাচ্ছে না!

অভী ॥ চোখের জলটল নয়: রাগ ঘৃণা! কিছু করার নেই হাত পা বাঁধা!

রাধা ॥ বুকের বোতামগুলো খোলা, জলো বাতাস দিচ্ছে—ঠাণ্ডা লাগবে।

অভী ॥ আমার শরীর-টরীর খারাপ হয় না।

রাধা ॥ থাক্, আমার কাছে আর বীরপনা দেখিও না তো!

অভী ॥ তুই বাড়ী গেলি না?

রাধা ॥ যাই কি করে? তুমি তো ছাতাও আনো নি। ভিজতে যাবে, শেষকালে—

অভী ॥ তাই তোর পুঁচকে লেডিজ ছাতার নীচে দু'জনেরই ভেজার ডিসিশন নিলি?

রাধা ॥ নিলামই তো!

অভী ॥ ওফ্! এই পাগলকে নিয়ে যে কী করি?

রাধা ॥ পাগল আমি—না—তুমি!

অভী ॥ পাগল—আমি বোধ হয় এবার সত্যিই হয়ে যাবো। আমার খালি মনে হয় দিন দিন একটা পাহাড়ের মতন ভারী হয়ে উঠছি!

রাধা ॥ রক্ষে করো বাবা!

অভি ॥ না ঠাট্টা নয়। আমার যত অক্ষম ব্যথা আর ক্ষোভ—সব টপটপ করে ঝরছে। প্রত্যেকটা ফোঁটা সীসের মতন ভারী হয়ে বুকটাকে বুজিয়ে দিচ্ছে। পৃথিবীর যেখানে যত অভিমন্যু সীসের গুলী বুকে নিয়ে মরছে, সব সীসে এখানটায় [নিজের বুকে হাত দেয়] জমছে। ক্রমশঃ সীসের ভারে ভরে উঠছি! stuffed with lead! ঐ ছেলেগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেও পারছিনা! কেবল বুদ্ধি, যুক্তি আর সংস্কারের আবর্তে ঘুরে মরছি! সেই যে—সেই কবিতাটায় আছে না: 'আশ্রয়ের ঠিকানা জানি না।

জানি না কোথায় থাকে আত্মীয়-স্বজন।'

মানিক বাঁড়ুজ্যের কবিতা: 'জন্মভূমি বিদেশের মতো,

বন্ধুরা মুখোশপরা বুদ্ধিজীবী জীব।

শত্রুমিত্র চেনাদায় স্বদেশের সঙ্কীর্ণ সীমায়,

দানবের দাঁতে নখে আহতা ধরণী,

বিষে জরজর।'

[অন্ধকারে আবৃত্তির শেষের অংশ শুনি। মঞ্চের অপর পার্শ্বে কালো পোষাক পরা, লম্বা চুল, গলায় Dogchain, কোমরে Rapier এক শ্বেতাংগ। মানুষটি আর কেউ না : ডেনমার্কের সেই বিদ্রোহী নায়ক : হ্যামলেট। হ্যামলেটের কথার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে আলো পড়ে।]

হ্যামলেট। Words words, words
Like a whore, unpacking heart with words

অভি। কি? [কথার সঙ্গে সঙ্গে মুখে আলো পড়ে]

হ্যামলেট। না এই বলছিলাম আর কি?

অভি। কি বলছিলেন?

হ্যামলেট। কথা নিয়ে নেড়ে চেড়ে দিনগুলো বেশ..

অভি। আপনি কে মশাই?

হ্যামলেট। একজন মানুষ বা মানুষের ছায়া…

অভি। হেঁয়ালী রাখুন। বলা নেই কওয়া নেই হুট করে ঘরে ঢুকে পড়লেন? কি করে ঢুকলেন! ..দরজা জানালা তো সব বন্ধ…

হ্যামলেট। এসে গেলাম…

অভি। এসে গেলাম মানে? কোথা দিয়ে?

হ্যামলেট। আপনার ভাবনারা কোথা দিয়ে আসে?

অভি। ইয়ার্কি হচ্ছে? চিনি না শুনি না…

হ্যামলেট। সত্যিই কি চেনেন না?….ভাল করে দেখুন না.. ?

অভি। আপনি তো বিদেশী! বাহ্! চমৎকার বাংলা বলেন তো?

হ্যামলেট। পৃথিবীর যেখানেই থিয়েটার আছে, সেখানকার ভাষা আমার জানা : কি চেনা চেনা ঠেকছে?

অভি। দাঁড়ান-দাঁড়ান…আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে…

হ্যামলেট। আমি কিন্তু আপনাকে খুব ভালো করে চিনি। আজ তো আপনার "সাতরথী" নাটকের 2nd Show ছিল। চতুর্থ দৃশ্যে উইংসের পাশে অমন দাপাচ্ছিলেন কেন? বাসব পার্ট ভুল করেছে বলে?… Sound operator-এর কনুইতে আপনার সিগারেটের ছেঁকা লেগে গেল তো?…. কি ঠিক বলি নি?

অভি। আরি!…এই মশায়, আপনি কোথাকার লোক?

হ্যামলেট। এই পৃথিবীর। জন্ম ছিল একটা জেলখানায়. .

অভি ॥ আপনি কি কৃষ্ণ নাকি ?...সে ভদ্রলোকও তো জেলখানায়...

হ্যামলেট ॥ সেটা ছিল মথুরা ···And my prison was Denmark···

অভি ॥ হ্যামলেট !!

হ্যামলেট ॥ সেই ডেনমার্কটা দেখছি একটা পচা ঘায়ের মত সারা দুনিয়াময় ছড়িয়ে গেছে ! তোমার দেশটাও তো দেখছি আমার ডেনমার্ক !

অভি ॥ Glad to meet you !

হ্যামলেট ॥ সায়েবি কেতার দরকার নেই। আমি সব দেশের রীত রেওয়াজ জানি। আমাকে আপনি-আজ্ঞে না করে তুমি বলতে পারো। Actually বয়েসের দিক থেকে আমি তোমার থেকেও দুচার বছরের ছোট—ছাব্বিশ।

অভি ॥ চারশো ছাব্বিশ বলুন···মানে...বলো...

হ্যামলেট ॥ না না···এত বছরে আমার বয়েসটা বাড়েনি তো ! ভাগ্যিস বাড়ে নি। লেয়ার্টেসের foil যখন আমার এখানটায় বিঁধলো.. তখন তো আমি ছাব্বিশ...মরার পর কি কারোর বয়েস বাড়ে··· ?

অভি ॥ মরেই যদি থাকো তো এখন কি করে...

হ্যামলেট ॥ I am axisting now. টিঁকে আছি। বেঁচে কোথায় ? পৃথিবীর যেখানে যত অভিনেতা থিয়েটার কর্মীরা আছে····সবাই আমাকে মনে মনে 'প্রতিপালন' কি কেমন একটা চোস্ত শব্দ বাছলাম ? 'প্রতিপালন' করছে। আমার রোলটা তো খুব লাগতাই। খুব খানিকটা চেঁচিয়ে চোখের জলের বান ডাকিয়ে...গলার সূক্ষ্ম কাজ উড়িয়ে আমার রোলে ভুল ভাল অভিনয় করে যাচ্ছে ! What would he dO/Had he the motive and the cue for passion/That I have ? আমার দেখা, আমার ছোঁয়া—

অভি ॥ Russian 'Hamlet' filmটা দেখেছ ? Inokenti Smoktunovsky-র মতন Hamlet তুমি কেন তোমার চোদ্দ পুরুষেও পারবে না !

হ্যামলেট ॥ তুমি মাইরি একটি নিটোল গেঁড়ে !

অভি ॥ বাজে৷ৎ মুখ খারাপ করছো !

হ্যামলেট ॥ না মুখ খারাপ করবে না...To be or not be-র verse আওড়াবে ! ছেনালির কথা শুনলে গরুর বাঁটের দুধে ছানা কেটে যায় !

অভি ॥ একি ! Hamlet খিস্তি করছে...মহাকবির সৃষ্টি।

হ্যামলেট ॥ মহাকবির সৃষ্টি বলে কি মানুষ না ?...আমি কি কবিতা খেতুম ? প্রকৃতির ডাকে কি কাব্য ভাসাতুম...শালা।

অভি ॥ এ্যাই ! এ্যাই...বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস কিন্তু !

হ্যামলেট ॥ তুই থাম ! বাড়াবাড়ি আবার কিসের রে ! তোদের ঐ মহাকবি .. আমার স্রষ্টা···সে মাল কম খচ্চর ছিল ? ও রকম পাজী নচ্ছার এলিজাবেথের লণ্ডনে দুর্লভ ছিল ! পেজোমি না করলে ঐ লণ্ডনে উইল শেক্সপীয়ারের ঘটি বাটি চাটি হয়ে যেতো না ?—ছিঁড়ে খেতো না চারদিক থেকে " ··· আমি মাল কি ওফেলিয়ার সঙ্গে খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেছি ? ...আরও সব খারাপ খারাপ কথা জানি—হ্যাঁ !

অভি ॥ নোংরা কথা বলে রুচিহীনতার পরিচয় দিতে হবে তাই বলে ?

হ্যামলেট ॥ আরে দাদা, সময়টা পরিবেশটা যেখানে এই সেখানে শুদ্ধ সৌকর্যপূর্ণ কথা বার্তাগুলো একটু vulgur শোনাবে না ?····claudius-রা পৃথিবী থেকে কাব্যটাব্যকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছে ।

অভি ॥ তবু সেদিন ঐ ছেলেটা মরলো···ওদের গুলীতে····বুকের কাছে শাদা গোলাপটাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল ।

হ্যামলেট ॥ শাদা রাখতে পেরেছিল ? রক্তে ভিজে লাল হয়ে গিয়েছিল না ? ঐ রক্ত ঝরা-টা ভীষণ সত্যি ! যতই কাব্য করো বাবা···বুলেটের ক্ষতটাকে আড়াল করতে পেরেছিলে ?. তোমাদের অভিমন্যুকে, আমাকে বারবার মরতে হচ্ছে, যীশুকে এরা কাঁটার মুকুট পরিয়ে লক্ষকোটি বার ক্রুশে ঠুকছে ! ...চোর, ছ্যাচড়, যীশু, বারাব্বাস, মুড়ি-মিছরি, অভিমন্যু, হ্যামলেট, ওয়াগন ব্রেকার, গাঁট কাঁটা-সব এরা এক করে দিয়েছে ।

অভি ॥ সেই Protest টাই তো কড়া ভাষায় চাবকেছি 'সাতরথী' নাটকে ।

হ্যামলেট ॥ টের পাবে এবার ! গুরুজনরা চারদিক থেকে কেমন বাঁশ দেয় বুঝবে ! ভীমরুলের চাকে ঘা দিয়েছ ! তোমায় ছাড়বে ?

অভি ॥ ওদের ছাড়াছাড়ির তোয়াক্কা আমি রাখি কতো !

হ্যামলেট ॥ মনে থাকে যেন কথাটা...উঃ বুকে লাগলো...! তোমার গুরুজনরাও একদিন তোয়াক্কা করতো না । তারপর কিসের ম্যাজিকে সবাই মিলে একে একে ডিগবাজী খেলো !

অভি ॥ আমাকে যদি ওই দলে ঠাউরে থাকো—খুব ভুল ।

হ্যামলেট ॥ তোমার 'fore runner'-রা আরও সব শক্ত শক্ত কথা বলেছিল আমার কাছে ।

অভি ॥ কয়েকজনের নাম বলো তো, শুনি ?

হ্যামলেট ॥ হ্যাঁ, নাম বলে নাটকটা লাটে তুলি আর কি !...তাছাড়া ঠক বাছতে তো গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। ৬০ থেকে ২৬...নানান বয়সের ক্লাউনরা cladius-এর Royal circus-এর Arena-য় যা ডিগবাজী খাচ্ছে ! [বলে হাসতে হাসতে পেট চেপে ধরে]

অভি ॥ এ্যাই, এ্যাই, 'হ-য-ব-র-ল'র হিজবিজবিজ-এর মতন খ্যাক খ্যাক করে হেসো না তো !

হ্যামলেট ॥ না, শালা হাসবে না ! ...সংস্কৃতির প্রগতিশীল ধারকবাহকেরা দাজিমাটি আর সন্দেশে গুলিয়ে ফেলে যা বাঁদর নাচছে !....সত্যিই সেলুকাস ...কি বিচিত্র...এই...দ্যাশ... !

অভি ॥ ডি, এল, রায়-ও ঘেঁটেছ দেখছি।

হ্যামলেট ॥ ওরে বাবা—সব রায়, মিত্তির, দত্ত, বাঁড়ুয্যে, সরকার, ঘোষ, চক্কোত্তি, গাঙ্গুলী, বসু, মুখুজ্যে...ঘেটে ঘুঁটে দেখা আছে...।

অভি ॥ এত দেখে তুমিই বা কোন উপকারটায় লেগেছ ? শুধু কথা উগরে গেছ ! যাচ্ছ ! coward !

[এক থাপ্পড়ে যেন হ্যামলেটের clown-এর মুখোশটা খসে যায়]

হ্যামলেট ॥ Conscience...conscience does make coward of us all.

অভি ॥ [tauntingly] and lose the name of action··· বাক্যবীর

হ্যামলেট ॥ He jests at scars that never felt a wound.

অভি ॥ ন্যাকার মতন রোমিওর পার্ট আউড়ো না মানায় না !

হ্যামলেট ॥ বললাম না! conscience ? বিবেক···! পারিনি... । নিরস্ত্র প্রার্থনারত claudius-কে হাতের কাছে পেয়েও উদ্যত ছোরা নেমে এসেছে—

অভি ॥ নেমে এসে বিঁধেছে নির্দোষ লেয়ার্টেসের বুকে ! ঐ বিবেক নামক Appendix-টাকে বাদ দিতে পারনি উজবুক ! তোমার বাবাকে খুন করছে, মাকে ভোগ করছে, তোমার দেশটাকে ধর্ষণ করছে—আমূল ছোরাটা ঐ claudius-এর বুকে বিঁধিয়ে দিতে পারো নি ? বিবেক সংস্কারের দোহাই পেড়ে হাত গুটিয়ে নিয়েছ ! তাই পৃথিবী জুড়ে বার বার মরছ। অভিমন্যুরা মরছে···আমার বুকের ভেতরে সীসের ভারে দম আটকে আসছে...দাঁতের বদলা দাঁত! নখের বদলা নখ ! রক্তের বদলে রক্ত···· !

[হঠাৎ আলো ও মঞ্চের পরিবেশ পাল্টে যায়। আদালত। সাতজন বিচারপতি। আসামীর কাঠগড়ায় অভি। বিচারপতিরা একযোগে

তালে তালে হাতুড়ি ঠুকছে আর সমস্বরে বলে চলেছে "অর্ডার—অর্ডার অর্ডার—"আদালতটির পরিবেশ দুঃস্বপ্নের। অভি ব্যতীত সকলের চোখে মুখোস আঁটা। এই কোর্ট একটি ভয়াবহ ঠাট্টার আখড়া।]

অভি ॥ কিসের অর্ডার, মশাই? ডিস্‌অর্ডারে দেশটা ছেয়ে গেল আর ওঁরা সমস্বরে অর্ডারের ঢাক পিটিয়ে চলেছেন!

১ম বিচারক ॥ চোপ! ডিসঅর্ডার না থাকলে অর্ডারটা আসবে কোত্থেকে? আমরা কি আঙুল চুশবো?

অভি ॥ তাই বলুন! ডিস্‌অর্ডারটা বজায় রাখতেই হবে আপনাদের!

২য় ॥ ভ্যাখ ছোকরা, ম্যালা ট্যাঁক ট্যাঁক কোরো না! তখন বক্ত বক্ত বলে চেল্লাছিলি কেন?

অভি ॥ আরি! তুই তোকারি করছে!

৩য় ॥ আর ট্যাঁ ফু করলে আদালত অবমাননার দায়ে ঠুঁসে দেবো!

অভি ॥ কেন, অবমাননাটা আপনারাই মৌরসী পাট্টা করে নিয়েছেন নাকি?

জজেরা ॥ অব-জেক-শান।

অভি ॥ অবজেকশন ওভার রুল্‌ড!

প্রসিকিউটর ॥ একি? আসামী কোনো রুলিং দিতে পারে না আদালতে! কোন সংবিধানে নেই।

অভি ॥ জরুরীকালীন মিটিং করে সংবিধান পালটে নেবো। আর জজেরা যেখানে অবজেকশন তোলে—সেখানে আসামীও রুল ওভার করতে পারে। ...আপনি কে?

প্রসিকিউটর ॥ আমি প্রসিকিউটার।

অভি ॥ অ, তা কিসের চার্জে আমাকে প্রসিকিউট করা হচ্ছে?

প্রসিকিউটর ॥ আপনার এগেনস্টে তো...কি চার্জ মাইলর্ড...থুড়ি মাইলর্ডস্‌?

৪র্থ ॥ হাইট্রিজন দেশদ্রোহীতা!

৫ম ॥ হত্যার ষড়যন্ত্র।

৬ষ্ঠ ॥ একটা রেপ কেস দিলে হয় না?...মামলাটা রসে উঠতো!

অভি ॥ Please! ভদ্রলোকের ছেলেকে মিছিমিছি ঐ কেসটা দেবেন না, বক্ত এ্যামবারাসিং!

৭ম ॥ বেশ তবে স্মাগলিং নিন!

অভি ॥ নটব্যাড! তবু খানিকটা...ইয়ে...মানে পৌরুষ আছে ব্যাপারটায়।

জজেরা ॥ এবার বিচার হোক !

প্রসি ॥ মাই লর্ড....থুড়ি...মাইলর্ডস্ ! ধেৎ এতগুলো বিচারক থাকলে আমার গুলিয়ে যায়। একে তো এতগুলো চার্জ ! তার ওপর এতগুলো বিচারক ?

২য় ॥ তাতে আপনার অসুবিধেটা কি ?

প্রসি ॥ না হুজুররা....আপনারা একজন মুখপাত্রকে ঠিক করুন...তিনিই বিচারকের আসনে বসুন।

১ম ॥ বেশ, আমিই-না-হয় দায়ীত্বটা নিলুম।...আপনারা আসুন ! আমি আপনাদের কাজটা চালিয়ে নেবো খন।

৭ম ॥ আমিও তো কাজটা পারি ! আদালতের অভিজ্ঞতা তো কম নয় আমার !

৪র্থ ॥ সে তো আসামী হিসেবে।

অভি ॥ বিচারককুল আত্মকলহে ব্যাপৃত এটা কিন্তু ভাল দেখাচ্ছে না।

প্রসি ॥ যা করবার তাড়াতাড়ি ঠিক করুন—সময় বয়ে যাচ্ছে। ওঁরা বলেছেন এ মামলা আজই সেরে ফেলতে হবে। অনেক কাজ জমে আছে।

৩য় ॥ এঁ্যা, ওঁরা বলেছেন ?

প্রসি ॥ আজ্ঞে, আমার কাছে Written Circular আছে। ওঁদের না মানলে তাঁরা আবার ক্ষুব্ধ হবেন। আর তাঁরা যদি ক্ষুব্ধ হন, তেনারা যে কী চটান চটবেন ভাবুন— !

অভি ॥ এই, ওঁরা-তাঁরা-তেনারা—এঁরা কারা ? নামগুলো ঝেড়ে কাশছেন না কেন ?

প্রসি । কেন ? Proper Noun-টা চেপে Pronoun-দি এই আমাদের সব কাজ সারতে হয় ।——আর নামে কি এলে গেলো ? সর্বনাম তো রয়েইছে——

অভি ॥ সর্বঘটে—এমন কি এই আদালতেও।

[এতক্ষণে বিচারকরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরে নিয়েছেন। ১ম বিচারক ৫ম বিচারকের দিকে দেখিয়ে বলেন :

১ম ॥ ইনিই সর্বসম্মতিক্রমে জজ হলেন।

[অন্য ছয়জন বিচারক নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে বিচারকের আসন থেকে নেমে আসেন]

৪র্থ ॥ আচ্ছা আমরা তাহলে জুরি হই না কেন ?

প্রসি ॥ না—এ কেসে জুরিটুরি থাকবে না—সেই রকমই নির্দেশ আছে।

অভি। হ্যাঁ-হ্যাঁ জুরিরা অনেক সময় বিচারককে contradict করে বসে——সে আর এক যন্ত্রনা!

২য় বিচারক ॥ সে কি আমাদের তবে কোন পার্টই রইল না!

৫ম বিচারক ॥ আহা, ভেঙে পড়ছেন কেন? ছ'জন Actor-এর সুরাহা তো হোল। আমনারা সাক্ষী সাজবেন।

৪র্থ বিচারক। তবু ভালো।

১ম বিচারক ॥ অত্যন্ত Indignant! অত্যন্ত Indignant! জজের সীট থেকে একেবারে সাক্ষীর কাঠগড়ায়?

২য় ॥ আহা, আসামীর কাঠগড়ায় তো আর ঠেলে নি!

৩য়। আমার দাদা, নেই মামার চেয়ে কানামামাই সই! তবু পার্ট তো একটা হোলো!

৫ম বিচারক। এবার আপনারা কোর্টরুম খালি করুন—। আসামী পক্ষের কৌসিল কে?

প্রসি। (অভিকে) আপনার ল'ইয়ার কে?

অভি। নেই! আমার এগেনস্টে চার্জ কী জানি না—আমার Commited কোনো Crime আছে কি না তাই জানি না—

৫ম বিচারক ॥ এ্যাই, আপনি আদালতকে Influence করছেন কেন? কাকে কৌসলী ডাঁড় করাতে চান?

অভি। কাকে 'ডাঁড়' করাই বলুন তো?

[অভির কথা শেষ না হতেই সেই ছজন বিচারক বটতলার উকিলের মতন হুমড়ি খেয়ে অভিকে ছেঁকে ধরে ব্রীফটা পাবার জন্যে]

জজেরা ॥ আমাকে—আমাকে—In the year 1939···ইত্যাদি

অভি। যাঃ বেরো! ভাগাড়ের শকুন! পার্ট খালি দেখেছে অমনি হুমড়ি খেয়ে ডিরেকটরকে তেলাতে এসেছে, ভাগ্।

[বিমর্ষ হয়ে সকলে ফিরে যায়]

প্রসি। তা, কি ঠিক করলেন?

অভি। কিসের কি ঠিক করলাম? কিছুই ঠিক করিনি এখনো?

প্রসি। তা—ল-ইয়ার ঠিক করুন?

অভি। ঠিক করতে হবে?

প্রসি ॥ হ্যাঁ—মানে—

অভি ॥ রাধা—রাধা আমার Defence Counsel !

বিচারক ॥ তিনি কি ল-ইয়ার ? I mean—by profesion ?

অভি ॥ না অভিনেত্রী।

বিচারক ॥ সে কি করে হয় !

অভি ॥ অয়্-অয়্ Zানতি পারো না !

বিচারক ॥ আদালত অব মাননা ঠুকবো ইয়ার্কি মারলে।

অভি ॥ পরশুরাম কোট করলুম। তাঁর নামে ঠুকু।

বিচারক ॥ কী নাম বললেন ?

অভি ॥ পরশুরাম ওরফে....আসল নাম রাজশেখর বসু

বিচারক ॥ দাগী ঘুঘু ! দু তিনটে নামে ঘোরা ফেরা !....এই কেস শেষ হোক... তারপর সে বেটাকে তুড়ুম ঠুকবো। তা—রাধাদেবী বেশ সুন্দরী, না ?

অভি ॥ কেন. তাকে কি বিয়ে করবেন ?

বিচারক ॥ ধেৎ, অসভ্য কোথাকার ! কৌঁসিল ডাকুন।

রাধা ॥ এই তো আমি হাজির, মাই লর্ড ! [তার গায়ে উকিলের গাউন। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা] এই পাগল, কোথায় আবার কাকে মারধর করেছ ? একেবারে কাঠগড়ায় হাজির ?

অভি ॥ তা' না হলে এরকম ডিফেন্স পেতাম না কি ?

রাধা ॥ তোমাকে ডিফেণ্ড করতে করতেই আমি গেলাম ! বাবা, আর পারিনা !

অভি ॥ বেশ তাহলে ডিফেণ্ড কোরো না !

রাধা ॥ ও বাবা ! ছেলের আবার অভিমান আছে ষোল আনা !

প্রসিকিউটর ॥ [গলা খাঁকারী দেন] উঁহু উঁহু ! বলছিলাম কি...ইয়ে মানে... ডিফেন্স কাউন্সেল এবং আসামীর এধরনের Intimate behaviour কিন্তু এখানে allowed নয় !

রাধা ॥ I do apolozise my Lord !

অভি ॥ No apology ! No surrender রাধা।

রাধা ॥ আঃ ! দুষ্টুমি করো না তো !

প্রসি ॥ [ভাবসাব দেখে প্রসিকিউটর'থে] কি যে হচ্ছে !

বিচারক ॥ আসামী অভি রায়...তোমার নামে যে সব অভিযোগ আছে শোনো : দেশদ্রোহীতা, হত্যার ষড়যন্ত্র; স্মাগলিং। তুমি দোষী না নির্দোষ ?

অভি ॥ সমস্যাটা যখন আপনারা এনেছেন...আপনারাই ঠিক করুন।

বিচারক ॥ আবার ব্যাদড়ামো ?

রাধা ॥ হুজুরের ভাষাটা কিন্তু…[সকলেই প্রতিবাদ করতে থাকে]

প্রসি ॥ হ্যাঁ হুজুর, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে।

বিচারক ॥ একি! সবাই আমার এগেনেস্টে !! ঠিক আছে…আমার মন্তব্য উইথড্র করলাম। এবং...এবং কোন মন্তব্য না করায় এ-ও ধরে নিলাম অভি রায় দোষী !

রাধা ॥ কোন আইনে ?

বিচারক ॥ কোন আইনে ? হুঁ হুঁ আমায় আইন দেখিও না। ধেৎ আর এসব এসব ভ্যাজারাং-ভ্যাজারাং ভাল লাগছে না। কই হে কোথা গেলে সব ? দেবী মাহাত্ম্য বন্নিমে করে মামলা উদ্বোধনী সঙ্গীত ধরে দাও।

[অভি ও রাধা ব্যতীত কোর্টে উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিগণ পাঁচালী কথকতার ভংগীতে সুর ও নৃত্যছন্দে দেবীমাহাত্ম্য কথা শুরুকরে]

মামলা—উদ্বোধনী সঙ্গীত

যা দেবী সর্ব গৃহেষু / ক্যালেণ্ডার রূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
সর্বাগ্রে বন্দনা করি সেই মহাদেবী/মোদের সমৃদ্ধি আজি যাঁর পদসেবি অতঃপর বন্দি মোরা জজচূড়ামণি/প্যায়দা পুলিস পেশকার এঁদের কেও গণি/ সত্যের রক্ষায় সবে জড়ো হয়। জয় জয় জয় জয় সত্যমেব জয়।/সরকার সত্য মন্ত্রী সত্য নাহিক ব্যত্যয়/আর যাহা সব মিথ্যা জানিবে নিশ্চয়/সেই সত্যের ধ্বজা ধরে এই বিচার-আলয়/জয় জয় জয় জয় সত্যমেব জয়।/চাল নাই গম নাই মৃত্যু হাহাকার/এই নিয়ে বাপাগণ হয়ো না ব্যাজার/ত্যাগ করো ধৈর্য ধরো আসিছে সুদিন/মিলিবে অক্ষয় শান্তি দুর্দশা বিলীন/দেবীর আশীষে দেশ হবে স্বর্ণময়/যুগযুগ জীও দেবী সত্যমেব জয়।/বেকারী-মূল্যবৃদ্ধি-অভাব অনটন/এসকল প্রচারিছে বিরোধী দুর্জন/সেইসব দুর্জনেরে করিতে বিলয়/ দেবীর বাহিনী মোরা সদাকর্মময়।/বলো ভায়েরা…একবার চক্ষুমুদে, বদনভরে বলো : যুগযুগ জীও দেবী সত্যমেব জয়।

[নৃত্যগীত শেষে বিচারক ঘোষণা করেন।]

বিচারক ॥ এখন কোর্ট adjourned ; শুনানী মুলতুবী রইল। পনেরো মিনিট পরে আবার কোর্টে বসবো।

[অন্ধকারে সব মুছে যায়। ২য় মাতালের গলা শোনা যেতেই down right মঞ্চে তাঁর মুখে আলো এসে পড়ে]

২য় মাতাল ॥ গপ্পের গরু যে গাছে ওঠালেন, মশায়। মাতাল ঠাউরেছেন? কোর্টে এসব কাণ্ড-বাণ্ড হয়?

অভি ॥ [মঞ্চের অপর প্রান্তে তার মুখে আলো পড়ে] থিয়েটারের লোক তো …থিয়েটারী কেতায় রসিয়ে খেলিয়ে গপ্পো বলার অভ্যেসটা যায় নি আর কি!

২য় মাতাল ॥ এই মশাই; অনেক কে যেন চেনা চেনা ঠেকছে!

অভি ॥ ঠেকবেই তো! "জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তির সঙ্গে এই গল্পের চরিত্রদের কোন যোগ নাই" বলে ভনিতা গাইবার বিনয়ী খচড়ামিটুকু আমার নেই। সব শালারা আছে, ছিল…এদের দেখেছি….অন্যনামে….অন্য চেহারায়…

২য় মাতাল ॥ আপনি বড্ড ঠোঁট কাটা আছেন, মাইরি। নিন্, আর একটা সিগ্রেট ধ্বংস করুন…তারপর আবার গল্পের বাকীটা শোনা যাবে। এখানেই দশমিনিটের বিরতি হাঁকড়ে দিলাম।

[বিশ্রাম]

[অন্ধকারে টেবিলে হাতুড়ি ঠোকার শব্দ হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে কোর্টের আনুষঙ্গিক কোলাহল। কোর্টে আলো জ্বলে।]

বিচারক ॥ কোর্ট ইজ ইন সেসন। প্রসিকিউটর বাবু প্রসিড।

প্রসিকিউটর ॥ মহামান্য আদালত, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রায় প্রমাণিত। ইনি দেশদ্রোহী। কারণ যেখানে সেখানে দেশের কর্ণধারদের সম্পর্কে এবং দেশের পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সব মন্তব্য ইনি করেছেন... তাতে মনে হয় না দেশের প্রতি এঁর বিন্দুমাত্র আনুগত্য আছে।····দেশজুড়ে যে অবাধ্যতার ঢেউ আর উগ্রপন্থার তাণ্ডব চলছে, তাতেও এঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে।...এবং শুধু রাজনীতিগত ভাবেই নয়...থিয়েটার—যেটা এঁর কর্মক্ষেত্র···সেই থিয়েটার এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ইনি এক—মহা··· গোলমাল বাধিয়েছেন।···শ্রদ্ধেয়, প্রতিষ্ঠিত, সাংস্কৃতিক, নেতাদের গালাগাল না দিয়ে ইনি জলস্পর্শ করেন না····কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের গায়ে হাতও তুলেছেন·······

রাধা ॥ অবজেকশন-অবজেকশন! এসব হিয়ার-সে এভিডেন্স আদালত গ্রাহ্য নয়!

বিচারক ॥ অবজেকশান সাসটেইণ্ড! প্রসিড।

রাধা ॥ ধর্মাবতার তার আগে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

বিচারক ॥ প্রসিকিউশন্?

প্রসিকিউটর ॥ নো অবজেকশন।

বিচারক ॥ প্রসিড।

রাধা ॥ অভি রায়কে দেশদ্রোহী বলার কারণ আমাদের Learned friend বলেছেন—সে দেশের কর্ণধার এবং রাষ্ট্রপরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেছে! যে কোন সৎ নাগরিকের কি সেটাই কর্তব্য নয়? নেতারাও ভুলত্রুটি করতে পারেন····কারণ তাঁরা তো দেবতা নন ..মানুষ! সেই ভুল-ত্রুটিগুলোকে আঙুল দিয়ে দেখালেই দেশদ্রোহীতাহলো? তাছাড়া what is

treason a matter of date. আজ যা দেশদ্রোহীতা...কাল সেটা দেশপ্রেম বলে প্রমাণিত হতে পারে।

প্রসিকিউটর ॥ অবজেকশন-অবজেকশন! আদালত কি এ ধরণের বক্তৃতা allow করছেন?

বিচারক ॥ অবজেকশন Over-ruled, proceed!

রাধা ॥ আমার Learned friend মিছিমিছি উত্তেজিত হচ্ছেন। ভেবে দেখুন ক্ষুদিরাম-কানাইলালদের সেদিন বিচার হয়েছিল দেশদ্রোহিতায় অপরাধে... এই দেশেরই মাটিতে। আজ তাঁরা দেশপ্রেমিক বলে প্রতিষ্ঠিত।...আর সাংস্কৃতিক কর্মীদের গায়ে হাত তোলা বা হত্যার ষড়যন্ত্র কি প্রসিকিউশন প্রমাণ করতে পারবেন?

বিচারক ॥ আপনি ওঁকে এভাবে প্রশ্ন করতে পারেন না। প্রসিকিউশন এসব অভিযোগের সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করতে চান?

প্রসিকিউটর ॥ সার্টেনলি, মাই লর্ড।

বিচারক ॥ আপনি আর কিছু বলবেন?

রাধা ॥ না My Lord.

বিচারক ॥ প্রসিকিউশন সাক্ষী ডাকুন।

প্রসি ॥ আমার প্রথম সাক্ষী লালমোহন মল্লিক।

পেয়াদা ॥ [হাঁকে] লালমোহন মল্লিক হাজির! এ্যাই, লালমোহন মল্লিক।

[লালমোহন মল্লিক আসেন। তাঁকে শপথ পড়ান হয়।]

শপথ ॥ বলুন যাহা বলিব সত্য বলিব—সত্য বই মিথ্যা বলব না।

প্রসি ॥ আপনার নাম?

লাল ॥ ঐ যে—হাঁকলেন! লালমোহন মল্লিক।

প্রসি ॥ পেশা?

লাল ॥ বাড়ীওলা—গাড়ীওলা।

প্রসি ॥ মানে?

লাল ॥ দুটি বাড়ী-দুটি ট্যাকসি-দুটি মিনি।

প্রসি ॥ মিনি?

লাল ॥ মিনি-বাস—একটি সাউথে একটি নর্থে। তবে কি জানেন উকিল বাবু মোটর গাড়ীর কারবার আর করা যাচ্ছে না—

প্রসি ॥ কেন? কেন?

লাল ॥ কেন কেন কি মশায়! একে তো তেল-মবিল তার ওপর এসপেয়ার স্পার্টসের দাম বেড়ে—ইয়ে ফেটে একেবারে দরজা—

প্রসি ॥ যাকগে এবার আসল কথায় আসা যাক—আপনি তো অভিযুক্তকে চেনেন?

লাল ॥ কাকে? আসামীকে? হ্যাঁ হ্যাঁ!

প্রসি ॥ কি ভাবে চেনেন?

লাল ॥ আমার ৯/৩ সি/১ই নং বাড়ীর দোতলার দক্ষিণ পশ্চিম দিকের ডেড়খানা ঘরের ভাড়াটে। যাত্রা থিয়েটারের মহলা দেয়।

প্রসি ॥ আপনি এদের ঘরে কখনও সন্দেহজনক লোকজনদের আসতে দেখেছেন?

লাল ॥ যদিচ্ লোকমাত্তরই আমার কাছে সন্দেহজনক…

বিচারক ॥ যা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তার উত্তর দিন!

লাল ॥ হ্যাঁ এই দিই ধর্মাবতার! এই তো গেল মাসের ৪ তারীকে…রাত্তির সাতটা সাড়ে সাতটা ক'রে একটা ছেলে ওদের ঘরে এলো…নীলজামা কালো প্যাণ্ট.. খুব সন্দেহজনক চোকমুখ…পরদিন সকালে—সকালেই বা বলি কেন সেদিন রাত্তিরেই রাস্তার মোড়ে বোমা ছুড়তে গিয়ে মলো। পাঁজ তারীকের পেপারে ছবি বেইরেছেল—Front Page-এ

—এই যে কাটিং রেখেছি সঙ্গে।…মড়ার মাথার দিকে এই যে বাড়ীটা… একজন ডাঁইড়ে বারান্দায়? আমি।

বিচারক ॥ আপনার নিজের গুণকেত্তনের দরকার নেই! প্রসিকিউশন আর প্রশ্ন আছে?

প্রসি ॥ না হুজুর, দরকার নেই। এর সব বর্ণনাই মিলে যাচ্ছে। মায় পরণের কালো প্যাণ্ট, নীলজামা পর্যন্ত।…পুলিশ রিপোর্টটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। নো মোর কোশ্চেন।

বিচারক ॥ ডিফেন্স কোন প্রশ্ন… ?

রাধা ॥ ইয়েস মাই লর্ড, [নিজের সীটের কাছে দাঁড়িয়েই বলে] কেমন আছেন লালমোহন বাবু?

লাল ॥ না—মানে—একটু..

রাধা ॥ চিনতে পারলেন না? [কাছে এগিয়ে যায়]

লাল ॥ ওহো! রাধাদেবী! তা অমন ভাঁইড়ে কেন ভাই? বসুন [অতিরিক্ত শিভালরাস্ হয়ে নিজের আসনই ছাড়তে চায়] ও—আপনি জায়গার জন্যে ভাবছেন? ওই যে কথায় বলে না "যদি হয় সুজন—

রাধা ॥ তেঁতুলপাতায় ন'জন।

লাল ॥ তা আমরা তো দুজন—জায়গার জন্যে ভাববেন নি ভাই—আসুন।

রাধা ॥ থাক—থাক দরকার নেই। আচ্ছা লালমোহন বাবু আপনার ৯।৩ সি/১ই, বাড়ীর দোতলার দক্ষিণ পশ্চিম দিকের দেড়খানা ঘরের ভাড়াটে কে?

প্রসি ॥ অবজেকশন! সে জবাব তো উনি আগেই দিয়েছেন। এভাবে আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করে···

বিচারক ॥ সাস্টেইণ্ড, অবজেকশন সাসটেইণ্ড।

রাধা ॥ ঠিক আছে, আপনি তো অভিযুক্ত কে চেনেনই?

লাল ॥ আমার ভাড়াটেকে আমি চিনবো না? কি যে বলেন? [অভিকে] এ্যাই—এবারের পালায় কিন্তু আমাকে পাট দিতে হবে বলে রাখলুম হ্যাঁ—

অভি ॥ পালাটা লোপাট হোক আর কি?

বিচারক ॥ এ্যাই! নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি চলবে না—

রাধা ॥ অভিকে ঠিক চিনলেন—আর আমাকে এমন না চেনার ভাণ করলেন—মনে বড় ব্যাথা পেলাম।

লাল ॥ মাইরি বলছি—আপনাকে ব্যাতা দিতে চাইনি গো রাধাদেবী! বয়েস হচ্ছে তো···? তার ওপর চোকটা···

রাধা ॥ এ ফ্রেমটা তো আ: গ দেখিনি! কবে নিলেন? খুব সৌখীন ফ্রেম।

লাল ॥ গত মাসের আগের মাসের ২৮ তারীকে করিইচি! আপনার বুঝি খুব পছন্দ?

রাধা ॥ খুব।

লাল ॥ একটা চাই?

রাধা ॥ দরকার নেই!····লালমোহনবাবু, সব সত্যি কথা বলবেন কিন্তু! আদালতে শপথ নিয়েছেন!

লাল ॥ সে আর বলতে—আমি ছুঁইচি তো—আহা—মদ্ভাগবৎ গীতা!

রাধা ॥ কি? [কোলাহল শান্ত হয়]

লাল ॥ মদ··· [আদালতে বিচিত্র একটা কোলাহলের সৃষ্টি হয়]

রাধা ॥ সেই সন্দেহজনক ছেলেটিকে কখন আপনার 'মোশন মাস্টার' ভাড়াটের ঘরে ঢুকতে দেখেন ?

লাল ॥ বললাম যে সাড়ে-সাত পৌনে আট হবে।

রাধা ॥ সাড়ে পাঁচ পৌনে ছটা নয় তো ?

লাল ॥ না-না সে সময় তো বেশ আলো ছেল রোদ্দুরের। সাতটা নাগাদ মেঘলা করে ফুর-ফুরে হাওয়া চাগিয়েছেল—তখনই তো আমি বারেণ্ডায় এলাম।

রাধা ॥ ও! আপনার বারান্দা থেকে আপনি অভিদের ঘরে সেই ছেলেটিকে… নীল শার্ট-কালো প্যাণ্ট পরে আসতে দেখেন—?

লাল ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ! আমার কি একটা হেবিট আছে জানেন রাধাদেবী—রোজ সকালা-বিকালা আমার মর্নিং ওয়াকটি আমার চাই-ই-চাই। তারপর সন্ধে হলেই আমি বারেণ্ডাতে বসে হাবা খাই।

অভি ॥ পাশের বস্তীর মেয়েরা সে সময় গা ধুতে যায় যে! শালা বুড়ো ভাম!

লাল ॥ অভ্যেস রে ভাই!

প্রসি ॥ মাইলর্ড, আমার সাক্ষীদের কি এ ভাবে অপমান করা চলতেই থাকবে ?

বিচারক ॥ অভিযুক্তকে ওয়ার্নিং দিচ্ছি-Further এ রকম কথা কইবেন না!

অভি ॥ সত্যি কথাটা বলছিলাম আর কি!

বিচারক ॥ চোপ! কোন কথা আপনাকে বলতে হবে না।

রাধা ॥ বলুন লালমোহনবাবু—আপনার বারান্দা থেকে এদের মহলা ঘরে ঢোকবার দরজাটা কত দূর হবে ?

লাল ॥ তা ২৫।৩০ গজ হবে।

রাধা ॥ তা' আপনি বারান্দা থেকে দেখলেন ওদের মহলা ঘরে নীলসার্ট কালো প্যান্টপরা…সন্দেহজনক মুখ চোখ………সেই ছেলেটা দরোজা খুলে ঢুকছে ?

লাল ॥ হ্যাঁ—তারপরেই তো আমি ঘরের ভিদরে চলে আসি…

রাধা ॥ কি রকম নীল ছিল সার্টটা ?

লাল ॥ মানে ? নীল….বুলু ..

রাধা ॥ না…নীল তো কতরকমেরই হয় …ধরুন আকাশী নীল, গাঢ়নীল, ময়ূর কণ্ঠী নীল….

লাল ॥ তুঁতে নীল—ফিরোজা নীল…

রাধা ॥ তবে ? তাই বলছিলাম সার্টটা কি রকম নীল ছিল ?

প্রসি ॥ মাইলর্ড এসব কি হচ্ছে ?

বিচারক ॥ বাধা দেবেন না। প্রসিড !

লাল ॥ গাঢ় নীল।

রাধা ॥ আমার যেন মনে হচ্ছে আকাশী নীল।

লাল ॥ না-না-আমি স্পষ্টো দেখলুম ! গাঢ়-ঘন-গভীর নীল-বুলু

রাধা ॥ সেদিন তো ওই সময়টা আবার খুব মেঘলা হয়েছিল !

লাল ॥ খুব ! খানিক বাদে বিষ্টি ! উপঝঝাস্তে ! রাস্তায় খানিক বাদে এই দাবনা···না···পায়ের গুলিতক জল দাঁইড়ে গেসলো।

রাধা ॥ আপনি বারান্দায় ভিজে যান নি ?

লাল ॥ না। বিষ্টি আরম্ভ হওয়ার আগেই আমি ঘরের ভিদরে এসে গিয়েছিলাম।

রাধা ॥ লালমোহনবাবু! আপনার সাক্ষ্য আগাগোড়া মিথ্যে! আদালতে শপথ নিয়ে আপনি আগাগোড়া মিথ্যে কথা বলে গেছেন।

প্রসি ॥ Objection ! Objection !

লাল ॥ তার মানে আমি—[প্রচণ্ড কোলাহল—বিচারক হাতুড়ি ঠুকতে থাকেন]

বিচারক ॥ অর্ডার-অর্ডার ! রাধাদেবী এসব কি বলছেন !

রাধা ॥ ধর্মাবতার ! এই সাক্ষী আগাগোড়া মিথ্যে বলেছেন ! প্রথমতঃ ইনি বলেই চলেছেন ওঁর ভাড়াটিয়া আসামী স্বয়ং···কিন্তু তা নয়····ঘরটি ভাড়া আছে হরিনাথ দত্ত····আমাদের এক সদস্যের মামা তাঁর নামে। অভিকে তিনি ঐ ঘর Sublet করেছেন। দ্বিতীয়তঃ জেরা করতে ওঠার সময় ৭।৮ গজ দূর থেকেও যিনি দিনের স্পষ্ট আলোয় আমার চিনতে পারলেন না—চশমা থাকা সত্ত্বেও···তিনিই নাকি সন্ধের অন্ধকারে মেঘলা দিনে···তা' ছাড়া সেদিন ও পাড়ায় রাস্তায় আলোও নিভে গিয়েছিল···সেই অন্ধকারে বারান্দা থেকে পঁচিশ তিরিশ গজ দূরের ঘরের দরজা দিয়ে গাঢ় নীল এবং কালো প্যাণ্টে পরা ছেলেটিকে কি করে ঢুকতে দেখলেন···এমন কি ঐ দূরত্ব থেকে ছেলেটির সন্দেহজনক চোখমুখও দেখে ফেললেন ! মানে কি ?

প্রসিকিউটর ॥ অবজেকশন ! ছেলেটির পরনে যে নীল শার্ট কালো প্যাণ্ট ছিল সেটা পুলিশ রিপোর্টেও আছে।

রাধা ॥ সেটাই বলতে চাইছি ! ওঁকে যাঁরা শিখিয়ে পড়িয়ে সাক্ষী সাজিয়েছেন—তারাই জামা প্যাণ্টের রংটা ওঁকে বলে দিয়েছেন ! ওঁর দৃষ্টিশক্তির কথাটা বোধহয় তাদের জানা ছিল না ! No more question সাক্ষী যেতে পারেন !

বিচারক ॥ সাক্ষী বিদেয় হোন! ভবিষ্যতে আর কখনো মিথ্যে সাক্ষ্য দেবেন না!

অভি ॥ দিলেও পার্ট মুখস্ত করে—আটঘাট বেঁধে।

লাল ॥ [প্রসিকিউটরকে] এ্যাই, যাই হ্যাঁ?

প্রসি ॥ ধেৎ! [বিমর্ষ লালমোহন ফিরে যায়]

রাধা ॥ তা অমন উগ্রপন্থীর সঙ্গে যোগাযোগের সাক্ষ্য প্রমাণ ধোপে না টেঁকায়, দেশদ্রোহীতা বা হত্যার ষড়যন্ত্র… এগুলো তো ঠিক প্রমানিত হচ্ছে না!

প্রসিকিউটর ॥ আমার পরের সাক্ষী কবি-উপন্যাসিক-নাট্যকার-সুবোধ মুখোপাধ্যায়।

বিচারক ॥ সাক্ষী ডাকুন

পেয়াদা ॥ সুবোধ মুখোপাধ্যায়—হাজির! এ্যাই, সুবোধ মুখুজ্যে। [ডাকা হয়—সুবোধবাবু আসেন—শপথ নেন। অত্যন্ত মার্জিত কথাবার্তা।]

প্রসি ॥ নাম?

সুবোধ ॥ সুবোধ মুখোপাধ্যায়।

প্রসি ॥ পেশা?

সুবোধ ॥ মুখ্যতঃ কবি। তাছাড়া গল্প উপন্যাস ও নাটকও লিখি মাঝে মাঝে; এবং বর্ত্তমানে সংবাদ বিচিত্রা দৈনিকে ফিচারও লিখি নিয়মিত।

প্রসি ॥ আচ্ছা সুবোধবাবু, বর্ত্তমানে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একদল মাথাগরম মারদাঙ্গা ছোকরা যে কালাপাহাড়ীপনা দেখাচ্ছে…প্রতিষ্ঠিত পূর্বসুরীদের অকথ্য গাল-মন্দ করছে…মানে এ্যান্টি এসটাবলিশমেন্ট জেহাদ ঘোষণা করছে…এর থেকে কি এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না—যে সমকালীন উগ্রপন্থী নৈরাজ্যবাদী রাজ-নীতির সঙ্গে এরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত?

সুবোধ ॥ তা অবশ্যই খানিকটা নেওয়া যায়। কারণ রাজনীতি ছাড়া তো কোনো শিল্প সাহিত্য হতে পারে না! প্রত্যেক শিল্প সাহিত্যের পেছনেই একটা মতাদর্শ বা জীবনদর্শন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে কাজ করে… রাজনীতির ক্ষেত্রেও তাই। কাজেই যখন মনের তারগুলোয়……

প্রসি ॥ ঠিক আছে—ঠিক আছে! আপনি অভিযুক্তকে চেনেন?

সুবোধ ॥ অভিবাবুকে তো? বিলক্ষণ চিনি!

প্রসি ॥ ওঁর সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

সুবোধ ॥ খুব মেজাজী… রগচটা…মারকুট্টে!

প্রসি। ওঁর শিল্পকর্ম ?

সুবোধ। প্রতিশ্রুতি আছে—বিপথে না গেলে।

প্রসি। বিপথ মানে....কি বলতে চাইছেন ?

সুবোধ। যৌবনের কতগুলো আবেগে অনেক সময় মন্দ ভালোর তফাৎটা গুলিয়ে গিয়ে অদ্ভুত একটা হিসেব ছাড়া হবার আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়।... যেমন ধরুন না যৌবনে আমারই কি কম বিদ্রোহ বাতিক ছিল ? "ঘোড় সওয়ার" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ গুলিতেই তার প্রমাণ মিলবে। তবে বর্ত্তমানে আমি আমার মত পালটেছি-রক্তাক্ত জিঘাংসা নয়...শান্তিময় উত্তরণেই তো ক্রান্তির মহান আস্বাদ....আমার Recent লেখা "ম্যাও ধরেছি" কাব্যটি পড়েছেন কি ? যদি পড়েন ?

অভি। শুয়ারটা কেমন নির্বিকার চিত্তে বলে যাচ্ছে দেখ—আশ্চর্য!...এই লোকটার কবিতা মুখে নিয়ে একদিন ছেলেরা ব্যারিকেডে দাঁড়িয়েছে পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে! বাঞ্চোৎ-ক্লীব-কেঁচো!

বিচারক। আবার-আবার!

অভি। হুজুর-আমি যদি উঠে গিয়ে ওটার কান ধরে একটা থাপ্পড় মারি তাহলে কি খুব কড়া রকমের শাস্তি দেবেন আমায় ?

বিচারক। এবার মাত্রা ছাড়াচ্ছে—চোপ!

সুবোধ। বলুক-বলুক। বলা ভাল! বলাটা আটকাবেন না। কথা বলাটা আটকাবেন না। ওটা খুব ভালো Out let! যত বেরোয় তত ভালো! জমতে দিলেই গোলমাল...বিপদ! গলদটা ভেতরেই জমা হতে থাকবে।

অভি। শালা—

সুবোধ। আমি কিন্তু ভাই নিজেকে ঠকিয়ে কিছু লিখি নি। যা বিশ্বাস করেছি-তাই লিখেছি। নিজের লাভ লোকসানের কথা না ভেবেই......

প্রসি। যাকগে ওসব কথা ছেড়ে এবার আসল কথায় আসি; শুনেছি উনি কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত মাননীয় সাংস্কৃতিক কর্মীর গায়ে হাতও তুলেছেন!

সুবোধ। তুলেছেন!......আমিও এঁর হাতে যৎপরোনাস্তি অপমানিত লাঞ্ছিত হয়েছি। আমাকে যাচ্ছে তাই ভাবে......

প্রসি। No more question.

বিচারক। ডিফেন্স ?

রাধা ॥ সুবোধদা—ইয়ে……সুবোধবাবু! আপনাকে অভি…মানে অভিযুক্ত মেরেছিল।

সুবোধ ॥ দেখ রাধা!

রাধা ॥ দেখুন……

সুবোধ ॥ ও! দেখুন রাধা দেবী…আমায় মারে মানে…

রাধা ॥ কিল? চড়? লাথি? ডাণ্ডা?

সুবোধ ॥ না-সে সব নয়—আমার কলার চেপে ধরেছিল!

রাধা ॥ কোথায় এ ঘটনা ঘটলো?

সুবোধ ॥ পার্ক ষ্ট্রীটে!

রাধা ॥ পার্কষ্ট্রীটে মানে? পার্কষ্ট্রীটের ফুটপাথে?

সুবোধ ॥ তা কেন? অলিম্পিয়াস রেস্তোর্ঁাতে।

রাধা ॥ রেঁস্তোরা এ্যাণ্ড বার। আপনি সেখানে কি করছিলেন?

সুবোধ ॥ আমি-মানে-আমার দুই বন্ধুর সঙ্গে……

রাধা ॥ দেবমহিমায় অলিম্পাসে বিরাজ করছিলেন। আপনাদের মতন দেবতাদের সেটাই তো জায়গা।

প্রসিকিউটর ॥ অবজেকশন—আমার Learend friend এধরণের মন্তব্য করতে পারেন না!

বিচারক ॥ অবজেকশন সাসটেইণ্ড! ডিফেন্স, সাক্ষীদের সম্বন্ধে এধরণের মন্তব্য করবেন না।

রাধা ॥ Withdrawn with apology my Lord! ঘটনাটা যখন ঘটে তখন কটা বাজে!

সুবোধ ॥ রাত সাড়ে নয়…কি তার একটু বেশী!

রাধা ॥ ক' তারীখ?

প্রসি ॥ ২৬ শে নভেম্বর—মঙ্গলবার।

রাধা ॥ সেদিন আপনি অলিম্পাসে ছিলেন? ভেবে বলুন!

সুবোধ ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ-আমার স্পষ্ট মনে আছে আমি আমার দুই বন্ধু পৌনে ছ'টা নাগাদ……

রাধা ॥ পৌনে ছটা?

সুবোধ ॥ হ্যাঁ-হ্যাঁ-স্পষ্ট মনে আছে। একবন্ধু ভেতরে বসার পর আমায় টাইম

জিজ্ঞেস করলেন। পাঁচটা ছেচল্লিশ না সাতচল্লিশ তাই নিয়ে একটা রসিকতা হলো!

রাধা ॥ দারুন শার্প মেমারি তো আপনার!

সুবোধ ॥ এবার কিন্তু লজ্জা পাবো।

রাধা ॥ এখনও ও বালাইটা আছে নাকি?

প্রসি ॥ অব-জেক-শ—

রাধা ॥ Withdrawn with Apology; আপনার ঘড়িটা তো ভারী সুন্দর! কেসিংটা সোনার, না?

সুবোধ ॥ আরে ঠিক ধরেছেন তো?

রাধা ॥ হাজার হোক মেয়ে তো—সোনাটা চিনে ফেলি চট করে! বেশ দামী ঘড়ি!

সুবোধ ॥ আমার সখের জিনিস! প্রায় আড়াই হাজার পড়েছিল! সুইটজারল্যাণ্ডের, মাল!

রাধা ॥ গোলমালটা যখন বাধে তখন আপনার বন্ধু দুজনে কি করছিলেন?

সুবোধ ॥ ওঁরা তখন চলে গেছেন! একাডেমিতে কাদের নাটক ছিল দেখতে।

রাধা ॥ তারপর থেকে একা একা বসে ছিলেন অতক্ষণ! একা থাকতে ভাল লাগে...বারে?

সুবোধ ॥ না···মানে····সেদিন একটা ব্যাপারে আমার মনটা খারাপ ছিল···· কোথাও যেতে ইচ্ছে করছিল না! তাছাড়া তুমি···মানে...আপনি জানেন না নিঃসঙ্গতা আমার কি ভাল লাগে।

রাধা ॥ হাড়ে-হাড়ে জানি! আমার শাড়ীর আঁচলটা সেবার......

প্রসি ॥ অবজেকশন···

বিচারক ॥ অবজেকশন্! সাসটেইণ্ড। প্রসিড্।

রাধা ॥···সেদিন আপনার বন্ধুদের বিলও কি আপনি মিটিয়েছিলেন?

সুবোধ ॥ হ্যাঁ-ওঁদের দুটো বীয়ারের দরুন ১৩।১৪ টাকা মতন আমার বিলেই লিখতে বলেছিলাম।

রাধা ॥ আপনি কি নিয়মিত প্রচণ্ড ড্রিংক করেন?

প্রসি ॥ অবজেকশন্! এ সব প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক!

রাধা ॥ আমার Learned friend প্রতি পদে এত objection দিলে তো এক পাও এগোতে পারবো না! প্রাসঙ্গিক কি অপ্রাসঙ্গিক সেটা আমি বুঝবো!

বিচারক ॥ objection over ruled ! প্রসিড।

রাধা ॥ বলুন সুবোধবাবু আপনি কি নিয়মিত প্রচণ্ড ড্রিংক করেন ?

সুবোধ ॥ না ! মাঝে সাঝে সখ করে একটু আধটু খাই আর কি…

রাধা ॥ সেদিন ফাইন্যালি যখন ওঠেন… কতটাকার বিল পে করেছিলেন…মনে আছে ?…অবশ্য তা থাকাও সম্ভব নয়।

সুবোধ ॥ না-না টাকা পয়সার হিসেবের ব্যাপারে আমি খুব particular… বিশেষতঃ সেদিন ক্যাশ টাকা কম থাকায় আমি আমার এ্যাকাউণ্টে সই করেছিলাম।…আমার ডায়েরী দেখে এ্যামাউণ্টটা বলে দিচ্ছি…

বিচারক ॥ কবি হলে কী হবে, খুব সেয়ানা দেখে টের পাবার জো নেই।

[বলেই জিভ কাটেন]

অভি ॥ যা বলেছেন মাইরি।

বিচারক ॥ চোপ !

রাধা ॥ ২৬শে নভেম্বর…মানে গত বছরের ডাইরি দরকার !

সুবোধ ॥ এটা গত বছরেরই !

রাধা ॥ বাবা ! একেবারে তৈরী হয়ে এসেছেন দেখছি। কোনো ফাঁক রাখবেন না ?

প্রসিকিউটর ॥ এসব অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা আমার Learned friend যেন না বলেন !

রাধা ॥ withdrawn with apology ! পেলেন ?

সুবোধ ॥ এই যে…৭৩টাকা ৫৭ পয়সা…

রাধা ॥ এর থেকে ১৩ টাকা ৫৭পয়সা বাদ দিলে কত থাকে ?

সুবোধ ॥ ৬০ টাকা।

রাধা ॥ আরি ! ঠিক মিলিয়েছেন তো !

সুবোধ ॥ কবি বলে ভেবেছেন এই সামান্য যোগ বিয়োগের অঙ্কও জানবো না ?

রাধা ॥ না—না—তা বলিনি। এটা ধরুন…মানে যে ১৩ টাকা ৫৭ পয়সা বাদ দিলাম….ওটা আপনার বন্ধুদের বীয়ারের দাম…! ইস্ আপনি ভীষণ পেটুক তো !

সুবোধ ॥ ধেৎ আমি মোটেই বেশী খাই না !

রাধা ॥ বললেই হোলো ? দেখা গেল হিসেব করে ৬০ টাকার খাবার খেয়েছেন সেদিন !

সুবোধ ॥ না! সেদিন একটা চিকেন কবার ছাড়া আর কিছুই খাই নি....কারণ রাত্তিরে আমার বন্ধু সুধন্তর বাড়ীতে হরিণের মাংস খাবার নিমন্ত্রন ছিল।

রাধা ॥ একটা চিকেন কাবারের দাম ৬০ টাকা?

সুবোধ ॥ না-না-টাকা পাঁচেক হবে।

রাধা ॥ এবার তা'হলে ৬০ থেকে ৫ বাদ দিন। কতো হোল?

সুবোধ ॥ ৫৫।

রাধা ॥ ভেরীগুড।

প্রসি ॥ কি যে হচ্ছে।

বিচারক ॥ সত্যি রাধা দেবী; এ সবের মানে কি?

রাধা ॥ মানে...ওঁর দেওয়া হিসেব অনুযায়ী উনি সেদিন ৫৫ টাকার মদ খেয়েছিলেন। মাঝে মাঝে সখ করে একা ৫৫টাকার মদ খেয়ে কি প্রকৃতিস্থ থাকা সম্ভব My lord......হুজুর ইনি তখন কাণ্ডজ্ঞান হীন মাতাল! মদের ঘোরে উল্টোপাল্টা সব দেখছেন, ভেবেছেন....এঁর সাক্ষ্য এ মামলায় গ্রাহ্য নয়। ডিস্‌মিস্‌ করে দিন!—এছাড়াও শপথ নিয়ে ইনি আদালতে মিথ্যে কথা বলেছেন! অলিমপাস বারে যিনি নিজের এ্যাকাউন্টে সই করে মদ খান....তিনি কখনোই...কখনো সখনো সখ করে মদ খান না... জাতের মাতাল।

বিচারক ॥ সাক্ষী আসুন।

সুবোধ ॥ মানে আমাকে এভাবে হেনস্থা করে! [যেতে যেতে রাধাকে বলে]

প্রসি ॥ এটা কি করলেন হুজুর! হুট করে সাক্ষীকে বাতিল করে দিলেন, কোন আক্কেলে?

বিচারক ॥ তা' আমি কি করবো? যতো মিথ্যুক সাক্ষী আনবেন! একটা হাফ অন্ধ; একটা থ্রিকোয়ারটার মাতাল! তাছাড়া আমি কি করবো না করবো তার কৈফিয়ৎ আপনাকে দিতে যাবো না!

প্রসি ॥ কিন্তু ওঁদের নির্দেশ রয়েছে, তাতে স্পষ্ট ভাষায় ওঁরা জানিয়েছেন...

বিচারক ॥ ওঁদের বলবেন, আদালত ব্যাপারটা যখন এখনও জীইয়ে রেখেছেন... তার মর্যাদাটুকুও রাখতে হবে! যা খুশী তাই করা চলবে না!

প্রসি ॥ আমি তাহলে পদত্যাগ করছি। [গমনোদ্যত]

বিচারক ॥ পদত্যাগ করলেই তদন্ত কমিশন বসাবো!

প্রসিকিউটর। [ফিরে আসেন] বেশ তাহলে পদত্যাগ করবো না! আমরা এর পরের সাক্ষী ডাকছি—শংকর গুপ্ত?

অভি। কে?

প্রসিকিউটর। পরিচালক নাট্যকার অভিনেতা··· শংকরগুপ্ত।

[আলো fade out করে। শুধু অভির মুখে আলো।]

অভি। বিশ্বাস করি না। আমার বিরুদ্ধে আপনাদের হয়ে শংকরদা—no I do'nt belive!

হ্যামলেট। [প্রসেনিয়াম আর্চের গায়ে হেলান দিয়ে বাদাম খাচ্ছে]

There are more things in heaven and earth

Horatio, than are dreamt of in your Philosophy.

অভি। তাহ বলে of all person শংকরদা! কিসের আওয়াজ?

[সমবেত ছন্দোময় করতালির ক্রমবর্দ্ধমান গর্জন এবং একটি ভারী পদক্ষেপের আওয়াজ]

হ্যামলেট। যাঁদের হয়ে আসছেন...তাঁরা তো অকৃতজ্ঞ নয়! হাততালি আর পুরস্কারে এই ওঁর এই কোর্ট পর্যন্ত নামার পথটাকে ভরিয়ে দিয়েছে। এর নাম বাবা পপুলারিটি।

[একটি আলো শুধু অভির মুখে। সমস্ত পরিবেশটা অন্ধকারে ডুবে গেছে।]

অভি। এরা দানব; এরা সব পারে। শ্মশানচারী শংকরকে এরা বাদশার হারেমে নিয়ে গেছে! পিনাকপানীর ত্রিশূল, জটাজুট খুলে বৃহন্নলার বেশ দিয়েছে! আমার নটরাজের পায়ে এরা বাইজীর ঘুঙুর বেঁধে দিয়েছে! canst thou not minister to a mind diseased, and pluck from memory a rooted sorrow...! এ মামলা আর কন্টিনিউ করবেন না, please! আমার সব অপরাধ আমি স্বীকার করছি! হ্যাঁ, আমি খুনের ষড়যন্ত্র করেছি! একটা পচাগলা হেজে যাওয়া System-কে আমি খুন করেছি! আমার বিশ্বাসঘাতক পূর্বপুরুষদের আমি খুন করতে চাই। আমি স্মাগলিং করেছি। আমার দেশের প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্কের বন্দরে বন্দরে আমার idea আর স্বপ্নগুলো স্মাগল করতে চেয়েছি; but I have failed! আমার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়েছে, আমি ব্যর্থ—আমার চরম শাস্তি দিন; ভেঙ্গে ফেল—খুন কর এই বিশ্বাসঘাতকদের! আমাদের রক্ত এরা কলুষিত করেছে।

[আলোক বৃত্তে রাধার মুখ]

রাধা ॥ কি হচ্ছে তোমার বাড়াবাড়ির জ্বালায় আমাদের আর মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না নাকি ?

অভি ॥ et too Brute ! তুমিও বললে ?

রাধা ॥ বলবো না ? সমস্ত থিয়েটার আমাদের বয়কট করবে বলছে...কোথায় অভিনয় করবে ?

অভি ॥ মাঠে-হাটে-পথে !

রাধা ॥ অত সহজ ! ওরা allow করবে ?

অভি ॥ ওদের জন্যে তো করবো না, আমাদের অসংখ্য দর্শকের কাছে ওদের আসল চেহারাটা ফাঁস করে দেবো !

রাধা ॥ দর্শকের থেকে তোমায় কেটে সরিয়ে দেবে। কাগজ, রেডিও, টেলিভিসন, সেন্সর।

অভি ॥ কিচ্ছু করার নেই ! হাত পা বাঁধা।

রাধা ॥ টাকা বাজিয়ে সব কিনে নিচ্ছে ! ভোট থেকে আরম্ভ করে মানুষের বিবেক পর্যন্ত—সব।

অভি ॥ তাহলে সত্যি কথাটা আর বলা চলবে না ?

রাধা ॥ হিসেব করে !

অভি ॥ সত্যকে এবার মুদীর হিসেবের খাতায় বাঁধতে হবে ! আপনাদেরও, কি এই মত ?

[ফাল্গুনীর কথার সঙ্গে দলের অন্যান্যদের ওপর আলো পড়ে। কোর্ট হারিয়ে গেছে। মহলা কক্ষ।]

ফাল্গুনী ॥ আমার কোন মত নেই ! কারণ আমি দল ছেড়ে দিচ্ছি ! এইসব আত্মঘাতী whims-এ আমি নেই।

অভি ॥ তুমিই তো একদিন আধুনিক Committed-বিদ্রোহী থিয়েটারের বুলি কপচাতে।

তপন ॥ দ্যাখ আমরা একসঙ্গে দল শুরু করেছিলাম...

অভি ॥ ভনিতা নয় বন্ধু।

তপন ॥ মানে ঠাণ্ডা মাথায় চলা দরকার।

বাসব ॥ আমাদের তো চাকরি-বাকরী করে....মানে

অভি। বুঝেছি...আসলে থিয়েটারটা বেশ মজার passtime—Carrier তৈরীর platform ..

অনন্ত। আমি দাদা কিছু বুঝি না···তুমি যা বলবে ..

অভি। আমি না। তোর নিজের মনটা কি বলে ?···

অনন্ত। আমি আছি soldier ; হুকুম দেবে···

অভি॥ হুকুম! আমি কি কেবল হুকুমই করে গেছি···বোকা ছেলে—

শ্যাম। অভি—আমার মত তো জিগাইলা না। হে পাণ্ডব সখা শুনিতে কি ইচ্ছা নাই আমার কী মত ?

অভি। "বলো প্রিয়", জীবন মরণ প্রশ্ন! সবাকার সম অধিকার মত দানে—আপনারা শুনুন সকলে...হেঁটমুণ্ডে সখী মোর···দাও ভাই শুনাইয়া তারে প্রতিজ্ঞা তোমার····

শ্যাম। যুদ্ধ! যেন কোন মতে সন্ধি নাহি হয়···। যগুপি কেশব স্বেচ্ছায় তাহারা করিতে আসে সন্ধির প্রস্তাব—তথাপি যুদ্ধ! No Surrender No Compromise। চক্রব্যূহে যখন ঢোকছি পৃষ্ঠ প্রদর্শনের স্থান নাই।

অভি। জানতাম—একমাত্র তুমিই একথা বলার হিম্মত রাখো।···আমার সঙ্গে একজন অন্তত আছে—আমি জানি।

শ্যাম। আরে ভাই, আমি হইলাম নেংটা—মজুরের বাচ্চা মজুর...বাটপাড়ের আর ভয় কি ? বিয়াশাদী করি নাই—কোন বোঝা নাই। কারখানার কাম আইজ আছে কাইল নাই···নিজের জীবনের permanent জায়গা কইতে একডাই—এই থিয়েটার—সেইখানে আর শিরদাঁড়া নোয়ায়ে শাহেনশারে কুর্নিশ নাই বা করলাম।

অভি। এই—এই—এই কথাটা এদের বলো। আমার এই কলকাতার এক সত্তর বছরের যুবক থিয়েটারওলা সদম্ভে পদাঘাত করেছে পুরস্কারের করুণায় ···প্রায় অনাহারে অভিমানে আত্মবিসর্জন দিয়েছে—সেই শিশির ভাদুড়ির কলকাতার ছেলেরা পুরস্কারের এঁটো পাত কুড়োতে শাহেনশার জলসা ঘরে মুজরো খাটবে ?

শ্যাম। শাহেনশাহ, তোমার পুরস্কার তোমারই থাক!

অনন্ত। হিয়ার! হিয়ার! আগের পিসটা কোন নাটকের ?

শ্যাম। নরনারায়ণ—ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ—আজকাল তো এসব পড়া হয় না, পাছে প্রগতিশীলতায় থামতি পড়ে! তাই!

রাধা। তোমাদের এই থিয়েটারীপনা আর যাবে না—না ?

অভি। তা' আমরা থিয়েটারের লোক—একটু থিয়েটারীপনা করেই থাকি, because we live in theatre, we eat theatre, talk theatre and dream theatre too !

শ্যাম। ঠাণ্ডা মাথার হিসাব আমগো একটু কম। দিলটা বহুত গরমরে ভাই। জগতে আছে ! দিলের আঁচে মাথাও গরম।

রাধা। কে ? কি চাই ভাই ? [একটি ছেলে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে]

ছোকরা। [অভিকে] এই যে দাদা একটু সুনতে হবে।

অভি। তার মানে ?

ছোকরা। মানে আবার কি ! হুঁকো দা।

অনন্ত। দাদা তো হুঁকো খান না !

ছোকরা। ধেৎ কি আনসান বকচেন ? হুঁকো দা…হুঁকোদা…চেনেন না ?

অভি। ঠিক জানো, আমাকেই ডাকছে ?

ছোকরা। আই বাস কী অভদ্দো ! 'জানো' কী ? জানেন ! সম্মান দিয়ে কতা বলবেন !…

অভি। ইস্…বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দেবেন।

ছোকরা। ঠিক আছে, ক্ষমা করলাম !

অভি। ঠিক জানেন যে, আমাকেই ডাকা হয়েছে ?

ছোকরা। ঠিক জানবো না মানে ! এ এলেকার সব লোককে আমি জানি… আমনারা এখানে রিহ।পসাল টিহাস্যাল দেন জানিনা ?….আমনিই তো অবিবাবু

শ্যাম। কথাটা অভি। ভ—ভ—ব-নয় ! অ-ভি। উশ্চারণডা ঠিক করা উচিত !

ছোকরা। আইবাস্ এ যে হাই সেকেণ্ডী ইস্কুলে ঢুকে এলাম মাইরি !

অভি। তা আমাকে যেতে হবে কেন ?…. ভাল কথা এ-কে ?

অনন্ত। আপনি কে ?

ছোকরা। বাগদা—আমি বাগদা…

ফাল্গুনী। তা' গলদা, কুচো…ওরা সব কোথায় ?

ছোকরা। গলদা-কুচো… সে কাদের কতা বলছেন ? কচকে আছে—তবে ও স্সালা বুঝিছি ; আমার সঙ্গে ভ্যানতাড়া কসচো ! আমি সে বাগদা…মানে চিংড়ি বাগদা নই।

শ্যাম। হ' দেইখ্যাই বুঝা যায়।

ছোকরা। [অভিকে] কই, চলুন ?

অভি। তা কতদূর যেতে হবে ?

ছোকরা। ঐ মোড়টার কাছে।

অভি। চলুন ; হুঁকোদা যখন ডেকেছেন [অন্যদের] আমি না ফেরা পর্যন্ত কেউ বেরোবেনা। [বাগদার সঙ্গে চলে যায়।]

রাধা। আমার ভাল লাগছে না। তোরা কেউ গেলে পারতিস্ সঙ্গে।

তপন। দরকার বুঝলে ও নিজেই বলতো —

শ্যাম। অ-রে তো নয় বচ্ছর যাবৎ দেখতে আছি— এ্যামন তেমন কিছু হইলে, হুঁকাদাদার খোল নইলচ্যা হে একাই পাণ্টায়ে দিবার তাকত রাখে।

বাসব। হুঁকোদা মালটি কে ?

তপন। হুঁকো ? হুঁকো— [মঞ্চের অপর পাশে তাকায়—রিহার্সালের ঘরে আলো নেভে ! অন্য দিকে অভি আর হুঁকোদা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দূরে ছ'জন রঙবাজ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে—মুখে জ্বলন্ত সিগারেট একসঙ্গে নামে ওঠে। ওদের সকলের মুখ মুখোশ ঢাকা। ভয়াবহ মাফিয়াদের মতন দেখাচ্ছে। হুঁকোদা কিন্তু অত্যন্ত শিক্ষিত রুচীবান বুদ্ধিজীবী।]

হুঁকো। এত কথার পরেও আপনারা এ পাড়া ছাড়বেন না ?

অভি। Certainly not, its a vile submission…মানে…একটা

হুঁকো। হীন আত্মসমর্পন ! অনুবাদের দরকার নেই ; তখন থেকে অনেকগুলো অনুবাদ করেছেন ;

অভি। আপনি ?

হুঁকো। ইংরাজীতে একটা মাষ্টার ডিগ্রী আছে…Calcutta University… অবাক হচ্ছেন, না ?

অভি। আমার অবশ্য ডিগ্রী নেই…অতবড়

হুঁকো। does not matter। দেখুন—আপনি আমাদের established শ্রদ্ধেয় কালচারাল worker-দের যে ভাবে অসম্মান করে বেড়াচ্ছেন….আমাদের সরকার সম্পর্কে openly যে সব adverse remark করে বেড়াচ্ছেন…তাতে আমাদের এলাকার সুনাম বিপর্যস্ত ! কারণ আপনারা এই পাড়াতেই রিহার্সাল-টিহার্সাল দেন।

অভি। Remark গুলো আপনি শুনেছেন ?

হুঁকো॥ সব। আপনার সব নাটকগুলোও দেখেছি। আপনাদের Latest play টা...."সাতরথী" আর produce করবেন না; বিপদ আছে!

অভি॥ ভয় দেখাচ্ছেন?

হুঁকো॥ উহুঁ, আপনার ওপর শ্রদ্ধা আছে, তাই আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি আগে থেকে।...যদিও অন্যায় করছি।...নাটকটা এই পরিস্থিতিতে public moral health-এর ওপর একটা...

অভি॥ তা public moral health-এর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনার হাতে কে দিল? মানে...by what sort of authority...

হুঁকো॥ That's none of your business!

অভি। হুঁকোবাবু...আপনি একজন বুদ্ধিমান, শিক্ষিত যুবক.. আপনি কি মনে করেন আমার নাটকের বক্তব্য বা Remark গুলো অযৌক্তিক?

হুঁকো॥ সামাজিক রীতির বাইরে।

অভি॥ হাজার বছরের পুরোণো....পচাগলা একটা সমাজ তার রীতিনীতির কুষ্ঠধরা আঙুল দিয়ে আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধতে চাইছে—আর...

হুঁকো॥ নিজেদের সব কিছুকে হীন প্রতিপন্ন করাটা কি আপনাদের Latest fashion?

অভি॥ Well said; কথা আপনারা ভারী সুন্দর বলেন। কিন্তু আজ বিজ্ঞানের দৌলতে পৃথিবীর আয়তনটা যেখানে ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে... একটা জাতির সংগে আর একটা জাতির পার্থক্য যখন ক্রমশঃ কমে আসছে।

হুঁকো॥ জাতীয়তা বোধের লেশমাত্র যাদের মধ্যে নেই...

অভি॥ তিরিশের দশকের জার্মানীতে এই ধুঁয়োটা খুব উঠেছিল—জাতীয় চেতনা...

হুঁকো॥ [হঠাৎ ক্ষেপে ওঠে] Shut up! এক চড়ে দাঁত খুলে নেবো—

অভি॥ এইবার ঠিক মিলে যাচ্ছে! অবিকল! আচ্ছা আপনি হাইনেৎস্ লাইপমানের "Fire under ground" ; Jan Paterson-এর "our street" উপন্যাসগুলো পড়েছেন? পড়লে বুঝতেন...আপনার মতন রুচিবান শিক্ষিত ছেলেরা কী করে নাৎসী ফ্যাসিস্তদের খাতায় নাম লিখিয়েছিল [হুঁকো অভির কলার চেপে ধরে। অন্যরা এগোচ্ছে। অভি কব্জীর জোরে হুঁকোর হাত ছাড়ায়। অত্যন্ত শান্ত গলায় বলে চলে]

এই নয়া জুডাসরা একমুঠো রুপোর দামে দেশটার মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে ক্রুশে বেঁচে দিয়েছিল…এক হাতে তারা পবিত্র জাতীয়তাবাদ, আর ফ্যুয়েরারের সম্মানে 'হাইল হিটলার—হাইল হিটলার' করে দুনিয়ার কানের পোকা নাড়িয়ে দিচ্ছিল * আর অন্ধকারে লুকানো হাতটা দিয়ে খুন করছিল নিজের ভাইদের কম্যুনিস্ট আর ইহুদী বলে! ব্ল্যাকলিস্ট করেছিল কিছু সুস্থ মস্তিস্ক লোকেদের নাম…সেই লিস্টের পাঁচ নম্বর নাম ছিল—বের্টোল্ট ব্রেশট! ভয়ংকর বিপজ্জনক এক থিয়েটারওয়ালা! দেখা যাক কার পাঞ্জায় কত জোর।

[এক ঝটকায় দুকোকে ফেলে দেয়। মারপিট চলেছে। এই মারপিট অত্যন্ত ছন্দময় এবং নৃত্যভংগীমায় পরিবেশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই সময় অনেকগুলি পোসটারে খবরের কাগজের হেডলাইন লিখে অনেকে মঞ্চে আছে। পোসটারগুলি রঙীন চটকদার। যে হেডলাইনের দুনিয়ায় আমরা বেঁচে আছি তারই মতন। সংগীতের বিশেষ মুহূর্তে সব পোসটারগুলি ঘুরিয়ে ধ'রে পাশাপাশি দাঁড় করালেই একটি বিরাট ছবির প্যানেল বেরিয়ে আসে। এ ছবি জগৎজুড়ে সামরিক ও পুলিশী নির্যাতনের ছবি। এ ছবির কোনো বিশেষ দেশকাল নেই। মারপিট চলেছে।]

[ক্ষীণশব্দে জাতিয়তাবোধক সংগীত 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' বাজতে থাকবে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি' লাইনটি বিকট এক ঠাট্টার মতন বেজেই চলবে]

[আলো জ্বলতে দেখা যায় মহলা কক্ষ। অভির মাথায়, কপালে —রাধা স্টিকিংপ্লাস্টার লাগাচ্ছে। অন্যান্য সদস্যেরা ক্ষুব্ধ চিত্তে নির্বাক]

রাধা। কখন কোথায় কী বাধাও না···! কী দরকার ছিল মারপিট করার ?

শ্যাম। দরকার ছিল। শিল্পী অভিনেতা মানেই যে 'সখী আমার ধরো ধরো' গোছের কিছু—সেই ধারণাটা শালাদের ভাঙতে হবে !

তপন। এ শালা আজব দেশ ! রবীন্দ্রনাথের মতন পুরুষকেও এরা ললিতলবঙ্গ-লতা বানিয়ে ছেড়েছে।

অভি। আসলে শালারা ন্যাবায় ভুগছে। নির্বীর্যতার জনডিস !...তাই রুগ্ন চোখে দুনিয়াটাকে নপুংসক দেখে। পুরুষ বা নারী কিছুই ধাতে সয়না ! হিজরে ! হিজরে !

শ্যাম। correct ! পৌরুষ নামক বস্তুটি অখন টাকা নামক penis-এ পরিণত হইছে। যার টাকা আছে—হেইয়ার সকল ক্ষমতাই আছে।

অভি। আদি যুগে ক্ষমতা ছিল গায়ের জোর····মধ্যযুগে ইন্দ্রজাল·· আর এখন টাকা ! রূপো ! ঐ রূপোর দরে আত্মা থেকে আত্মজ সবই লেনদেন হয়ে যাচ্ছে !···রূপোর দাঁত দিয়ে বণিক নামক এক দানব দুনিয়াটাকে চিবিয়ে ছিবড়ে ক'রে দিচ্ছে।

[লালমোহন হঠাৎ ঢুকে পড়ে]

লালমোহন। এসেছিলাম !

অনন্ত। আসতে গেলে একটা জানান দিয়ে...

লালমোহন। ...দরকার নেইরে ভাই ! একটা কতা জানাতে এলুম। দু'ঘন্টার ভিদরে আম্‌নারা এ-বাড়ী ছেড়ে দিচ্ছেন !

অভি। মানে ? !

লালমোহন। অতি সহজ ! আজ ঠেঙে এ-বাড়ীতে ওঁরা বসবেন।

অভি। বাড়ীটা কি ওঁদের বাপের ?

লালমোহন। আমার।

শ্যাম। তাইলে তো অগো বাপেরই অইল !

লালমোহন। এ্যাঁ ! এয়ার্কি হচ্ছে ? ফিচ্‌লেমি বন্দো করে বাঁদাছাঁদা এষ্টার্ট্ করুন !

তপন॥ 'আসুন' বললেই আসবো? একটা আইন কানুন দস্তুর নেই? Proper notice সার্ভ করুন……কেন আমাদের যেতে হবে কারণ দর্শান্…?

লালমোহন॥ অতো শতো আমার পোষাবে নে। মোদ্দা ক'থায়: এ পাড়ায় থেটারী বেলেল্লাপনা চলবে নে!

অভি॥ হ্যাঁ—Life-এ যা' বেলেল্লাপনা আপনারা শুরু করেছেন তার পাশে আমাদেরটা আর চলে কি করে?

লালমোহন॥ আম্‌নাদের মাইরী জিব তো নয়—যেন 'খাপে ঢাকা, ব্যাকা তরোয়াল!'….নিন, জিনিষপত্তর গোছান! ঠেলা ডাকুন

বাসব॥ আপনার বাড়ীর বৈঠকখানায় গিয়ে উঠবো?

লালমোহন॥ মানে?

তপন॥ মানে, আমরা এক পা-ও নড়ছি না।

লালমোহন॥ আই ছ্যাকো! বড্ডো ভীরকুটি আম্‌নাদের! সোজা আঙুলে ঘী ওঠে না! চালাকি চলবে না! বাইরে পাগড়াশীডাডা ডাঁইড়ে!…অ পাগড়াশী ডাডাগো!—বাইরে কেন? ভিদ্‌রে এসে দিন।

[পাকড়াশীর প্রবেশ] অই শুনুন—'কি বলে। বলে: যাবো না।

পাকড়াশী॥ না না মাথা গরম করেন না! চলেন! এক্ষুণি!

রাধা॥ কী পাগলের মতন বকছেন? এক্ষুণি যাবো কোথায়?

পাকড়াশী॥ সেটা তো দিদি আমার জানার কথা নয়।

অভি॥ But why? কারণটা কী?

পাকড়াশী॥ আমার জানার কথা নয়। নিন, মাল ওঠাতে শুরু করুন।

তপন॥ উঁহু!

লালমোহন॥ হুঁউ!

অনন্ত॥ এক পা-ও নড়ছি না!

পাকড়াশী॥ তাহ'লে…সখিচাঁদ! [সখিচাঁদ ঢুকেই সেলাম ঠোকে] পনেরো মিনিট দেখকর এইসব মালপত্তর বাহার করদো! আউর সব আদমীকো তৈয়ার রহনে বলো!

রাধা॥ ও—! একেবারে তৈরী হয়েই এসেছেন!

পাকড়াশী॥ উপায় কি বলুন? যা দিনকাল! হা হা…

বাসব॥ হিউমার করলেন বুঝি? হা—হা—

পাকড়াশী। এক চড়ে দাঁত ফেলে দেবো বান্‌-চ্‌……

অভি। থেমে গেলেন কেন? বলে ফেলুন!

পাকড়াশী। তোদের সব কটাকে…, খালি এই মেয়েছেলেটা আছে তাই—

অভি। এই মেয়েছেলেটার জন্যে কোনো সংকোচ করবেন না! এর চেয়ে বহু অশ্লীল মন্তব্য এবং ভাবভংগী এই মেয়েটিকে সইতে হয় আপনাদের অথিয়েটারী বেলেল্লাপনার দৌলতে!

পাকড়াশী। Sorry! ক্ষমা করেন। just…মাথাটার ঠিক নাই! টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স—মানে রাউণ্ড দি ক্লক…

অভি। এ সব নোংরামি কাদের জন্য করছেন? যাদের জন্য করছেন তারাই দেখবেন একদিন আপনাদের ঘাড়ে সব দায়ীত্ব চাপিয়ে…

পাকড়াশী। Correct! একেবারে থ্যাংকলেস জব! রামেও মারে রাবণেও মারে! কারোও মন পাই না!…এবার কিন্তু আপনারা move করেন! নইলে…

রাধা। আমরা নিজেরাই চলে যাচ্ছি, আপনার লোকদের ডাকবার দরকার হবে না।

অনন্ত। কি বলছ দিদি? কোথায়?

শ্যাম। গাছতলায়…। থুড়ি, শেয়ালদা বা হাওড়ার প্ল্যাটফর্মে… ফুটপাথে… যেইখানে এই সভ্যদেশের বহু নাগরিকের ঠাঁই হইছে—আমাগো থিয়েটার-রেও হেইস্থানে লইয়া চল।

অভি। শুনলেন? ভালই হলো। ঘরের চারদেয়ালের আরাম ছেড়ে থিয়েটার এবার পথে নামছে! মিছিলে, ঘেরাওয়ে, শেষ ব্যারিকেডটায় থিয়েটারও এবার সরাসরি গিয়ে দাঁড়াচ্ছে বঞ্চিত পদাতিকদের সারিতে!…উফ্‌! আবার বুকে অসহ্যভার! একটু একটু করে সীসের ভার ভেতরে জমছে
"যাত্রা করো যাত্রীদল এসেছে আদেশ।
বন্দরের বন্ধন কাল এবারের মতো হলো শেষ—"

[আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আলো কমে আসছে। আবছায়ায় পুরো দলটিকে দেখা যায়-জিনিষপত্র নিয়ে হেঁটে চলেছে যেন কোন অজানা দেশের দিকে। পর্দায় projection-এ দেখি: উদ্বাস্তু ইহুদীরা, জার্মান উদ্বাস্তুর দল, পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা—দুনিয়া জুড়ে ছিন্নমূল মানুষদের মেলা। Anger-এর ছবি। প্রতিবাদ-এর ছবি! প্রতিরোধ-এর

ছবি : ভিয়েৎনাম-বলিভিয়া-কংগো-কলকাতা—। হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সংগে সংগে ছবির পর্দা ঝলসে উঠে নিভে যায়। অন্ধকার। প্রথম দৃশ্যের নিঃসংগ সুর আবার বাজছে। আলো আসছে। মঞ্চ প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। অভির রক্তাক্ত মৃত দেহ পড়ে আছে....। অনেক লোকজন ভীড় করেছে। দ্বিতীয় মাতাল বিস্ফারিত চোখে মৃতের দিকে তাকিয়ে। পাকড়াশী, সখিচাঁদ সদলবলে উপস্থিত। রাধা, অনন্ত, শ্যাম, তপন, বাসব—এরা মৃতদেহের কাছে যেতে চাইছে। পুলিশ বাধা দিচ্ছে। সমস্ত দৃশ্যটা রুদ্ধ আবেগে থমথম করছে। পাকড়াশী এককোণে দ্বিতীয় মাতালের সংগে কথা বলছেন]

পাকড়াশী। ইয়ার্কি! মড়া কথা বলছিল!

২য় মাতাল। সত্যি! দিব্যি গেলে বলতে পারি। আমার কাছে সিগ্রেট চাইল .!

পাকড়াশী। চোপ্! সখিচাঁদ, লাশ গাড়ীমে ওঠাও!

সখিচাঁদ। আরে বাবু, য়ে তো ডোমকা কাম হ্যায়!

পাকড়াশী। বাবুলাল তো ছোটবাবুর সঙ্গে পতিতুণ্ডিলেনের বস্তি তুলতে গিয়া। আর ডোম কোথায় পায়েগা এখন ?…চল্ বাবা, চল্!

সখিচাঁদ। লেকিন…

পাকড়াশী। চল্না, বাবা! এতো বাসী মুর্দা নেই হ্যায়! চল্!

[সখিচাঁদ ও আর দুজন সিপাহী লাশ তুলতে যায়]

রাধা। আমি একবার কাছে যাবো? বিশ্বাস করুন—কিচ্ছু করবো না, চুলগুলো চোখের ওপর থেকে একটু সরিয়ে দেবো!

পাকড়াশী। Sorry, রাধাদেবী!

অনন্ত। অভিদা বেঁচে আছে। স্পষ্টো দেখলাম হাসছে!....মরে গেলে ও ভাবে কেউ…

তপন। বোকা ছেলে। [অনন্তর পিঠে হাত রাখে]

পাকড়াশী। Poor chap! I used to like him! কিন্তু একধার থেকে সবাইকে চটিয়ে…! এরকম যে হবে ভাবি নি! চ্চ্ চ্চ্ চ্চ্!

শ্যাম। 'Waste not your pity on him; he has lived without concessions, free in thought and deed...' সিরানো সম্পর্কে Due

de Grammont কইছিল! পড়ছেন, মহাকবি রস্তা-র cyrano de Bergerac? আমাগো অভির প্রিয় নাটক····ছিল····।

পাকড়াশী॥ [সখিচাঁদকে] বডি উঠাও জলদি। [শ্যামকে] না, রস্তা আমি পড়িনি!

শ্যাম॥ হ, আপনে তো পিরান্দেল্লো পড়েন। ইয়োনেস্কো, বেকেট...পড়েন নিশ্চয়ই? [অন্যদের বোঝায়] সিরানো আছিল তলোয়ারের কবি। সে কবিতা বলে তলোয়ারের ভাষায়। যেখানে অন্যায়— সেইখানেই সিরানো আর তার তলোয়ার। তাই একদিন ভাড়াটে গুণ্ডার হাতে···

[সখিচাঁদ ও তার সংগীরা অভির মৃতদেহ তোলায় ব্যর্থ চেষ্টা করছে।]

পাকড়াশী॥ ধেস্‌সালা! অকর্মইন্যের গুস্টি! [পাকড়াশী গিয়ে হাত লাগান। বডি একচুলও নড়ছে না। রাধা ফুঁপিয়ে কাঁদছে! শ্যাম তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। তপন এসে স্নেহ ভরে অনন্ত'র পিঠে হাত রাখে। বাসব আর ফাল্গুনী স্তব্ধ। শম্ভুসেন একটার পর একটা ছবি তুলে চলেছেন। হঠাৎ— মঞ্চের অপর প্রান্তে তাচ্ছিল্যের, করুণার হাসি শোনা যায়। সবাই সে-দিকে ঘোরে। হ্যামলেট! লাশ ওঠাবার ব্যর্থ-প্রয়াস, গলদঘর্ম পুলিশদের দিকে তাকিয়ে সে হাসছে।]

পাকড়াশী॥ What makes you laugh? ক্যাঁই? আমরা মানে all of us···

হ্যামলেট॥ বাংলায় বলুন না? আমি খুব ভাল বাংলা জানি।

পাকড়াশী॥ আমরা এতগুলো লোক মিলে গলদঘর্ম হচ্ছি আর you laughing? হাসছেন? আপনে কে? নাম? কোন্ দেশ?

হ্যামলেট॥ এতগুলো প্রশ্ন একসংগে!

সখিচাঁদ॥ হোগা শালে হিপি কোই...!

হ্যামলেট॥ হিপি নই, বাবা। হ্যামলেট। দেশ—ডেনমার্ক!

[সকলে বিস্ময়ে হতচকিত হয়]

পাকড়াশী॥ মানে To be or not to be/It is the question···?

হ্যামলেট॥ হ্যাঁ।

পাকড়াশী॥ Glad to meat you. How do you do? মানে কেমন আছেন?

হ্যামলেট ॥ ভাল নয়।

শ্যাম ॥ ভাল থাকনের যে কথাও নয়। দুনিয়া জুড়ে ওঁর বুকে যে ক্লডিয়াসের চাকু চলতে আছে।

হ্যামলেট ॥ যা বলেছেন, শ্যামবাবু।

শ্যাম ॥ আমারে চিনেন ! ?

হ্যামলেট ॥ আপনি, অনন্ত, তপন, রাধা, সবাইকে। সেই যে ছেলেটি মারা গিয়েছিল ? ঐ অভি—সবাই—সবাই—

পাকড়াশী ॥ বডি তুলে আপনার সংগে কথা হবে।...বডি উঠাও !

[আবার সবাই লাশ ওঠাবার ব্যর্থচেষ্টা শুরু করে]

হ্যামলেট ॥ পারবে না ! অত ভারী বোঝা ওঠানো যায় ?

পাকড়াশী ॥ স্ট্রেইঞ্জ ! একটা বডির এত ওজন !

হ্যামলেট ॥ হবেই তো ! It's stuffed with lead.

অনন্ত ॥ সীসে ! সীসে ঠাসা !

শম্ভু সেন ॥ ক্যামেরাটায় এক্সরে এটাচ্‌মেণ্ট থাকলে ওর ভেতরের ক'খানা ছবি তুলতাম।

পাকড়াশী ॥ আপনে এইরাতে এখানেও জুটেছেন ? ঘুমটুম নেই ?

শম্ভু ॥ বাঃ, ঘুমুলে চলবে কেন ! সময় নেই ! কতো জায়গায় ছুটতে হচ্ছে। প্রেস ফটোগ্রাফার তো ! দুনিয়ার কাছে রিপোর্ট করতে হবে না ? ডকুমেণ্ট রাখছি ! ডকুমেণ্ট !

পাকড়াশী ॥ উল্টাপাল্টা কথা যতো ! মড়া নিয়েও থিয়েটারী পাগলামি। সীসা ঠাসা !!

২য় মাতাল ॥ আমাকেও বলছিল, ভেতরটায় সীসে জমেছে !

পাকড়াশী ॥ [সকলের মুখের দিকে তাকান। গভীর হতাশায় বলেন] সব কটা মাল খেয়েছে।

অভি ॥ না না ! ওরা ঠিকই বলেছে ! এক বর্ণ মিথ্যে নয়

[মৃতের জাগরণে সকলে বিস্ময় বিমূঢ়। স্তব্ধ-বিহ্বল। কেবল হ্যামলেট হাসছে। অভি সোজা দাঁড়িয়ে উঠছে]

শম্ভু ॥ সাবাশ ! সাবাস্ ! [ক্যামেরা adjust করছে]

পাকড়াশী ॥ আপনি তো... ! মানে.... !

অভি ॥ মরে গেছি ?

শম্ভু ॥ ইস্ রোলটা ফুরিয়ে গেল !

অভি ॥ মানছি না। মৃত্যুটাকে মানছি না !

পাকড়াশী ॥ বুকে, ঘাড়ে, বুলেট খেয়ে মরণটা মানবেন না মানে।

অভি ॥ কী অপমানজনক মৃত্যু—ভাবুন তো ?

পাকড়াশী ॥ মড়ার আবার মান সম্মান কিসের ?

শম্ভু ॥ থাকে। দেখছেন না অপমানের জ্বালায় মরণ থেকে জেগে উঠেছে ?

পাকড়াশী ॥ Shut up you fool !

হ্যামলেট ও অভি ॥ Bloody, bawdy villain,
remorseless, treacherous,
lacherous, kindless villain···

অভি ॥ .. O, vengeance !

পাকড়াশী ॥ না ! এ সব চলবে না ! lie down ! শুয়ে পড়ুন ! বডি নিয়ে যাবো !

শম্ভু ॥ পায়ের তলায় মাটি জ্বলছে ! শোবে কি করে ?

পাকড়াশী ॥ Shut up ! শুয়ে পড়ুন ! মরুন ! নইলে এ্যারেস্ট করবো !

শ্যাম ॥ মরা মানুষরে কি এরেস্ট করা যায় ?

পাকড়াশী ॥ এবার আমি মারবো ! [পিস্তল বার করেন। অভি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঘুরে দাঁড়ায়।]

অভি ॥ মারুন ! চালান, গুলি চালান ! বুক পেতে দিচ্ছি ! মারুন ? মনে রাখবেন—যত গুলী চলবে তত ভারী হয়ে উঠবো ! একটা গুলী চলবে—তার প্রতিধ্বনি ফিরবে সারা দুনিয়া জুড়ে ! চালান গুলী ! দেখবো কত গুলী আছে আপনাদের Arsenel-এ ! চা-লা-ন- !

[অভির গলা ক্রমশঃ উচ্চ গ্রামে উঠছে ! পাকড়াশীর দল যেন ভয় পেয়ে পালাচ্ছে। একটি আলোক বৃত্তে হ্যামলেট ও অভি।]

হ্যামলেট ॥ Now calmdown ! শোনো ; মৃত্যুটাকে মেনে নাও।

অভি ॥ না ! আমি হার মানবো না !

হ্যামলেট ॥ বিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এসে Biology-র লজিকটা অস্বীকার করবে ?

অভি ॥ লজিক ! পেছন থেকে আমার ঘাড়ে ওরা গুলি করেছে, কোন্

লজিকে ? এই বজ্জাত সমাজ ব্যবস্থায় কোনো লজিক নেই। থাকতে পারে না !

হ্যামলেট ॥ আমি তো রইলাম-ই তোমার বার্তা নিয়ে ;...

From this time forth, my thoughts be bloody…
…or be nothing worth !

অভি ॥ Fool ! [ঝাঁপিয়ে পড়ে হ্যামলেটের জামার কলার চেপে ধরে] ওই 'Bloody thoughts'-এর গোলক ধাঁধায় চারশো বছর ঘুরে মরলে তবু শিক্ষা হলো না ! ..বাতাসে বারুদের গন্ধ, হাওয়ায় আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন, পায়ের তলায় মাটিটা রক্তে পিছল !….'Bloody deeds'-এ ক্লডিয়াসরা ডেনমার্ক ছেয়ে দিয়েছে.. এবার কোমর থেকে তলোয়ারটা টানো !

[হ্যামলেটের তলোয়ারটা টেনে নেয়] দেখতে পারছ না— মরচে ধ রে গেছে, ধার নেই ? !

হ্যামলেট ॥ কোনো দিন ছিল কিনা সেটাইতো দেখিনি ঠিক ক'রে ! থিয়েটারের তলোয়ার তো ! ঐ নিয়ে লড়াই জেতা যাবে ?

অভি ॥ হারজিৎটা তো মূদীর হিসেব ! ঐ লড়াইটাই তো সত্যি। ওটাই তো জীবন ! নাটকরা এবার যুদ্ধ যাত্রা করছে : Cyrano de Bergerac নাটক থেকে বলছি :

'I have never fought with hope to win.
…Shall I make terms ? Shall I make
Compromises ?
No ! never ! never !….
Let me fight ! and fight ! and fight !

[শূন্যে উপস্থিত অদৃশ্য শত্রুদের বুকে ক্রুদ্ধ তলোয়ার চালাতে থাকে ক্লান্তিহীন ভাবে। রাধা এসে আটকায়]

রাধা ॥ কি পাগলামি করছো ? বুকে দুটো বুলেটের গর্ত নিয়ে কেউ লড়তে পারে ?

অভি ॥ আমি তো পারছি !

রাধা ॥ না ! ভান করছো !…আমরা তো রইলাম।…কেন কষ্ট পাচ্ছ ?

অভি ॥ এই রকম বীভৎস……রক্তাক্ত……কুৎসিৎ হয়ে তো আমি মরতে চাইনি !

রাধা ॥ রক্ত মেখে—আরও সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায় !

অভি ॥ মৃত্যুকে সুন্দর ক'রে আমায় শহীদ সাজিও না। তোমাদের ঐ শহীদ পুজো ব্যাপারটাই আমার অসহ্য ! মৃত্যু ব্যাপারটাই কুৎসিৎ !

রাধা ॥ শোনো—

অভি ॥ না…আমি শুনবো না। ম'রে আরো স্পষ্ট ক'রে জানলাম জীবনটা সুন্দর। খুব সুন্দর ! এই আলো…রক্তমাংসের স্পর্শ…শব্দ…

রাধা ॥ তুমি বেঁচে ওঠো…

অভি ॥ …গান…কবিতা…

রাধা ॥ বেঁচে ওঠো…

অভি ॥ লড়াই…না…আমি মরবো না…

রাধা ॥ তুমি আর ম'রো না…

অভি ॥ …না আমি মরবো না ! আমার থিয়েটার.. আমার কবিতা…আমার মানুষরা বিকিয়ে যাচ্ছে !…আমি মরবো না !…পুরনো একটা system-এর ভূত আমার দেশটাকে গলা টিপে মারছে !…মরবো না ! . আমার অভিমন্যু, হ্যামলেট আর সিরানোরা মরছে … ! ভাড়াটে গুণ্ডার হাতে আমার ভাইরা মরছে !…আমি মরবো না !…I refuse to die !… আমায় এরা বার বার খুন করেছে—ফ্রান্সে, রাশিয়ায়, বলিভিয়ায়, কঙ্গোয়, ভিয়েৎনামে, ঢাকায়, কলকাতায়…আমি আর মরবো না—

[চারদিক থেকে প্রবল করতালির অভিনন্দন। অভি ক্রুদ্ধ আবেগে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন ঘুরে দাঁড়ায়]

না ! না !…হাততালি চাই না। হাততালি দেবেন না ! এটা নাটক নয় —বিশ্বাস করুন। হাততালি দেবেন না—আমরা মরছি…দুনিয়া জুড়ে হ্যামলেট, অভিমন্যু, সিরানো-রা মরছে বারবার…হাততালি দেবেন না… আমরা মরছি…হিন্দুস্তান জুড়ে আমার ভাইরা মরেছে ..বিহারে, গুজরাটে, অন্ধ্রে, পশ্চিমবাংলায়…আপনার ছেলেরা মরছে …ভাইরা মরছে… হাততালি চাই না…হাততালি দেবেন না… ।

[হঠাৎ অভি পাথরের মূর্তির মতন স্থির হয়ে যায় প্রবল প্রতিবাদের তলোয়ার হাতে। চারিদিক থেকে মেসিন গান, বুটের শব্দ ভেদ করে নয়া গানা বাজছে: 'অব্ উঠা হ্যয় তুফাঁ জমানা বদল রহা হ্যয়্। অব জাগা হ্যয় ইন্সান্ জমানা বদল রহা—।' চলচ্ছবিতে দেখা যায় একটি ভিখারী শিশু উল্লাসে নেচে বেড়াচ্ছে—সংগ্রামী মিছিল—কলকাতা—সুন্দর কলকাতা—কুৎসিৎ কলকাতা—সংগ্রামী কলকাতা]

য ব নি কা

দানসাগর

নাটক : দেবাশিস মজুমদার

এই দশকের সেরা নাটক—৫

প্রযোজনা : থিয়েটার কমিউন

প্রথম অভিনয় :

ঘিসু—নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত
নিতাই—বিশ্বজিৎ বসু
মেধো—দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়
মেধোর বউ—ইন্দ্রাণী মৈত্র
বাঘা—বাসুদেব মজুমদার
গণেশ—অমিতাভ মিত্র/দেবাশিস মজুমদার
নবকৃষ্ণ—চন্দন সেনগুপ্ত
কত্তাবাবু—সুব্রত ভট্টাচার্য
নোনা রায়—তপন সেনগুপ্ত

রূপায়নে :

আলো : পঙ্কজ ধর, অলঙ্করণ : তপন সেনগুপ্ত,
মঞ্চ : দেবাশিস মজুমদার, ধ্বনি : শ্রীপতি দাস,
সঙ্গীত/সম্পাদনা/নির্দেশনা : নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত

[মঞ্চের একদিকে একটি ঝোপড়া, ভিতরে অল্প আলোয় একটি বউ-কে দেখা যায়। প্রসব যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আওয়াজ বেশ জোরেই সমস্ত মঞ্চ জুড়ে আছে। ঝোপড়ার অল্প দূরে আধো-অন্ধকারের মধ্যে একটি বৃদ্ধ, নাম ঘিসু, পরনে অত্যন্ত ময়লা খাটো ধুতি এবং গায়ে ছেঁড়া চাদর জড়িয়ে মালসায় আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে। চোখে মুখে বিরক্তির ছাপ। দেখলেই বোঝা যায় ঘিসু সম্পূর্ণ ভিখিরী না না হ'লেও, তারই কাছাকাছি এক শ্রেণীর লোক।

আগুন জ্বালাবার চেষ্টার মধ্যে ঘিসু মাঝে মধ্যে ঝোপড়ার দিকে তাকিয়ে মেয়েটির গোঙানি শোনে। নিজের মনে কথা বলে :]

ঘিসু ॥ আরে চুপ কর, আস্তে আস্তে চেঁচা। যন্ত্রণায় একেবারে সারা পাড়া জাগাবার ফিকির করেছে। মেয়েমানুষ, বিয়োনোর সময় একটু সহ্য সহিত নেই। পেটে একটা দানাপানি নেই···এতো জোর পায় কোত্থেকে কে জানে! নিশুতি রাত, পাড়ায় শালার একটা কুকুরওতো চেঁচায় না! শুধু এক গোঙানি শোনো বসে বসে। না-না, ধিৎকার ধরে গেলো জীবনে। মেধোটাও এখনো আসছে না। খাবার জোটাবার ধান্ধায় সে বেটা যে সটকেছে সেই সন্ধ্যেতে আর ফেরার নামটি নেই। আমি শালার শ্বশুর হয়ে কি করবো? একলা রাতে বাপের মন নিয়ে যদি তোর ঘরে ঢুকি সারা পাড়া চিলের মতো উঁকি দেবে না? সব বজ্জাত! বিপদে-আপদে একটা আধুলি ঠেকাবার মুরোদ নেই কিন্তু একটু আমিষের গন্ধ ছড়াও অমনি সব এসে হাজির। না-না, তুই বড় বে-আক্কেলে মেয়েছেলে! ঘর বলে একটা দানাও রাখিসনি, আরামে বসে দুটো খাবো তারও উপায় নেই। কারো কাছে দুটো পয়সা কর্জ চাইতে যাও সব মুনিঋষির মতো জ্ঞান দেবে : 'কাজ করে খাও'। 'কাজ করে খাও' কাজের পাল্টা নেই, ক্ষমতা তো নষ্ট হয় নি তোমার। আরে, হ্যাঁ-রে বাবা, তাতো হয়-ই-নি। কাজ করলে কি আর নিজের হকের ধন এমন করে চাইতে যেতাম? অসময় বলেই না একটু-আধটু চাওয়া।

[বাইরে থেকে কাশির শব্দ শোনা যায়]

কে-রে মেধো ? পেয়েছিস ?

নিতাই ॥ আমি নিতাই।

[ঘিসুর পরিচিত নিতাই। বস্তিরই ছেলে। বছর ২৬।২৭ বয়স। উপস্থিত অল্প মাইনের একজন শ্রমিক, বেশ-বিন্যাস ও চেহারায় তা স্পষ্ট। নিতাই ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ঘিসুর কণ্ঠস্বর ও চেহারার বদল ঘটে। একটু তোষামুদে গলা।]

ঘিসু ॥ নেতাই। তাই বলি এতো শান্ত হয়ে ঢুকলো কে !

নিতাই ॥ কাজ-ফেরতা তোমার ঘরে কেমন আওয়াজ পেলাম কাকা, কোনো বিপদ-আপদ না কি ?

ঘিসু ॥ অসময়ে রে নেতাই। একেবারে বাজ ভাঙা বিপদ পড়েছে মাথায়, গভ্ভ যন্তরনায় মেধোর বউটা আছরি-বিছরি খাচ্ছে—কি যন্তরনা !

নিতাই ॥ তা তোমরা ছুটো প্রাণী ঘরে বসে, মেধোটাকে তো একবার পাঠালেও পাত্তে, জ্ঞাতির একটা মেয়েছেলে এলেও সুসার হ'তো। বউটার এমন কষ্ট…

ঘিসু ॥ মেধো ? সে হারামজাদা সেই যে সাঁঝ বেলা খাওয়ার জোটানোর ধান্দায় (হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে)…না না গেলো না। বল্লে মুঙ্গী দাইকে খবর দি। এমন তো আর চুপ কোরে বসে থাকা যায় না বাপ। আমি বলি যাবি ? তবে যা।

নিতাই ॥ মুঙ্গী হাড়ি ?

ঘিসু ॥ হ্যাঁ, ঐ মুঙ্গী হাড়ি।

নিতাই ॥ তা সে দাইতো পয়সা ছাড়া নড়ে না। গাঁশুদ্দু কজ্জ করছো, পয়সাটা পেলে কোথ্থেকে ?

ঘিসু ॥ পাওয়ার অপেক্ষায় কি আর এমন সময়টায় কেউ থাকেরে নেতাই ? মেয়েটার পেথম সন্তান—বাপের মন আমার একেবারে আকুলি-বিকুলি হয়ে আছে। তা এখন মনে হয় সে দাই বেটি নিশ্চয়ই পয়সা নিয়ে হল্লা লাগিয়েছে। তোর কাছে বরং দু-চার পয়সা থাকলে নেতাই দে—আমি একবার ঘুরে আসি।

নিতাই ॥ আগে থাকতে কাজ-কামিন করে দুটো পয়সা ঘরে রাখলে অসময়ে

তবু একটু কাজে লাগতো। খালি ধার-কর্জের ধান্ধা না করে মেধোটাওতো কোনো ফুরনের কাজ জোটালে পারতো!

ঘিসু॥ ফুরনের কাজ জুটিয়ে দিতিস কি তুই? এক রোজের কাজ জোটাতে দশ দিন বাবুদের লাথি খেতে হয় জানিস না? নিজে তুই এমন মিলের জামা গায়ে দিয়ে মেধোর গতরের দোষ ধরিস হারামজাদা!

নিতাই॥ তা' বলে পয়সাতো আর অমনি অমনি আসবে না।

[বউটির গোঙানি শোনা যায়]

ঘিসু॥ সব জানা আছে আমার। ভর সন্ধেয় দাওয়ায় এসে উপদেশ মারাবি না। গরীবের ঘরে শালা বয়সের যৈবনশুদ্ধ ধারকর্জে খচ্চা হয়ে গেল, আর জ্ঞাতিগুষ্টি আপনার রক্ত হয়ে তুই দেখিস বাড়তি পয়সায় ট্যাঁকশাল।

নিতাই॥ এই রাত বিরেতে দাই না পেলে কিন্তু মুস্কিল হয়ে যাবে।

[নিতাই বউটির ঘরের কাছে গিয়ে দেখার চেষ্টা করে]

ঘিসু॥ খুব মুস্কিল! খুব বিপদ—এইতো বসে বসে অসময়ের ভরসা ভগবানের কথা ভাবছিলাম, তায় তুই এলি টপ করে।

[নিতাই বউটির দিকে সহানুভূতির চোখে তাকায়। ঘিসু হঠাৎ নিতাইএর ব্যাপারে উৎসুক হয়ে ওঠে]

তা চাকরী পেয়ে নেশাভাঙ্ ছাড়লি না কি নেতাই?

নিতাই॥ এঁ্যা!

ঘিসু॥ মুখের বিড়িটা একটু দে। তা চাকরী যে পেলি সে কি তোর মাস-মাইনে, না—

[নিতাই বিড়িটা ঘিসুকে দেয়]

নিতাই॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ, এ হ'লো গিয়ে মিলের একেবারে পারমানেন্ট চাকরী, মাসের পয়লায় টাকা—

ঘিসু॥ তবে তো সে পুন্নিমের চাঁদ। একবার তাকে দেখতে পাবি, আর বাকি মাস শুধু ক্ষইতেই থাকবে, অবশ্যি উপরী থাকলে গাঙের স্রোত—

নিতাই॥ মানে?

ঘিসু॥ মানে উপরী হ'লো গিয়ে তোর নদীর জল। পুন্নিমে-অমাবস্যায় জোয়ারভাঁটা খেলবে বটে কিন্তু জল শুকোবে না।

[বউটির গোঙানি বাড়ে। দুজনে কয়েক মুহূর্তের জন্ত সোদকে তাকিয়ে থাকে। ঘিসু বিড়ির দিকে মন দেয়]

নিতাই ॥ সত্যি! মাইন্‌সের জন্মেরও যতো কষ্ট, মৃত্যুরও তাই; সে দেবতা হলেও তাই। নইলে অতো বড় ভীষ্ম একবারে মরতে পারলো না বলে তীর বিঁধে পরে রইলো পনেরো দিন!

ঘিনু ॥ তবে

নিতাই ॥ মানুষের কি আর কষ্টের শেষ আছে?

ঘিনু ॥ তা এমন সরল কথা বোঝে কে? এরই মধ্যে খালি নিজের নিজের বাই। নিজেকে নিয়ে ভাবনা। এই যে তোর কাছে আমার দু-চার পয়সার কজ্জ, তা কি এই বিপদের সময় চাইবি?

নিতাই ॥ কজ্জের কথা এখন আর তুলছ কেন। আমি চাইলেই কি তুমি তা দিতে পারবে?

ঘিনু ॥ আরে না দিলেও কি আর আমি ও পয়সা নিয়ে স্বগগে যাবো? তাতো না; এ ধরিত্তিরের পয়সা ধরিত্তিরে রইল।

নিতাই ॥ তা রইল, কিন্তু আমার---

[বউটির গোঙানী ঘিনুকে বিষয়ান্তরে যেতে সাহায্য করে]

ঘিনু ॥ আরে মাগীতো আচ্ছা জ্বালায়। তখন থেকে ঘ্যাঙোর ঘ্যাঙোর লাগিয়েছে—দু'টো শান্তিতে কথা বলতে দিবি না—না'কিরে— ।

নিতাই ॥ বোধ হয় বেশি কষ্ট হচ্ছে।

ঘিনু ॥ হচ্ছে তো কি হবে. সহ্য করুক। তোর কাকী ঐ মেধোকে বিয়োনোর সময় তিনদিন মুখে হাত ঢুকিয়ে রক্তারক্তি করেছে, তবু একটিবারের তরে সতীলক্ষ্মী বউ আমার টের পেতে দেয়নি কোথ্‌থেকে কি হয়ে গেলো। কত বড় আত্মা ভাব—কত বড় আত্মা— । আহা সে মেয়েছেলে আর ধরিত্তিরে জাতিস্মর হয়ে ফিরে আসবে না—নেতাই। এ-মেয়েছেলে আলাদা—আজ কাল সব নতুন হচ্ছে—আলাদা।

[বউটির গোঙানিতে নিতাই চঞ্চল হয়ে ওঠে]

নিতাই ॥ এভাবে চললে কিন্তু বিপদ্‌-আপদ হয়ে যাবে কাকা, মতিপিসিকে ডাকবো? মেয়েমানুষতো', তবু কিছু সুবিধে -

ঘিনু ॥ তার আর দরকার হবে না। যাঁর দয়ায় এই সব হচ্ছে তিনিই শান্ত করবেন। তুই-আমি ভাববার কে? হ্যাঁ তা, যা বল্‌ছিলাম—তোর কজ্জের কটা পয়সা—

নিতাই ॥ সে না হয় এখন থাক—

ঘিসু। (উদাসকণ্ঠে) তবে থাক। আ-হা মানুষের বিপদে দুটো ভালো কথাই-তো ধম্মের মন্তর। ঠিক কি না, নিতাই?

নিতাই। তা ঠিক।

ঘিসু। বিপদে আপদে যদি প্রতিবেশীকেই না করলি তবে সে-পয়সা কামিয়েই বা কি লাভ?

নিতাই। এঁ্যা—

[ওদের কথার মধ্যেই দূরে চৌকিদারের কণ্ঠস্বর শোনা যায় 'জা-গো—' ক্রমশঃ স্বর স্পষ্ট হয়। মঞ্চের একপ্রান্ত দিয়ে তাকে চলে আসতে দেখা যায়।]

চৌকিদার। ঘিসু—বাড়িতে আছিস তো?

ঘিসু। (বিনীতভাবে) হ্যাঁ গো—এইতো জ্ঞাতির সঙ্গে সুখ-দুঃখের আলাপচারি হচ্ছে গো।

[চৌকিদার নিস্ক্রান্ত হয়। 'জা-গো—' স্বরও ক্রমশঃ দূরে শেষ হয়ে যায়]

ঘিসু। খোঁজ নিতে এয়েছিলো বাপ-ব্যাটায় ঘরে আছি কি না।

[বউটির গোঙানির তীব্রতায় নিতাই ঘরটির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘিসু তা লক্ষ্য করে প্রসঙ্গ বদল করে]

ঘিসু। নেতাই, এদিকে আয়। থাপ্পা দিয়ে বস। একটা বিড়ি দে। চিন্তার রাত সে কি আর শেষ হয়! ছেলেবেলায়—বুঝলি নেতাই—যখন বাপ মরে—সেই রাত্তিরেই গেলুম শ্মশানে। ভয়ে কোনোদিকে তাকাতে পারি না, তা আকাশের দিকে চেয়ে ভাবলুম, না হয় তারা গুণে গুণেই শেষ করি। জারুল গাছ—স্পষ্ট মনে আছে শ্মশানের শেষে ছিলো একটা জারুল গাছ—সেই গাছটার মাথা থেকে শুরু করে যখন পশ্চিমের দিকে এগোচ্ছি…ওমা, গুনতির মধ্যে থেকে দেখি বড় বড় তারাগুলো কখন একে একে খসে যাচ্ছে। তা ক'টা তারা গেলো তার হিসেব জুড়তে গিয়ে দেখি এপাশে কটা তারা আছে তার হিসেব গুলিয়ে যায়। এপাশ মেলে তো ওপাশ মেলে না—এ আরেক বিপদ। তখন তো কচি বয়স, তা ধুত্তোর বলে শুয়ে পরলাম। এমন ভাখ দিকি এপাশে বউটা কাতরাচ্ছে আর মেধোটাও কতো রাত করছে—

নিতাই। এই রাতবিরেতে মেধোটা আবার কোথাও আট্‌কা পরলো না তো? এত সময় দাইটার ঘরে করেই বা কি?

ঘিসু ॥ পয়সার জন্যে মেধোটাকে আবার সে মাগী ধরে রাখেনিতো রে ?

নিতাই ॥ কাজ করলো না—কিছু না, অমনি অমনি ডাকতে গেলেই ধরে রাখবে ? আর মেধোটাও তো আচ্ছা বোকা, দাইটাকে না পাবিতো চলে আয়—ঘরে এসব যন্তরনা।

ঘিসু ॥ আহা। তোর মনটা বড় নরম রে নেতাই !

[বউটির গোঙানির শব্দের মধ্যে অল্প সময় চুপ করে থাকে নিতাই]

নিতাই ॥ আসলে কি জানো কাকা, এই আওয়াজ শুনলে কেমন যেন মায়ের কথা মনে পরে যায়। আমার জন্মেও তো এমন কষ্টটা ছিলো ·······

[গোঙানীর মধ্যে বোধ হয় বউটির মুখে মাছি ঢোকে—]

কাকা, খালাসের একটা ব্যবস্থা দেখলে হয় না, বউটা কেমন যেন কাতরাচ্ছে, শেষে যদি কিছু একটা হয়।

ঘিসু ॥ তুই এমন উতলা হচ্ছিস নেতাই যেন তোর ছেলে বিয়োতেই বউটার এতো কষ্ট। এ হ'লো গিয়ে তোর নিয়মের বাঁধা টেইম—সে টেইম-টুকু তুই দিবি না ?

[ক্রমশঃ দূর থেকে কাছে কয়েকটি কুকুরের ডাক শোনা যায়, মনে হয় কাউকে তাড়া করে নিয়ে আসছে। প্রায় দৌড়ে মেধো মঞ্চে প্রবেশ করে, ঘিসুর মুখোমুখি দাঁড়ায়। পেছনে নিতাইকে দেখতে পায় না। হাঁপাতে থাকে]

ঘিসু ॥ আরে আস্তে, আস্তে। বিপদে আপদে এতো ছুটো-দৌড়ী করলে চলে ?

মেধো ॥ চলে তো না। কিন্তু তাড়া করলে বাঁচে কে ? ঝুড়ির ভেতর হাত ঢুকিয়ে জুটো বাড় করতেই বাজারের কুকুরগুলোর এমন চেঁচানি—যে শালার পুলিশ ডেকে হাজতে দেবার মতলব।

[ঘিসু কথা ঘোরাবার চেষ্টা করে]

ঘিসু ॥ আহা গেসলিতো তুই মুক্তি দাইকে খবর দিতে, —তা তাকে পেলি ?

[মেধো কথা বুঝতে পারে না। ঘিসু ওকে আড়াল করে।]

মেধো ॥ ঘরে পেলাম মানে ? সারা সন্ধে ডাক করে থেকে শেষে এই রাতে বাজারের চাতালে পরে থাকা বস্তার মধ্যে কোনো রকমে হাত ঢুকিয়ে জুটো নিয়েই সটকেছি। শালা !

নিতাই ॥ মুক্টীদাই—দুটো নিয়ে সট্‌কেছিস্‌…মানে ?

[মেধো নিতাইকে দেখে ঘাবড়ে যায়]

মেধো ॥ হ্যাঁ—তাইতো, দুটো…মানে ?

[ঘিসু কথাটাকে আড়াল করে]

ঘিসু ॥ দুটো মানে দুটো। এক আর একে দুই—দুটো। মুক্টীর সমথ মেয়েটাও তো দাই—তাই বোধ হয় সরল ছেলে আমার মা-মেয়েকে দুটো বলছে! কি রে মেধো তাই তো ?

মেধো ॥ হ্যাঁ। তাইতো।

নিতাই ॥ তা কোথায় গেস্‌লি যে কুকুর তাড়া করবে ?

[মেধো কথা বলতে গেলে ঘিসু তাকে থামিয়ে দেয়]

ঘিসু ॥ আরে বাবা করবে—করবে—করবে। আসতে না আসতেই হাজার কথা জিগ্যেস করতে লেগেছে। সমস্ত পথ অন্ধকার! কুকুরের চোখ ছাড়া এ পথে আর কিছু জ্বলে ? তুই আবার এই রাতে ফিরবি—আমার আবার ভাবনা হচ্ছে।

নিতাই ॥ আমি তো যাবো এখান থেকে এখানেই।

ঘিসু ॥ তা ঠিক, সেখান থেকে এখানে। তা হ্যাঁরে মেধো, সে দাই আবার টাকা পয়সা নিয়ে খুব হৈ-হল্লা করলে—বিপদের কথা বল্‌লি ?

মেধো ॥ বলে দিয়েছি একদম সাফ্‌-সাফ্‌। তুই এখন কাজ করে যাবি তারপর তোর পাওনা মেটাবো গুণে গুণে। বাপ-ব্যাটার হাতের কাজতো জানিসই—কোনো কষ্ট নেই।

ঘিসু ॥ তুইতো সব বল্‌লি যা বলার। কিন্তু তবু তো তোকে ছাড়লো না। পয়সাকড়ি চাইলে, চেঁচামেচি করলে—(মিথ্যেটায় আর একটু রঙ চড়িয়ে) তোকে তো বেঁধে রেখেছিলো—

মেধো ॥ না-না। আমি কি অতো কাঁচা নাকি ? খুবসে বলে দিয়েছি—একদম চুপ।

নিতাই ॥ তা দাইটাকে নে'এলি না ? এখনই তো সময়।

মেধো ॥ সে বল্‌লে পল্‌কা বুঝেই চলে আসবে। আগেও না পরেও না।

ঘিসু ॥ হাতে দুটো পয়সা থাকলে মেয়েটার এই যন্ত্রনার সময় একটা ডাক্তার -বদ্যিও না হয় দেখানো যেতো—

মেধো ॥ ডাক্তার বদ্যি না হাতি! কে কবে ওষুদ পায় ?

ঘিসু। তুই থাম। বিপদের সময় পয়সাকড়ির দরকার বোঝে না—বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে কর্জও করতে পারিস। পরে না হয় না খেয়েই শোধ দিতুম।

[ক্রমাগত ইশারায় নিতাইকে দেখিয়ে যায় ধার চাইবার জন্যে]

মেধো। এই রাত-বিরেতে ধার করেই বা কি লাভ? রাতের বেলায় কোনো বস্তি বেটাই বিছানা ছাড়বে না।—

ঘিসু। না ছাড়বে না—; সব গেয়ে রেখেছে তোকে। পয়সার লোভে যুধিষ্ঠিরের মতো দেবতা জুয়ো খেলে বউ দিলো ছেড়ে, আর এ-বস্তি বিছানা ছাড়বে না। বউটার এমন যন্ত্রনা আর কি সহ্য করা যায় রে নেতাই? এই সময় বন্ধুকে একটা বুদ্ধি-টুদ্ধি দে।

নিতাই। মেধোতো বলেছে মুঙ্গী হাড়িকে খবর দিয়েছে, বাকিতেই কাজ করবে, ওকে আর কথা বলে লাভ?

ঘিসু। লাভ? তবে তুই একবার ঘরে গিয়ে বউটাকে ভাখ না নেতাই, আর একবার ভাখ—।

মেধো। না—না, অতো আর কাউকে ভাবতে হবে না। আমার বউ-এর কষ্ট আমি ঠিক বুঝি।

ঘিসু। হারামজাদা সংসার বোঝে না, বউ-এর কষ্ট চিনছে। নেতাই, মেধোটা আমার সরল ছেলে। তুই নিজেই একটু খবরদারী কর। আমার মতো তোর মনটাও উতলা হয়েছে।

নিতাই। কিরে মেধো দাইটাকে আর একবার দেখবি না কি?

মেধো। দূর্! তুই ছাড়তো। সোহাগ দেখিয়ে সন্ধে রাতটাই নষ্ট করার ধান্ধা।

নিতাই। কাকা, তাহলে আমি ঘরেই রইলুম। দরকার হলে ডেকো।

মেধো। না-না কোনো দরকার নেই। তুই চলে যা—চলে যা—

নিতাই। দরকার হ'লে ডাকিস কিন্তু— [নিতাই চলে যায়]

মেধো। কি আর দরকার! তুই যা তো।

ঘিসু। চলে যা—চলে যা, তুই যা তো! তুই হয়েছিস একটা আজন্ম মুখ্যু। এতো করে তোকে বাঁ চোখে ডান চোখে ইশারা মারলুম, তা একেবারে ভ্যাবা-গঙ্গার মতো দাঁড়িয়ে শুধু উল্টো উল্টো কথা। বিপদের সময় নেতাই এর মনটা যে ভাবে ভিজিয়েছিলুম, তা ঐ হাত দিয়ে এবারের মতো ঠিক কিছু গলে যেতো। অকম্মা কোথাকার। সুযোগটা দিলি ছেড়ে।

মেধো ॥ নেতাই শালা হারামীর গাছ। আমার বউ-এর সঙ্গে ওর যতো ফুসুরফুসুর। কাল সাঁঝেও ঘরের দোরে বসে নেতাই বউটার সাথে ফোসলানোর মন্তর পড়েছে।

ঘিসু ॥ ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা, এমন রাত পুইতে দিলি? এখনইতো শরীরটা নরম ছিলো। ঠিক গরম দিলেই টুপ কোরে জল গলে যেতো। আমি সেই রাস্তাই ধরেছিলুম—দিলি তুই সব নষ্ট করে।

মেধো ॥ না-না। ও শালা আমার বউ-এর সাথে পিরীত করবে আর আমি কি হাওয়া ফুঁকবো? এ মাগীটারও নজর ছিলো ঐ নেতাইটার দিকে।

ঘিসু ॥ তা থাক্ না। এ ক'দিন তো ঘরে লক্ষ্মী, কোনো লাট-ঘাট চলে না। এই সময় যদি নেতাইকে একটু গড়িয়ে দিতিস, ঠিক কিছু না কিছু বেড়িয়ে আসতো।

মেধো ॥ তা এসেছিলই বা কেন এই রাতে?

ঘিসু ॥ এসেছিল আর কেন! বিপদ্-বিপদ্ আছিলা, তোর বউটাকে একবার চোখে দেখে, কজ্জের টাকা চাইবার মতলবে ছিলো। তা প্রথম থেকেই এমন দুঃখের ভুজুং দিতে শুরু করেছি যে আর কোনো ফাঁক দিইনি শালার কথা বলার। তার ওপর আবার সব্বক্ষণ মেয়েছেলের আওয়াজ পাচ্ছে গরম—গরম—একদম চুপ। দু-চার পয়সা কামিয়ে বাবু হবার চেষ্টা, তার ওপর আবার তোর বউ-এর সঙ্গে পিরীত। মেধো, নেতাই আর সরল কথা সোজা কোরে বলতে পারবে না, আমাদের হাতে হাতেই খেলবে। তুই একটু তক্কেতক্কে থাকিস।

মেধো ॥ সে তুমি খেলাও গিয়ে।

ঘিসু ॥ তুই খেলাবি না?

মেধো ॥ না—

[মেধো কোচর থেকে দুটো আলু বার করে]

আর একটু হলে নেতাটাই দিয়েছিলো ভজিয়ে। নজর কোরে দুটো আলু আনলুম তা জানতে পারলে ঠিক শাপান্ত করতো!

ঘিসু ॥ সন্ধে রাত থেকে বেড়িয়ে এই দুটো? এখন শালা বাপরে ভুজুং—।

মেধো ॥ তবে না তো কি? এতেই বলে কুকুরের তাড়ায় দিক্-বিদিক্ ছুটছি, তার ওপর আবার আনাজঅলা গুলো বস্তার ওপরই শরীর এলিয়ে থাকে। শালা ধরতে পারলেই চিত্তির!

ঘিসু ॥ তা বেশ করেছিস। এখন ছাথ দিকি আর ক'টা কাপড়ে-চোপড়ে লুকিয়ে আছে—

মেধো ॥ আনলুম আমি. আমি জানিনা কটা আছে—

ঘিসু ॥ সে তো জানিসই। তা ভুল হয় না মানুষের? কাপড়টা ঝাড়া দিয়ে ছাথ না—খুলে ফেল না কাপড়টা—আমিতো বাপ, আমার কাছে লজ্জা কি? ছাথ না হয়তো আরও দু-একটা পেয়ে গেলি!

মেধো ॥ না—না। সে রাতে নিজে একটা ভুট্টা কাপড়ের তলায় সরিয়েছিলে বলে এখন আমায় সন্দেহ? বউটা রাতে ডেকে না ছাথালে তো জানতেই পারতুম না।

ঘিসু ॥ ও বেটি নষ্ট চরিত্রের দেখিস না তোকে রেখে নেতাই-এর সঙ্গে পিরীত করে—

মেধো ॥ দু'দিন যাক না ও শালীর হাড় গুঁড়োবো কিন্তু ভুট্টাভাগে আমাদের বেলায় আদ্দেক আদ্দেক. আর নিজের কাছে পুরো?

ঘিসু ॥ নয়তো কি তোকে পুরো! সমথ ছেলে, কোথায় বুড়ো বাপকে বসে বসে খাওয়াবে, তা নয়, বখরা নিয়ে মেয়েছেলেটার কথায় ঝগড়া করচে। দূর করে দেবো। বার কর আলু। মেধো—বার কর।

[মেধো কোচরের একটা অংশ চেপে কিছুটা দূরে সরে যায়। বোঝা যায় ওখানে কিছু আছে। ঘিসু ওকে ধরতে যায়]

মেধো ॥ বউটা ঘরে কাতরাচ্ছে। রাত-বিরেতে যদি খালাস হয়, তবে ওকেওতো দিতে হবে না কি? দু দিন ধরেই পেট খালি।

ঘিসু ॥ ও-বাবা—! বিয়োনোর পর মাগ কি খাবে তার চিন্তায় ভাতারের ঘুম নেই। আমাদের যেন মাগ ছিলো না; তুই আকাশ থেকে পয়দা হ'লি। শালা কার ছেলে কার পেটে তার নেই ঠিক—

মেধো ॥ (চিৎকার করে) চুপ—

ঘিসু ॥ চুপ? চুপ কিরে হারামজাদা। দে—দে বলছি—

মেধো ॥ ন'—দেবো না—

[ঘিসু মেধোকে আক্রমণ করে আলু ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। দুজনের চিৎকার। একসময় মেধোর কোচড় থেকে একটি আলু নিচে গড়িয়ে পরে। বউটির যন্ত্রণার গোঙানি শোনা যায়]

ঘিসু ॥ (আলুটি নিয়ে) ওরে, দে—দে। বউটাকে যে খাওয়াবি, তা

আলুটাকে পুড়িয়েওতো রাখতে হবে না কি? বুদ্ধি তোর দিনের পেঁচা, খালি উল্টোদিকে নজর!

[ঘিনু আলু তিনটে নিয়ে মালসার কাছে যায়। বহুদূর থেকে শোনা যায় 'চোর' 'চোর' চিৎকার]

—তা যাকগে আয়—এদিকে আয়। মালসাটায় একটু ফুঁ দে—

[মেধো ঘিনুর কাছে আসে, আলুক'টা পোড়াতে সাহায্য করে]

ঘিনু॥ এখন যা দিকি একটা বকফুল নিয়ে আয়।

মেধো॥ এই রাতে বকফুল?

ঘিনু॥ তাতে কি। সারাদিনের পর একটু মুখে দেবো তাও যদি মুষ্টু না হয়…। যা—না, ঐ মাচানের থেকে দু'টো ফুল নিয়ে আয়।

মেধো॥ এই রাতে?

ঘিনু॥ রাতে না তো কি? দিন পর্যন্ত মালসায় আগুনে পেট জুড়োবো? যা—না—নিয়ায়—

[মেধো ঘরের পিছনের দিকে এগিয়ে যায়। 'চোর'-'চোর' চিৎকার স্পষ্ট হয়]

মেধো॥ বাপ, হল্লা শুনতে পাচ্ছ? এ পাশে এক কাণ্ড হচ্ছে।

ঘিনু॥ কাণ্ড?

মেধো॥ কুসুমের ঘরে পরপুরুষের হল্লা চলে—

ঘিনু॥ ও, আর তুমি দাঁড়িয়ে এই রাতে নয়চা মেয়েছেলেটার কেচ্ছা মারছো?

মধো॥ না—না। চুরি চামারির মতলব ছিলো মনে হয়। সব বাঘার নাম বলে।

ঘিনু॥ বাঘা? শালার আবার এখানে লাইন—চুপ! চুপ!! শালার খচ্খচ্ করে কেরে?

বাঘা॥ আমি।

ঘিনু॥ আরে আমিটা কে? নিজের কাছেতো সবাই আমি।

[বাঘাকে বেড়ার আড়াল থেকে উঠে আসতে ভাখা যায়। দেখলেই বোঝা যায় চোর]

ঘিনু॥ বাঘা! তুমি শালার এখানে এসে লাইন মেরেছো। কুসুম হ'লো গিয়ে এ পাড়ায় কত্তাবাবুর বাঁধা মেয়েছেলে, আর তার ঘরেই সিঁদ—

বাঘা॥ তা কে জানবে যে সে বেটী রাতের বেলায়ই জেগে থাকে?

ঘিসু ॥ যার রাতের বেলায় কাজ কারবার সে কি দিনের বেলায় তোকে নিয়ে জাগবে? তুই পারবি? তা এ-পাড়ায় কার দুয়ারে পাঁচটা পয়সা হচ্ছে তারতো গন্ধ ঠিকই পেয়েছিস। নে, এবার আমাকে কিছু দিয়ে যা।

বাঘা ॥ চুপ। হল্লা শালার এ পাশেই আসে, আমায় মাইরী বাঁচাও। মেধো ছাখ না—

মেধো ॥ ন্ না—না—। একটু আগেই শালা কুকুরের দল শুঁকে রেখেছে আমায়। আমাকে আবার ফাটকে ভরে দিক আর কি।

বাঘা ॥ এই দাওয়ায় ধরা পরলে কিন্তু তোদেরও সন্দেহ করবে—

ঘিসু ॥ এ্যাঁ—সন্দেহ কোরবে! বাপ বেটায় চোর বলে দুহাত চেপে ধরে থাকবো না! কাল কুসুমকে ফুসলুতে পারলে পাঁচটা পয়সা বকশিস্—। আর বাবুর মনে ধরলে উপরি আয়।

মোধো ॥ তবে শালার ধরেই রাখি।

বাঘা ॥ ঐ ছাখো সব ছুটে আসছে—

ঘিসু ॥ মালের ভোগ তুই কোরবি আর পাপের ভাগ আমার?

বাঘা ॥ কালীর মাথার দিব্বি। কাল যদি পয়সা পাই ঠিক তোমায় দিয়ে যাবো।

ঘিসু ॥ দিবি?

বাঘা ॥ হ্যাঁ—

ঘিসু ॥ তবে যা, ঐ ঝোপড়ার আড়ালে পড়ে থাকবি। ঘরে মেধোর পোয়াতি বউ, নড়াচড়া করলে মাগী কিন্তু চেঁচাবে।

[বাঘা লুকিয়ে পড়ে। হল্লাটা ক্রমশ জোর হয়। দৌড়ে গণেশকে মঞ্চে ঢুকতে দেখা যায়। হাতে লণ্ঠন ও লাঠি।]

গণেশ ॥ কা-কা? কাকা বাঘাকে দেখেছো?

ঘিসু ॥ কাকে?

গণেশ ॥ বাঘা—বাঘা—

ঘিসু ॥ না—না। ঐ বাঘা-ফাগা-কুকুর বেড়াল এখানে থাকে না। তুই ছাখ না।

গণেশ ॥ আরে বাঘা, বিষ্টুপুরের বাঘা—

ঘিসু ॥ ও—বাঘা, মানে ঐ রাঘবেন্দ্র বেড়া—

গণেশ ॥ আরে হ্যাঁ।

ঘিস্থ ॥ আরে কি হয়েছে রে গণ্‌শা ?

গণেশ ॥ কুসুমের ঘরে সিঁদ কেটেছে।

ঘিস্থ ॥ তবে তো সব্বনাশ হয়েছে। কত্তাবাবুর কিছু চুরি গেছে না কি ?—এই মেধো কুসুমের ঘর থেকে আলো নিয়ে এগিয়ে ছাখ না—

গণেশ ॥ শালা দৌড়ে এদিক দিয়েই গেছে।

ঘিস্থ ॥ এদিক দিয়ে গেছে ?

গণেশ ॥ হ্যাঁ।

ঘিস্থ ॥ ও দিক দিয়ে যায় নি ?

গণেশ ॥ না।

ঘিস্থ ॥ দৌড়েই যখন গেছে, তখন থাম্‌কা তুই আমার উঠোনে থমকে দাঁড়ালি কেন ?

গণেশ ॥ তোমরা এতো রাতে জেগে কেন ?

ঘিস্থ ॥ বসে আছি মেধোর বউটার জন্যে। ওর আবার ভরা সময়। তা জেগে থেকেও পাড়ার কোনো উপকারতো করতে পারলাম নারে গণ্‌শা।

মেধো ॥ তবে দাও না কেন ধরিয়ে—

ঘিস্থ ॥ কাকে ? তোকে ?

মেধো ॥ আমায় কেন ?

গণেশ ॥ কি বলছিস ?

ঘিস্থ ॥ আরে ও আর কি বলবে, একটা পাগলা ছাগলা। বলছে আমার হাতে একটা কাঠ জেলে ধরিয়ে দাও, সারা পাড়া ঘুরে দেখি।

গণেশ ॥ ন্‌-না-না। তুই থাক, আমি বরং যাই।

[গণেশ 'চোর' 'চোর' চিৎকার করতে করতে চলে যায়]

ঘিস্থ ॥ ধরতে পারলে খবর দিস, আমার আবার গেরস্তের মন, বিপদ্‌ দেখলেই বুক কাঁপে।

[গণেশ চলে গেলে ঘিস্থ মুখে আওয়াজ করে, বাঘা বেরিয়ে আসে]

বাঘা ॥ এই মেধোটা এখনি দিয়েছিলো ফাঁসিয়ে—

ঘিস্থ ॥ এখনতো ফের বেঁচে আছিস বাঘা। পয়সা কড়ি কিছু রেখে তুই চলে যা।

বাঘা ॥ পয়সা-কড়ি রাখবো কি ? বল্লুম না সিঁদ কাটতেই মাগী চেঁচালো—

মেধো ॥ একি তোর পেথম বউনি না কি? শালা সেই সন্ধে রাত থাকতে ক্ষেপ মারছিস আমি জানি না?

বাঘা ॥ মাইরী বলছি একটা পয়সা নেই—বল্লুমতো কাল দেবো—

ঘিসু ॥ কাল-কাল মহাকাল। এখন আমার দুযেযাগের রাত, ঘরে মেয়েটা গোঙাচ্ছে। এখন—তখন যদি কোনো ছেলেপুলে হয় তার মুখ দেখতেও তো একটা চম্‌কানো আধুলি চাই না কি? সকলের তোর মতো মান-সম্মান নেই ভাবিস?

বাঘা ॥ এতো মহা বিপদ দেখি।

ঘিসু ॥ আরে বিপদ-আপদ ভগবানের খেলা। ওকে কি গ্রাহ্য করলে চলে? নে পয়সা বার কর।

বাঘা ॥ আরে আমার একটা বেরোনোর উপায় করো, তা নইলে যাই কি করে?

ঘিসু ॥ যাবি? পালাবি কোথায়—চারদিকে পুলিশ—

মেধো ॥ রাস্তায় ফের শতখানেক কুকুরও আছে।

ঘিসু ॥ তার চেয়ে যা আছে আমার কাছে রাখ।

বাঘা ॥ তিন দিন পেটে একটা দানাপানি নেই, শালা তোমার কাছে রাখার আমার আছেটা কি? ধরে যদি এমনি ধরুক।

ঘিসু ॥ চেঁচাস নি বাঘা—সব্বনাশের নজর তোর।

বাঘা ॥ কে কার সব্বনাশ করে? আমায় কেউ খেতে দেবে?

ঘিসু ॥ শালা তোর খাওয়ার ভাবনা কে করে রে? উল্টে চোর বলে ধরে দিতে পারলে আমাদের দুটো পয়সা হবে।

বাঘা ॥ ঘিসুদা মাথা ঠাণ্ডা করে কথা বলো, এখন শালা আমার বিপদ্ বলে হয়ে গেলুম শত্তুর!

ঘিসু ॥ সব শালা শত্তুর! সোহাগ করে আপনার 'জন' ভাথাও। নিজের পেছনে কাপড় নেই, ভায়ের বিয়েতে শয্যাদান! মেধো, বাঘাটাকে চোর বলে ধরে দিলে কত্তাবাবু পয়সা দেবে।

মেধো ॥ তবে ধরো না কেনো, গণশা বলে হাঁক মারি?

বাঘা ॥ সাবধান মেধো, আমার হাতে লোহা আছে। অনত্থক রক্তা-রক্তি হবে।

ঘিসু ॥ বাপ-বেটায় দুজনে আছি—শালার পোহায় কে ভয় পায়? ঐ পোহা আজ তোর গোয়ায় যাবে।

[বাঘাকে ধরবার জন্যে ঘিসু ও মেধো দু-দিক দিয়ে এগিয়ে যায়। বাঘা প্রথমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে হঠাৎ আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে কেঁদে ফেলে এগিয়ে আসে। ঘিসু ও মেধো কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ায়। ঘিসু একা বাঘাকে ধরতে এলে—বাঘা দৌড়ে পালিয়ে যায়। ঘিসু পড়ে যায়]

ঘিসু ॥ যাঃ! শালার পালিয়ে গেলো। উঃ—বাপরে! পাছার হাড় বোধ হয় আর আস্ত নেই। বাঘাটা যদি এখন ধরা পড়ে তো শালা খুব লোকসান হয়ে যাবে।

মেধো ॥ কখন বল্লুম ভজিয়ে দাও। তা তুমি উদাসী রইলে—

ঘিসু ॥ ভাবলুম দু-চার পয়সা মারতে পারলে আর বাড়তি ঝামেলায় যাই না—

[মেধো মালসার কাছে গিয়ে আলু দেখে]

মেধো ॥ এই মেরেছে! আলুগুলো আবার যে সেদ্ধ হয়ে গ্যালো...

ঘিসু ॥ তুই সর—তুই দূরে যা। দেখি আমি দেখি। কে জানে আবার পচা-টচা বেরয় কি না!

মেধো ॥ আমারটা দাও না—আমি নিজেই ছাড়িয়ে নি।

ঘিসু ॥ তুই পারবি না, হাত পুড়ে যাবে।

মেধো ॥ এ্যাঁ—হাতপুড়ে যাবে?

ঘিসু ॥ আচ্ছা তুই সেই সঙ্গে থেকে ঘর-ছাড়া, আর ঘরে অমন বউটা সারাদিন তোলপাড় করছে—একবার চোখের ছাখাও দেখলি না?

মেধো ॥ (আলুর দিকে তাকিয়ে) ও দেখে আর কি হবে? কিছু হ'লে কি আর শুনতে পেতুম না?

ঘিসু ॥ তা যা-না, যন্তরনায় একটু হাতটাও বুলিয়ে দিয়ে আয় না। তুই সোয়ামী—তুই গেলে কোনো দোষ হবে না।

মেধো ॥ তার চেয়ে তুমি আলুটা ভাগ করেই দাওনা—একেবারে খেয়ে গিয়ে বাস।

ঘিসু ॥ মেয়েটা কষ্টে আছাড়ি-বিছাড়ি করছে, আর তুই যাবি আলু খেয়ে? ওরে মড়া পেত্নীর নজর লাগলো কি না সেটাওতো দেখবি?

মেধো ॥ আমি যাবো না। আমার ভয় করে। তুমি যাও।

ঘিসু। মর্। ওকি আমার বউ নাকি? আমার বউ যখন মরে, আমি তিনদিন তার শেয়র ছেড়ে নড়িনি তুই জানিস? যা না, যা—এট্টু সময়ের জন্তি যা—

[মেধো আলুর দিকে চোখ রেখে ঘরের দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে থাকে]

—ও কি! উল্টো হাঁটলে পড়ে মরবি যে। তুই সোজা হয়ে যাবি না? তবে আয়, আলু নে, ভাখ সমান ভাগ করছি কি না!

[ছুটি পাত্রে আলু ভাগ করে দেয় ঘিসু। মেধো সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে। বউটির অল্প অল্প গোঙানি শোনা যায়। মেধো ও ঘিসু খেতে শুরু করে]

মেধো। দূর! শালার বউটার যদি কোনো বাপ-ভাইও থাকতো, তবু না হয় একটা খচ্চা করানো যেতো!

ঘিসু। তা বিয়ের পর ডগমগ করে যে ছদিন ঘুরে এলি, সে কোন্ শালা?

মেধো। সে তো কবে পটল তুলেচে। মনে নেই, একদিন হু'জনে কাজ থেকে তিনটে টাকা নিয়ে ঘরে ফিরে দেখি বউটা আছড়ি-পিছড়ি কাঁদছে। মাংসটা খুব করে রাধলে বটে কিন্তু দাদা মরেছে বলে খেলেনা একটুও। ছু'জনেই মেরে দিলুম।

ঘিসু। খুব রেঁধেছিলো। খুব রেঁধেছিলো। সেই বোধ হয় শেষ মাংস খাওয়া নারে?

[মেধো মাথা নাড়ে]

—খাওয়া-দাওয়া শালার পিথিবী থেকে উঠে যাচ্ছে।

মেধো। এর সঙ্গে যদি একটু লঙ্কা আর নুন হতো না, স্বাদ একেবারে পাল্টে যেতো।

ঘিসু। সে-সব স্বাদের দিন চলে গ্যাছেরে মেধো—। কত্তাবাবুর বিয়ের খাবার এ-পাড়ায় কি আর কোনোদিন হলো।

মেধো। আচ্ছা! আগে নাকি গিন্নীমার দিকে নজর দিলে মানুষ কানা হয়ে যেতো!

ঘিসু। কানাও হতো—বোবাও হতো। সব শালা মুচ্ছো যেতো। কি ছুধে আলতায় রঙ্! আর কি যে তার মহিমা—বিয়ের দিন পেন্নাম কোরে

দাঁড়াতেই একটা কোরে সিকি ধরিয়ে দিলে হাতে-হাতে। সে যে কি মহিমা মেধো! ক্যালেণ্ডারের ফটো খুঁজলেও অমন পাবি না।

মেধো॥ তুমি দেখলে সব?

ঘিসু॥ দেখলুম মানে? বার-বাড়ি থেকে অন্দর পর্যন্ত নিজের লোকের মতো পনেরো দিন শুধু ঘোরাঘুরিই করলুম—হাওয়ায় ম'-ম' করছে কত রকম ঘি আর মশলা গন্ধ! চার পাশে লাল লাল ফুলকো লুচির যেনো মহোচ্ছব লেগে গেছে।

[বউটির রুগ্নকণ্ঠে চাপা গোঙানি শোনা যায়]

—বউটা আবার আওয়াজ পাল্টালো কেনোরে মেধো:

মেধো॥ এ-আওয়াজ কি বউ-এর না কি। কুকুর বেড়ালের গড়গড়ে স্বর-মনে হয়। তা তুমি সেই লুচি একটা আধটা খেয়েছিলে?

ঘিসু॥ একটা আধটা কি রে? ও লুচি তো ছিলো এলে বেলে!

মেধো॥ এলে বলে—?

ঘিসু॥ হ্যাঁ। কেউ কি আর গুণে গেঁথে সে.সব খেযেছে? আরে গিন্নীমারা বেড়াল-কুকুরকে ঐ লুচি খাওয়ায়। তবুতো তোকে বরযাত্রীর কথা বলিনি এখনো!...

মেধো॥ বরযাত্রী গেসলে তুমি?

ঘিসু॥ যাবো না, আমি না গেলে গেরামের কেউ যাবে ভেবেছিস? সে কি ভোজ! জীবনে আর একটা অমন খেলুম না। তোকে একবার চোখে ছাখাতে পেলেও শান্তি হতো।

মেধো॥ দূর, না খেলে আর দেখে কি লাভ?

ঘিসু॥ তা ঠিক। কন্নেপক্ষ সব্বাইকে পেটভর লুচি খাওয়ালে। ছোট বড় কোনো ভেদাভেদ নেই। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা লুচি। তার সঙ্গে তিন রকমের শাকভাজা, ছটো রসা-রসা তরকারী, মাছের মুড়ো দিয়ে ডাল.......

মেধো॥ লাল ঝোলের আলু দিয়ে মাংস...

ঘিসু॥ আরে মাংসতো এখনো অনেক দূরে, তার আগেই নানা রঙের এমন সব জিনিস আসতে লাগলো, তার নাম জানা দূরে থাক, চোখেই ছাখেনি কেউ—

[বউটির আর্তনাদের মতো গোঙানি শোনা যায়। মেধো একবার ফিরে তাকায়]

—কিসের আওয়াজরে? বউটা যেন একটু বেশী নড়ে-চড়ে।

মেধো॥ মনে হয় ঐ ডোবাটায় ফের সাপের মুখে ব্যাঙ পড়েছে—

ঘিসু॥ তা অকল্যাণটাকে মেরে আয় না।

মেধো॥ এই রাতে ফের মাদী সাপটা আমায় ধরুক। আলুটাওতো খাওয়া হয় নি। যা গরম···

ঘিসু॥ তুই কীরে মেধো, এঁ্যা! বিপদে একটু তাড়াতাড়ি খেতে পারিস না?

মেধো॥ দুর ছাড়োতো, বাইরে কি হচ্ছে তার ভাবনায় ঘরের সময় নষ্ট। তা তোমরা সেই বরযাত্রী—নেমন্তন্নে চেয়ে চেয়ে খেলে, না?

ঘিসু॥ চেয়ে চেয়ে কিরে? পরিবেশনের রকমতো দেখিস নি, বারণ করলে শুনছে না, হাত চেপে ধরলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পাতে দিয়ে দিচ্ছে—গরম গরম লুচি, দই, মিষ্টি, পাঁপড়। চার রকমের চাটনি—আহা, সে যে কী আস্বাদ, তোকে কি বলব! যা খুশি চাও, যত খুশী খাও। শালা মানা করবার কেউ নেই।

মেধো॥ তুমি শালা খুব লোভী আছো—খুব সাঁটিয়েছিলে, না?

ঘিসু॥ তা মিথ্যে বলিসনি বাপ। খাবার পাশে জল পর্যন্ত দেয়নি, পাছে জল খেলে, আসল খাওয়া কম হয়ে যায়। মুখ ধুয়ে উঠতেই এলাচ দেওয়া পানের খিলি। কিন্তু পান খাবে কে? আমিতো দাঁড়াতেই পারলুম না। চট্ করে কম্বল পেতে শুয়ে পড়লুম। দু-খিলি পান অবিশ্যি নিয়ে রাখলুম, তাও ঐ মনোহর বল্লে বলে।

মেধো॥ আজকাল আর কেউ অমন ভোজ খাওয়ায় না।

ঘিসু॥ কে খাওয়াবে। সে মানুষও নেই আর কালও নেই। এখন সব ব্যাটা কিপটেমি শিখছে। বে-থায় খরচ করে না, ক্রিয়াকর্মে খরচ করে না—খালি হাত টান। আ মর, খরচ করবি নাতো দু'হাতে যে লুটছিস, সে মালগুলো ধরবে কোথায়। লোটবার বেলায়তো কিপ্‌টেমি নেই।

মেধো॥ তা তুমি কতগুলো নেমন্তন্নর লুচি খেলে? এক কুড়ি হবে?

ঘিসু॥ এক কুড়ির বেশি।

মেধো॥ আমি হলে খান পঞ্চাশেক সাঁটাতুম।

ঘিসু॥ আমি কি পঞ্চাশখানার কম খেয়েছি না কি? তখন কি চেহারা কি গড়ন!

[বউটির বিকট গোঙানি শোনা যায়]

ঘিনু ॥ তোর বউ-এর নিশ্চয়ই পেত্নীর নজর লেগেছে। সারাদিন তোলপাড় করছে। যা না, একবার দেখে আয় না।

মেধো ॥ দেখতে গিয়ে শালার পেত্নী আবার আমায় ধরুক !

[ঘিনু খাওয়া শেষ করে, মুখ ধুয়ে আসে]

ঘিনু ॥ তোর মা যেদিন মারা যায় মেধো, আমায় একটি কুটোও কেউ খাওয়াতে পারেনি। শেষতক মাল্তীর মা এসে বল্লে : মাথার কিড়ে ঘিনুদা খাবে চলো। আমি বল্লুম, তুই যদি মাথার কিড়ে তুলে নিস্ তো খাই। আহা কি আটোসাঁটো মালতীর মা। আমাকে ধরে নিয়ে গেলো মাল্তীর মা— [হঠাৎ মেধোর দিকে নজর যায়]—থাক্। হাঁ করে আর বাপের কিত্তি-কথা শুনতে হবে না।

[আবার বউটির গোঙানি শোনা যায়]

—কি হলোরে মেধো, ঘরে আবার কুকুর টুকুর ঢোকেনিতো ?

মেধো ॥ সব্বক্ষণইতো বসে আছি, ঢুকবে কোন পথে ?

ঘিনু ॥ উত্তরদিকের দরজাটা যে খোলা, ওখান দিয়ে ঢোকেনিতো আবার ? এ-আওয়াজটা কেমন যেন কুকুরের মনে হলো।

মেধো ॥ কুকুরের আওয়াজ ! আমি ভাবলুম বউটাই গোঙাচ্ছে বুঝি।

ঘিনু ॥ অবিশ্যি ঘর থেকেই আওয়াজটা এলো। তা সময়ের মুখে তো। একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাচ্ছে আর কি ?

মেধো ॥ বিয়োতে পারবে তো ?

ঘিনু ॥ (হাইতুলে) পারবে—পারবে। ওর মধ্যে কেরামতিটা কি !

(ঘিনু নিজের ধুতি বিছিয়ে শুয়ে পড়ে—হাই তোলে।)

মেধো ॥ তুমি ঘুমোবে ?

ঘিনু ॥ না, ঐ একটু গড়িয়ে নেবো আর কি !

মেধো ॥ রাত-বিরেতে যদি কিছু হয়—

ঘিনু ॥ দূর। সেতো আমি রইলুমই। কিছু হলে সকালে উঠে দেখবি। তুই-ও একটু গড়িয়ে নে—

[মেধো খাবার থালা দুটো তুলে রেখে দেয়। বউটির কাতরানি বাড়তে থাকে। মেধো শুয়ে পড়ে। নৈশকালীন ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়। দূর থেকে একটা বেগবান বাতাসের শব্দ ঝোপড়ার পেছনের বাঁশঝাড়ের মাথায় কাঁপতে থাকে। এখন নৈঃশব্দ। কালো

এক অপচ্ছায়ার মতো কি যেন ধীরে ধীরে এসে মেধোর বউ-এর ঘরে ঢোকে—আবার বেরিয়ে যায়। মেধোর বউ কি স্পন্দনরুদ্ধ ? বাতাসের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে অপচ্ছায়াটি মিলিয়ে যায়। মেধোকে বোবায় ধরে। সে একটু ন'ড়ে ওঠে।]

ঘিসু ॥ মেধো—এই মেধো—বোবায় ধরলো নাকি ? পাশ ফিরে শো—বুকের ওপর থেকে হাত নামিয়ে শো।

[নৈশকালীন 'শব্দতরঙ্গ' ধীরে ধীরে সব কিছু ছেয়ে ফেলে। ধীরে ধীরে পর্দা।]

[ঝোপড়ার মধ্যে বউটির মৃতদেহ দেখা যায়। সারা মঞ্চ জুড়ে থাকে মৃত্যুর স্তব্ধতা। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে শোনা যায় মেধোর কান্না। নিতাই ও গণেশকে দেখলে বোঝা যায় তারা শবযাত্রার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু সমগ্র আবহাওয়া ও পরিবেশে সৎকারের ব্যবস্থা দেখা যায় না। ঘিসু বোধ হয় জোর করে আনা গাম্ভীর্য বজায় রাখে।]

নিতাই ॥ গণেশ, জোগাড়-যন্তরটা ভাখ ; নয়তো লাশ তুলতে ফের বেলা হয়ে যাবে।

গণেশ ॥ তবে চ'। খাট কিনে, দুটো লোক ডেকে বেরিয়ে পড়লেই হলো। ভোর ভোর লাশ বার করতে পারলে, রোদ বাড়ার আগেই ফিরে আসা যাবে।

নিতাই ॥ খাট আর ঘাট-কাপড় কিনতে হবে কাকা, তারতো একটা ব্যবস্থা দরকার।

[ঘিসু কোনো উত্তর না দিয়ে গম্ভীরভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে]

গণেশ ॥ আরে ঘরে কিছু থাকলে আগে তাই বার করো। মেধো, আর বসে বসে কিছু হবে না। চ'—যা আছে এখন তাই দিয়ে জোগাড় দেখি।

মেধো ॥ আমায় কি করতে হবে বল না। পয়সা কড়ি নেই—কিন্তু দাহ খচ্চার কটা টাকা যদি কেউ কর্জ দেয় তো শেতলা মায়ের দিব্বি, শোধ করে দেবো। শেতলা মায়ের দিব্বি।

ঘিসু ॥ আমিও বল্লুম মা মনসার দিব্বি—ঠিক শোধ করে দেবো।

নিতাই ॥ এই রাত বিরেতে টাকা চাইতে যাবি কার কাছে? নিজেরা একটা ব্যবস্থা করলে তবেই কাজ চলবে।

গণেশ ॥ তবে তুইই দে না কেন টাকা, সব কিনে কেটে আনি।

ঘিসু ॥ এতে দোষ নেইরে নেতাই, তুই হলি জ্ঞাতিগুষ্টি—আপনার জন। বউটার সঙ্গে তোর ভাব-সাবও ছিলো। বিপদে-আপদে দাদা দাদা বলে ছুটে যেতো। তা তুই যদি খচ্চা খরচ মতো কর না।

মেধো ॥ এখন ঠ্যাকাটা পার কর। আমার বউ-এর দাহ-খচ্চা ঠিক রোজ খেটে, ভিক্ষে করে শোধ করে দেবো।

নিতাই ॥ শোধের টাকা কে চাইছে? এখন খচ্চার অতো টাকাইতো আমার কাছে নেই।

গণেশ ॥ নেতাইয়ের কাছে যখন টাকা নেই তবে তো এ-শালার লাশ উঠবে বলে মনে হয় না। আমি চললুম।

ঘিসু ॥ (ক্রুদ্ধভাবে) লাশ উঠবে না মানে? তুই কি ভাবিস লাশটাকে বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসব? বউটা বেঁচে থাকতে ফুর্তি-ফাত্তা, আর মরে যেতেই হাতটান! নেতাই! ভোর থাকতেই একটা সুরাহা কর, বেলা বাড়লে কিন্তু তোদেরই কষ্ট। আমার কিছু নয়।

নিতাই ॥ আমার কাছে দু-টাকা আছে।

ঘিসু ॥ দু-টাকা! আর নেই?

নিতাই ॥ না।

ঘিসু ॥ দুটাকায় কি হবে? দুটাকায় কি সব খচ্চা মিটবে মেধো?

[নবকৃষ্ণ ঢোকে। গ্রামের একজন উঠতি-পয়সার স্বার্থান্বেষী প্রৌঢ়। থানার দালালও বলা যায়। এই লোকটিকে কেউই পছন্দ করে না। কিন্তু ভয় করে সবাই।]

নবকৃষ্ণ ॥ কিসের খচ্চারে ঘিসু?

ঘিসু ॥ এ কি! নবদা, তুমি এই ভোররাতেই আমার দাওয়ায়?

নব ॥ রাত বলে কি আর সব্বনাশটা আটকাতে পারলিরে? সেতো এই আমার আসার আগেই হাজির হয়েছে, তা এমন বিপদ্‌টার সময়ে খোঁজ নেবো না তোদের?

ঘিসু ॥ না-না, কি যে বলো—তোমরা হলে মানী লোক। এমন ছোট দোরে তোমায় কি মানায়?

নব ॥ আরে সৃষ্টির সময় ভগবান কি তোর দোরটা খাল্লা রেখেছিলো—যে পা রাখলে পাপ হবে? এ-আপদে একটা ব্যবস্থা না দেখলে নিজের কাছেই রেহাই পাবো ভেবেছিস?

গণেশ ॥ আর ঐ জন্যেইতো কার বিপদে কোন জমিটা হাতে আসে তার হিসেব থাকে তোমার হাতে।

নব ॥ কে রে! গণেশ? তা তুইও তো দেখছি খচ্চার ফর্দ বেশ ধরতে শিখেছিস বাপ। আর জলের লড়াই করিস নাতো জমির জন্যে? হুজ্জুতে এবার থানায় নিলে আর কিন্তু ছাড়বে না, একটু সামলে চলিস। তা হ্যাঁরে ঘিসু, মেধোর বউটা নাকি মরেছে?

ঘিসু ॥ সেই যন্তরনাতেই তো বাপ-বেটায় হা-পিত্তেশ করছি—

নব ॥ হা-পিত্তেশ করে কি হ'বে ?—এমন অমঙ্গলটায় একটু শরীর নাড়িয়ে দেখবি না কোথ্থেকে কি পাওয়া যায় ? মেধো ওঠ বাপ্—ওঠ, কাঁদিসনি, এসে যখন পরেছি উপায় একটা হবে, ওঠ। আরে নিতাইও আছো দেখছি। কতক্ষণ—ভালো তো ?

নিতাই ॥ চলে যাচ্ছে।

নব ॥ যাবেইতো। তুমি কি আর সে ছেলে আছো! মিলের যন্তরে গতর খাটাও, কাঁচা টাকায় পকেট ভরো। তা হ্যাঁরে ঘিসু, এই শুকনোর দিনে নিতাই তোকে দিলো না কি কিছু খচ্চা-পাতি ?

ঘিসু ॥ কোথায় দিলো ? বলে পকেটে আছে দু-টাকা—তাতে কি আর খচ্চা মেটে ?

নব ॥ দুটাকা! যুবতী মেয়ের শরীর পোড়াতেই কাঠ যায় দু-পোণ বেশি। তার ওপর আবার তেমন তেমন মিত্তু হলে পাঁচ কাহনের মানত-মানসিক। ঘিসু, চট্‌পট্ যা হোক কর, সুয্যির আলো হামলে পড়লে—গ্রামের লোক কিন্তু—এ-লাশে আমিষের গন্ধ শুঁকবে বলে দিচ্ছি।

ঘিসু ॥ আমিষের গন্ধ !

নব ॥ আরে একটা সন্দেহে পাঁচজন কথা কইলে বাসি লোক তাই বিশ্বাস করে; এটা বুঝিস না ?

মেধো ॥ বউটা পোয়াতি ছিলো। পেটের ভেতর ছেলে নিয়ে শেষ হয়েছে। দ্যাখোনা কতো রক্ত--

নব ॥ রক্ত! ডেলিভারি কেসে এত রক্ত ? কই দে'খি—দেখি—

[নবকৃষ্ণ ঝোপড়ার মধ্যে ঢুকে পরীক্ষা করে একজন পুলিশের মতোই]

—এতো রক্তই। তবেতো যা ভেবেছি তাই। দেশে-গাঁয়ে পোয়াতি কখনো মরে দেখেছিস ? রাস্তা-ঘাটেই সব আকছার বিয়োচ্ছে না ? এই ঘিসু, আয়—এদিকে শোন—আরে গ্রামের লোক সব বলা বলি করে ঐ মেধোর বউ-এর সঙ্গে নিতাই-এর কেমন 'লবটব' না কি সব ছিলো···

ঘিসু ॥ এই গেরনে তুমি আমার কেচ্ছা ছড়াচ্ছো নবদা ?

নব ॥ আরে কেচ্ছা কি রে ? নিতায়ের একটা চাকরী জুটেছে মিলের ঘরে। তা তোকে তো একটা ফুটো কড়িও ঠেকায় নি। এই বেলা ওকে দে না কেন ফাঁসিয়ে, টাকা পাবি হাত ভরে।

ঘিনু ॥ কথাটা মন্দ বলনি নবদা, তবে কিনা ওকে ফাঁসিয়ে আমি টাকা পাবো কোন পথে ?

নব ॥ সে ভাবনা না করে ভরসা রাখ আমার ওপর। যা বলি শোন, বেলার-দিকে নিতায়ের মিলে গিয়ে কেঁদে পড়বি মালিকের পায়, বলবি—নিতাই পোয়াতি মাগীর ওপর অত্যাচার করেছে সেই জন্যি এমন মিত্যু।

ঘিনু ॥ এই কথাটা বলবো ? এর জন্যি মিল-মালিক কেন আমায় টাকা দেবে ?

নব ॥ মালিক কেনো ? নিতায়ের চাকরীটা খেতে পারলে আমি তোকে টাকা দোবো। লেখাপড়া করা কাগজ আছে দুটো, আঙুলের টিপছাপ দিয়ে দিবি। ব্যাস।

ঘিনু ॥ তা'লেই নেতাইয়ের চাকরী যাবে, এঁ্যা ?

নব ॥ হ্যাঁ।

ঘিনু ॥ আমি বলি কি নবদা, নেতাইয়ের চাকরী গেলে ঐ ফাঁকে মেধোটাকে ঢুকিয়ে দাও মিলে। তুমি না হয় পাঁচ টাকা কম দিও।

নব ॥ আরে আমিও তো মেধোর কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু ঝামেলা জুড়ে দিয়েছে ঐ ভাগ্নেটা। বোনাইটা মরেছে আজ তিনমাস। ভাগ্নেটা ঘাড়ের ওপর বসা, তা ওরও একটা ব্যবস্থা চাই না কিরে ?

ঘিনু ॥ ও—। আমার বাড়ির কেচ্ছা গাইবো—আর তোমার ভাগ্নে চাকরী পাবে ?

নব ॥ তা তুইও তো টাকা পাবি। আজই দশ আগাম নে, কাজ হ'লে বিশ-টাকা নগদ। কেমন রাজী ?

ঘিনু ॥ রাজী—কিন্তু আরো দশটাকা বেশি দিতে হবে। সঙ্গে শীতের কম্বল আর তোমার মতো একটা নতুন সার্ট।

নব ॥ কিন্তু বাপ বেটায় খোলসা করে নেতাইয়ের কীর্ত্তিকথা বলতে হবে, মনে থাকে যেন।

মেধো ॥ না, না। এই বউ-এর কেচ্ছায় তোমরা লাভ কুড়োবে, আর সারা গেরাম বলবে আমার বউ কুলটা।

ঘিনু ॥ চুপ কর, দাহ খচ্চার একটা ব্যবস্থা করছি তাতেও ফ্যাঁকড়া—

মেধো ॥ মিথ্যে এই মড়া শরীরটায় নেতাইয়ের দাগ ধরিয়ে দাহ করবে ?

নব ॥ এই মেধো চুপ কর্।

মেধো ॥ চুপ করবো? আমার বউ-এর কেচ্ছা ছড়িয়ে—ঐ মিলের কাজে নিজের ভাগ্নেকে ঢোকাবে, আর জাত-গুষ্টি ঘর নষ্টের ঝাঁটা মারবে আমার বউ-এর নামে।

নব ॥ তোর বউ-এর সঙ্গে নিতাইয়ের আশনাইটা ছিলো, তা কে না জানে—এখন আবার দাওয়া ভর্তি রক্ত!

নিতাই ॥ নবদা এই রাতে আর কেন বাজে কথা বলছ।

নব ॥ বাজে কথা? তুমি একটা নষ্ট চরিত্তিরের পুরুষ আমি জানি না?

নিতাই ॥ কী বলছো শালা ভেবে বল।

নব ॥ ভেবে বলব? মেয়েছেলে নিয়ে ফুর্তি করো, আর আমার পেছনে আওড়া?

নিতাই ॥ আর একটা মুখ খিস্তি করলে শালা এক ঝাপটায় বসিয়ে দেবো এখানে—

[নিতাই উত্তেজিত অবস্থায় নবকৃষ্ণের দিকে এগিয়ে গেলে গণেশ ওকে ধরে রাখে। ঘিসু নবকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে।]

নব ॥ এ্যাঁ—ভয় দ্যাখাচ্ছিস? ঘিসুটা একটু নরম হলেই দিতুম তোমায় বাঁশ ঠেলে। পরের বউ-এর সঙ্গে আশনাই?

নিতাই ॥ আশনাই? শালা মেরে তোমায় আজই চিতেয় তুলবো—

ঘিসু ॥ আরে, কি হচ্ছে কি—একি ঝামেলা!

নব ॥ তুমি আমায় মিত্যু দ্যাখো হারামজাদা? পরের ঘরের মেয়ে বউ ফোঁসলাও আমি জানি না। ঐ থানায় ভরে তোমায় ধোলাই দিলে তবে ঠিক হবে। বজ্জাত কোথাকার!

[ক্রুদ্ধ নিতাই নবকৃষ্ণকে আক্রমণের চেষ্টা করে। ঘিসু গণেশকে বাধা দেয়।]

ঘিসু ॥ আরে কি বিপদ—আমার সব্বোনাশের ওপর আবার একি জুড়লে তোমরা···আরে থামো থামো—এই নবদা, মাইরী তোমার পায়ে পড়ি, চলে যাও···

নব ॥ শালার ছোটলোকের দোরে এই জন্যে আসতে নেই। হারামীর ঝাড়। নিতাই, আর একদিন এই কাজ করলে তোমাকে একেবারে বারো বছরের কেসে ফাঁসাবো মনে রেখো।

[নবকৃষ্ণ চলে যায়]

ঘিসু ॥ আমার দাওয়ায় দাঁড়িয়ে এটা কিন্তু ভাগ করলি না নেতাই।

নিতাই ॥ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখ খিস্তি করলো. সেটা শুনতে পাওনি ?

ঘিসু ॥ অতো যদি তোর রক্তে গরম, বোঝা-বুঝিটা থানায় গিয়ে করলে হতো না ? শালা যতো কেত্তন আমার ওপর ?

গণেশ ॥ ফাঁসিয়ে দিলে কিন্তু বাঁচবিনা নেতাই। এ-হলো গিয়ে একেবারে থানা পুলিশের ঘরের লোক।

ঘিসু ॥ শুনে রাখ নেতাই, পুলিশ যদি আমায় ধরে টানা-মানি করে তবে ঐ জ্ঞাতি-গুষ্টির মুখে আগুন। শালা সাফ্ বলে দেবো—যা জানি তাতো বলবই, যা না-জানি তাও বলবো।

[নিতাই এই কথার মধ্যেই চলে যায়। খানিকটা প্রতিবাদের ভঙ্গীতে]

—চলে গেল! দেমাক দেখিয়ে চলে গেল ? গণশা, ভাখতো নেতাইটা কোথা গেল। শালা খাট-খচ্চার দুটো টাকা দেবে বললে—তাও দিল না। এই বউটার মিত্যুতে নেতাইটাকে ফাঁসিয়ে দিলেই ঠিক হতো। তবে ভয় ঐ নবকেষ্টকে, শালা কার কাছে টাকা খেয়ে কাকে ফাঁসায় তার ঠিক নেই। উল্টে আমাকে নেতাই-এর সঙ্গে লাড়িয়ে ভিটেমাটি উচ্ছেদের ধান্ধায় ছিলো কিনা কে জানে।

গণেশ ॥ তা হ'লে আর কথা না-বাড়িয়ে লাশের একটা ফিকির করো।

ঘিসু ॥ মেধো, এই মেধো—

মেধো ॥ কি ?

ঘিসু ॥ ওঠ। লাশের একটা ফিকির কর। তা হ্যারে, বিয়ের সময় বউটার বাপ-না খুড়ো রূপোর একটা আঙোট দিয়েছিলো, সেটা পায়ে আছে—না কি বেচেছিস ?

মেধো ॥ সেতো নতুন থাকতেই তোমায় দিয়েছিলুম—

ঘিসু ॥ দিয়েছিলুম মানে ! বেচেছিস ?

মেধো ॥ হ্যাঁ।

ঘিসু ॥ মনে আছে, না ভুল বলছিস ? তা বউটাকে না হয় পরখ করেই ভাখ একবার। পায়ে থাকলে এই অভাবে দাহ-খচ্চার কিছুটা সুরাহা হতো। না হ'লে কিন্তু আগুনে পুড়ে-ও রূপো ভষ্ম হয়ে যাবে মেধো।

মেধো ॥ বউটার গায়ে কি আছে না আছে আমার চেয়ে তুমি বেশি জানো ?

ঘিসু ॥ তবে তুই জান। এ বয়সে আর কার বউ-এর গায়ে কি আছে আমার জানার দরকার নেই। কিন্তু ঐ রূপো পায়ে থাকলে আগুনের গভ্‌ভে গেলো।

[দূরে ঘণ্টার আওয়াজ শোনা যায়। ভোরের খানিকটা ঠাণ্ডা-নরম গোলাপী আলো এখন ঝোপড়ার চাল ছুঁয়েছে]

ঘিসু ॥ কিসের আওয়াজ রে গণশা? বড় বাড়ীর গুরু-ছাগলের ঘণ্টা আমার দোরে কেন?

গণেশ ॥ না গো কাকা, কত্তাবাবু গঙ্গাচান করে ফিরছে মনে হয়।

ঘিসু ॥ ঠিকরে গণশা। আকাশ তো ফস্‌সা মেরে এলো,—তা হঠাৎ আজ এ পথে আসে যে—

গণেশ ॥ আসবে না? কাল রাতে কুসুমের ঘরে চোর পড়েছিলো। একবার খবরটাতো নিতে হবে।

ঘিসু ॥ তা সে বেটী কি ভোর ভোরই খবর পাঠিয়েছে নাকি?

গনেশ ॥ পাঠাবে না? কুসুম হলো গিয়ে কত্তাবাবুর বাঁধা মেয়েছেলে। খাতিরই শালা আলাদা।

ঘিসু ॥ এ-সুযোগতো ছাড়া যায় না গণেশ। আরে ও মেধো, তুই কাঁদ মেধো, গলা ছেড়ে কাঁদ।

গনেশ ॥ সঙ্গে আবার নোনা রায়।

ঘিসু ॥ সঙ্গে আবার নোনারায় মেধো, এ-সুযোগ তো ছাড়া যায় না। বাবুকে দেখে তুই একেবারে ছিচরণে ফেটে পড়বি মেধো।

মেধো ॥ আমায়তো কম চেনে। তুমিই আগে যাও না।

ঘিসু ॥ মুখ্যু। মুখ্যু। বউ মরলো তোর আর শোক হবে কি না আমার! শুধু চোখের জলে হুতাশন করবি মেধো -- আর থেকে থেকে মা-মরা-ছেলের মতো ফাটবি—ফেটে যাবি। সকাল সকাল মড়া সৎকারের পুন্যি —কত্তাবাবু এ সুযোগ ছাড়বে না। জয় ভগবান! গরীবের ভালো হোক। জয় ভগবান। আরে, এ গণ্‌শা, দূরে যা, তুই দূরে যা।

[গণেশ চলে যায়। ঘিসু ঝোপড়া সংলগ্ন বেড়ার আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখে। ক্রমশঃ দূরাগত ঘণ্টাধ্বনি স্পষ্ট হয়। মঞ্চে প্রবেশ করেন কত্তাবাবু ও নোনা রায়। গ্রামাঞ্চলের জোতদার শ্রেণীভুক্ত মানুষ এই কত্তাবাবু এবং তাঁরই পারিষদ-পরিজন হলো নোনা রায়।

উভয়েরই স্নাত শরীরের মধ্যে ধর্মীয়-চন্দন রেখা স্পষ্ট। মুখে নামগান করে। মেধো এদের পায়ের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে]

কত্তাবাবু ॥ এ হে-হে, ছুঁয়ে দিলো না কি ?

মেধো ॥ বড় বিপদ বাবু আমাদের···

কত্তাবাবু ॥ এটা কে রে, ঘিসুর ব্যাটা না ? তা বাপের সঙ্গে এটাওতো একবার চুরির দায়ে আড়তে ধরা পড়েছিলো ?

নোনা ॥ শুধু ধরা পড়েছিলো ? মার খেয়ে রক্তারক্তি হয়েছিলো না ? কাজে কম্মে একবার হেঁকে দেখুন, সাড়াটি নেই। বিপদে পড়লেই কত্তাবাবু হলো গিয়ে ভগবান।

কত্তাবাবু ॥ কথা বাড়িয়ে লাভ নেই নোনা। এ-অযাত্রাটাকে পথ থেকে সরাও—

নোনা ॥ এই সর সর, সরে যা ; পথ ছেড়ে দে।

[এক অদ্ভুত ভঙ্গীতে নোনা রায় মেধোকে তাড়া দেয়। হঠাৎ নোনা বেড়ার আড়ালে ঘিসুকে দেখতে পায়]

—আরে ওখানে আবার লুকিয়ে কেরে ? ওটা ঘিসু না ?

মেধো ॥ বাপ তোমায় দেখে ফেলেছে।

নোনা ॥ আরে এই ঘিসু রাস্তা থেকে এ-আপদটাকে সরা না, বাবুর পুজো-আচ্চার যে সময় বয়ে যায়।

[ঘিসু কিছুটা কৃত্রিম কান্না নিয়ে কত্তাবাবুর পায়ের কাছে এগিয়ে যায়। ছুঁয়ে দেবার ভয়ে কত্তাবাবু ধমক দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখে]

ঘিসু ॥ হুজুর সব্বোনাশ হয়ে গেছে—ভরা সংসার রাতের আঁধারে একেবারে ভেঙে খান খান হয়ে গেছে, হুজুর—

কত্তাবাবু ॥ আরে হলোটা কি বলবিতো ?

ঘিসু ॥ মেধোর ইস্তিরি কত্তাবাবু। কাল রাতে সগ্‌গোবাস করেছে। আমরা দু'জনে সারারাত তাঁর শেয়রে বসে তবু বাঁচাতে পারলুম না কত্তাবাবু।

কত্তাবাবু ॥ শেয়রে বসে ? এ্যাঁ! তবে তো তুই মরা ছুঁয়েছিস! দূরে যা দূরে যা—

নোনা ॥ যা—যা—

ঘিমু ॥ বলবো কি দেব্‌তা, ওষুধ-বিষুদ যদ্দুর পেরেছি করেছি। কিন্তু কপাল, মা চলে যাবেন আমরা ধরে রাখতে পারলুম না। ঘর সংসার সব শ্মশান। এখন আপনি আমাদের মা-বাপ।

কত্তাবাবু ॥ এতো ভারি আপদ। কোথায় গঙ্গা-চান করে হরিনাম নিতে নিতে যাচ্ছি; না পথে তুটো অযাত্রা মড়ার কথা বলে। বিষয়-আষয়ের চিন্তা পর্যন্ত বাদ রেখেছি। শহরের কোর্টে আজ তু-তুটো মোকদ্দমার রায় বেরুবে—তা সে চিন্তাও সরিয়ে সরিয়ে হরির নাম নিচ্ছি, তাতেও বিঘ্ন?

নোনা ॥ তাতেও বিঘ্ন করবি হারামজাদা?

কত্তাবাবু ॥ মড়ার শরীর দেখতে পেলেও না হয় যাত্রাটা শুভ হতো—

নোনা ॥ লাখ কথার এক কথা হুজুর, শাস্ত্রের বিধান শবদর্শনে কার্য সিদ্ধি।

কত্তাবাবু ॥ কিন্তু মেয়ে মানুষের মড়া। সেটা কি উচিৎ হবে নোনা?

নোনা ॥ উচিৎ অনুচিৎ আপনার কি করবে হুজুর—আপনি যা করবেন তাই উচিৎ। হরির কৃপায় মোকদ্দমায় যদি আজ জিৎ হয়—দেখুন হুজুর দয়া করে মড়াটা একবার তু'চোখ ভরে দেখুন।

কত্তাবাবু ॥ মড়াটা কোনদিকে—

ঘিমু ॥ [বিশেষ কোনো দিক্‌ নির্দেশ না করে] এই দিকে—

নোনা ॥ এই দিকে হুজুর।

কত্তাবাবু ॥ এইদিক কোনদিক?

ঘিমু ॥ ডান দিকে।

নোনা ॥ ডানদিকে হুজুর—।

কত্তাবাবু ॥ ডান দিকে? জয় বিষ্ণু। জয় বিষ্ণু। হরির কৃপাটা দেখলে নোনা? মড়াটা ঠিক ডানদিকে। শাস্ত্রে যে শবদর্শনের কথা বলেছে, সেতো তোমার এই ডানদিকেই। তা হ্যাঁ বাবা ঘিমু, মড়াটা যে একবার দেখতে হয়।

[ঘিমু, কত্তাবাবু ও নোনা রায়কে মড়া ছাখার জন্তে ঝোপড়ার দিকে পথ করে দেয়। কত্তাবাবু যথেষ্ট ঘেন্না এবং অলৌকিক ভক্তিযোগে দরজার মধ্যে দিয়ে মড়াটা ছাখে]

ঘিমু ॥ কত্তাবাবু, ঐ ঘরে। ঐ-যে। মড়াও আছে, মাছিও আছে।

[কত্তাবাবু ও নোনা রায় আত্মতৃপ্তির ভাব নিয়ে ফিরে আসে। দ্বিগুণ স্বরে হরির নাম করতে থাকে]

কত্তাবাবু। তা এমন এই শুভযোগটা থাকতে থাকতে ঘর থেকে শহরে পৌঁছুতে পারলে হয়।

ঘিসু। কত্তাবাবু, এই ছেলেটার জন্যে একটা কিছু উপায় করুন। এ আর সহ্য হয় না—বউটার এই অবস্থার মধ্যে কালরাতে যখন পাড়ায় লাগলো হৈ-হৈ, তা সে ঠিক দৌড়ে গেল কুসুমাদিদির ঘরে।

কত্তাবাবু। কার ঘরে?

ঘিসু। আজ্ঞে কুসুমদিদির ঘরে এ'দকে বউটা তখন মাথাভাঙা সাপের লেজের মতো শুধু এদিক-ওদিক কোরছে। তবু হৈ চৈ শুনে ঠিক গিয়ে হাজির।

কত্তাবাবু। তা হয়েছিলো কি?

ঘিসু। দশমাসের একটা ডেলাছিলো পেটের ভেতর। তারই মধ্যে পেত্নির নজর লাগলো কিনা কে জানে?

কত্তাবাবু॥ আরে আমি জেগ্যেস করি কুসুমের ঘরে হ'লোটা কি?

নোনা। আরে এই মেধো কাল যে তুই কুসুমদিদির ঘরে গেলি, তা তেনার ঘরে হয়েছিলটা কি?

ঘিসু। বল বাবা মেধো, কত্তাবাবুকে বল। আমায় যেমন বর্ণনাটা দিলি—চোর না কি মুশকো মতো সিঁদ কাটলো –বলবাবা, কত্তাবাবুকে সেসব বল।

কত্তাবাবু। হ্যাঁরে মেধো, তুই ঐ চোরটাকে চিনিস না কি?

ঘিসু॥ না -না অন্ধকারে তাকে কি আর কেউ দেখেছে না'কি?

কত্তাবাবু॥ সারারাত দুটোতে জেগে বসে আছিস তবু চোরটাকে ধরতে পারলি না হারামজাদা। নে এখন পথ ছাড়, বেলা বাড়ে চল-চল।

ঘিসু। হুজুর গরীবের মা-বাপ বউটার এই সময় দাহখচ্চাটা না পেলে—

নোনা। তোদের আবার দাহখচ্চা কিরে? লাশটাকে বাঁশে বেঁধে পুড়িয়ে দিলেইতো ল্যাঠা চুকে গেলো।

ঘিসু। কি যে বলেন হুজুর। হিঁদুর ঘরের বউ। যার লাশ দেখলে কাজে কম্মে ফল ভাল হয়, তার দাহ কি আর কুকুর বেড়ালের মতো মানায় বাবু?

নোনা। শালার বেটা কথা শিখেছে বটে।

[ঘিসু ও মেধো কত্তাবাবুর পায়ের কাছে বসে সৎকারের জন্য ভিক্ষে চায়, অনুনয় বিনয় জানায়]

কত্তাবাবু। তা আয়, কাছারীতে আয়। দেখি কি হয়। পাবি পাবি। আজ

যদি মোকদ্দমায় জিৎ হয় তো দাহ-খচ্চার অভাব হবে না। খাট-কাপড়-সব পাবি। তোদের বউ একেবারে ড্যাং-ড্যাং করে শ্মশানে চলে যাবে। কিন্তু মোকদ্দমায় জিৎ হলে ..।

[ঘিসু ও মেধো কত্তাবাবুর এই দয়ায় হাতজোড় করে তাকিয়ে থাকে]

চলো হে নোনা, চলো ; সুয্যি একেবারে মাথায় উঠতে চললো। যাওয়ার পথে একবার কুসুমের খোঁজ-খবরটা নিয়ে যেতে হয়—এতো দেখি গোদের ওপর বিষ-ফোঁড়া। এতো বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেলো মাগীতো একবার খবর দিলে না আমায়। ঘরে আবার সোনাদানা, সে তো আমারই দেওয়া—যদি কিছু খোয়া যায় নোনা, তো মাগীকে আমি ছাড়বো না—

[এই কথার মধ্যেই কত্তাবাবু ও নোনা চলে যায়। ঘিসু কত্তাবাবুর পথ পরিস্কার করে সন্তুষ্ট করতে চায়। কত্তাবাবু চলে গেলে খানিকটা বিরক্তি নিয়েই মেধোর কাছ থেকে সরে আসে। গণেশ ঢোকে]

গণেশ ॥ কাকা, আচ্ছা এক নাম-কেত্তন গাইলে বটে। কুসুমের ঘরের চোর একেবারে তোমার দেওয়ালে সিঁদ কেটেছে মনে হলো।

ঘিসু ॥ গণ্শা—আর পেচাল পিটতে ভালো লাগছেনা রে। তোর কানে ওটা কি ? বিড়ি ?—আমার কানে গুঁজে দে। [গণেশ ঘিসুকে বিড়িটা দেয়]

গণেশ ॥ তা যা হোক দাহ-খচ্চার তবুতো একটা রফা হলো।

ঘিসু ॥ 'রফা হলো' ? এ মড়া নিয়ে আমার ভাবনা নয়রে বাপ—আমি তোকে সাফ সাফ বলে দিচ্ছি। এ লাশ শালার ঘরে ফেলে রাখলেই বা ক্ষেতি কি ? মড়ার পচা শরীরের বাস দুদিন বাতাসে ছড়ালে—ঠিক নমো নমো করে সব শালা দাহ করে দে যাবে।

গণেশ ॥ না না ও-সব কোরো না। দেখছো না মেধোটা আবার কেমন কান্না-কাটি করছে !

ঘিসু ॥ মেধো ? এই জন্মে শত্তুরটাকে তোর কাকী কেন যে আমার ঘাড়ে রেখে গেলো কে জানে ! শালা কথা কইতে পর্যন্ত জানে না। কোথায় মন বুঝে টুপ করে কুসুম মাগীর কথা বলবি, তা নয় 'বাবু আমাদের বড় বিপদ'। আমাদের বিপদ তো বাবুদের কী রে ? প্যাঁচ মারতে হবে কোন লাইনে

জানে না। যদি শালা এই মড়া ডানদিকে না থাকতো তবে ঠেকাতো এইটে—সংসারের ঘাঁত-ঘুঁত চেনে না—

গণেশ॥ তা এখন তো আর মড়া উঠছে না, আমি বরং ঘুরে আসি।

ঘিসু॥ তুই যাবি? তা-যা। আমাদেরও তো বেরুতে হবে কাছারীতে। মন ভিজে থাকতে থাকতে ধরতে পারলে তবু শালার যদি একটু বেশি দেয়।

[গণশা চলে যায়]

—আরে এই মেধো, ওঠ বাপ্, নে চ। কত্তাবাবুকে আর একবার মা-বাপ বলে ঝুলে পড়তে হবে। তারপর আরো পাঁচজন। জোগাড় কি কম? খাট-ঘাট-কাপড়, ঘাট-খাট, নে-নে চ' আর দেরি করিসনে বাপ—চ'....

মেধো॥ দু'জনে চলে গেলে উদোম ঘরটায় বউটা একা থাকবে?

ঘিসু॥ একা! মড়ার আবার স্যাঙাৎ লাগে না কি? চ' বাপ, দাহ-খচ্চা না জোটালে বউটাকে কি ঘরে পোড়াবি?

মেধো॥ তুমি না হয় যাও—আমি থাকি।

ঘিসু॥ আরে এ-তো মহা গরু। তোর শোকেইতো পয়সারে বাপ্। নে চ'-চ'।

মেধো॥ বউটার জ্বালা যন্তরনায় একটা পথ্যি দিলুম না, আর এখন যতো ভিক্ষে! এ মিত্যুর দুঃখ ভজিয়ে পরের ঠেঙে পয়সা নেবে?

ঘিসু॥ নয়তো কি আহ্লাদে বাবুরা সব সিকি-আধলি অম্‌নি অম্‌নি হরির লুঠ দেবে নাকি?

মেধো॥ না—

ঘিসু॥ কী না?

মেধো॥ ঘরে মড়া রেখে এমন করে কেউ যায় না। কু-দেবতা মড়ার শরীর চাটে।

ঘিসু॥ মড়ার শরীর! মড়া কোথায় নেই?

মেধো॥ কি?

ঘিসু॥ মড়া কি শুধু তোর বউ নাকি? সব মড়া। আমি মড়া। তোর বউ —পেটের ছেলে মড়া। এ গেরাম—গাছপালা—নদী—ক্ষিধে-লোভ-সাধ-আহ্লাদ সব মড়া। ভায়ে ভায়ে যুদ্ধর সময় কেষ্টো একবার বেম্মাণ্ড—মড়া দ্যাখালো না যুইষ্টিরকে—? নে এবার তুই দ্যাখ—

[ঘিসু তার মুখগহ্বর মেধোর সামনে এনে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের ভঙ্গি করে—মেধো কেমন ভাবনায় পড়ে যায়]

—কি, দেখলি মড়া ?

মেধো ॥ মড়া !

ঘিসু ॥ সব মড়া! তুই যা চেয়েছিস তাও মড়া ? এখন শুধু বাকি তোর ঐ দাহটুকু। নে, এখন চ'-চ'—

মেধো ॥ তাহলে দোরটা ভেজিয়ে দিয়ে যাই ?

ঘিসু ॥ যাও। যা করার ঝট্‌পট্ কর। শালার হাজারো বাগড়া তার আবার কেরামতি দেখো। হয়েচে ?

[মেধো ঝোপড়ার দরজাটি বন্ধ করে আসে]

—কই দেখি! (মেধোর মুখ পরীক্ষা করে) —আছে, একটুস মতো আছে। কিন্তু মানুষ জন দেখলেই আর একটু দুঃখু দুঃখু ভাব আনবি। এ-শালার পাখী পড়া করে তোকে আর কতো সামলাবো ? আমার প্রাণেও শোক তাপ লাগে না—না কি রে ? তা কি কোনোদিন বুঝবি ?

[মেধো ও ঘিসু দুজনেই কাঁদে। হঠাৎ ঘিসু কান্না থামায়]

ঘিসু ॥ থাক। কান্নার টাইম পরে পাবি। এখন যা বললাম মনে থাকে যেন। বাজারের মধ্যে আবার ভুলে যাস নি—মানুষ জন দেখলে দুঃখু-দুঃখু ভাব আনবি। কম মানুষ কম দুঃখু, বেশি মানুষ বেশি দুঃখু—মনে থাকবে তো ? নে চ'—, মিলের ভোঁ হয়ে গেলে আর কেউ ভিক্ষে দেবে না বাবা চ'—চ'—

[ঘিসু মেধোর হাত ধরে বাইরে নিয়ে যায়। মঞ্চে আলো ক্রমশ কমে সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মিলের সাইরেন শোনা যায়। শব্দ শেষে ধীরে ধীরে মঞ্চে আলো এলে দ্যাখা যাবে-একটি গ্রাম্য ভাঁটিখানা বা মদের দোকান। দড়মার ফাঁকে আলো-ছায়ায় কয়েকটি মূর্তি। কিছু মাতাল সমবেত ভাবে গান গাইছে। অল্প সময়ের মধ্যেই মাতালদের নেশার ঝোঁকে এই গান ভেঙে যেতে থাকে। এরই মধ্যে ভাঁটিখানার সামনে ঘিসু ও মেধো এসে দাঁড়ায়]

ঘিসু ॥ মেধোরে আয়—আয়—। সারাটা দিন রোদে রোদে ঘুরে পা হাত একেবারে ছিঁড়ে যাচ্ছে। এখানে একটু জিরোলে হয় না ?

মেধো ॥ এখানে বসবে ? দাহ করতে আবার রাত পুইয়ে যাবে না ?

ঘিনু। তার আগে একটা হিসেব না করে নিলে কি আমাদের চলে? কত পয়সা জোগাড় হলো আর কি কি খচ্চা তাতো একবার দেখে নেওয়া দরকার। আয়, এখানে এসে ঠাণ্ডা মাথায় কাজটা কর।

মেধো। টাকাতো তোমার এই ক'টা

[মেধো ট্যাঁক থেকে টাকা বের করে গুণতে থাকে]

ঘিনু। আরে ওতেই হবে।—তা হ্যাঁরে মেধো, ত্যাখতো বড় নোটটায় জলছাপ আছে কি না। আবার রাত্তির পেয়ে ঠকিয়ে দিলে না তো?

মেধো। [মেধো আলোয় দশ টাকার নোটটি পরীক্ষা করে] ন্-না—না, এতো দেখি তিনটে সিংহ—চুলের দাগ সবই আছে।

ঘিনু। তা কত হ'ল?

মেধো। এই ধরো দশ টাকার একটা নোট, একটা দু'টাকার আর দুটো নোট এক টাকার। তাহলে হলো গিয়ে তোমার—

ঘিনু। দশ আর দুয়ে বারো

মেধো। আর দুয়ে চোদ্দ।

ঘিনু। একটা আধ্লি ওর থেকে বাদ রাখ।

মেধো। কেন?

ঘিনু। বা-বা, দশ টাকার রেজগি দিয়ে দোকান থেকে একটা আধলি বেশি পেলি না?

মেধো। হ্যাঁ—তা তুমি নিলে তো।

ঘিনু। তা ওটা আর দাহ-খচ্চায় ধরিসনি।

মেধো। কেন?

ঘিনু। দুর মুখ্যু। ওটা হলো গিয়ে তোর হকের ধন। ওকি আর ভিক্ষে করে পাওয়া রে? তা আমি বলি কি জানিস? সারাটা দিন ঘুরলাম। বাড়িতেও এমন সব্বনাশ, আমাদেরও পেটে কিছু নেই। বরং আধলিটা ভাঙিয়ে আমরা কিছু খেয়ে নি।

মেধো। এখন আবার খাবে!

ঘিনু। তাতে কি? পেট্টা ভরা থাকলে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবি। শরীরটাও তরতাজা থাকবে।

মেধো। লোকে দেখলে বলবে ঐ দাহর টাকায় খাচ্ছি।

ঘিনু। লোকে বলবে? তুই লোকের মুখে মুতে দিবি। বউটা ঘরে পড়ে আছে

বলে কি শ্মশানে গিয়ে লোকে পুড়িয়ে দেবে? তার বেলা নয়, শুধু আমাদের খাওয়া দেখলেই যতো জ্বালা। যা—ঐ দোকানটা থেকে দেখে শুনে কিছু একটা নিয়ে আয়, চটপট্—।

মেধো॥ পুরো আট আনার আনবো?

ঘিসু॥ বেশি লাগলে দিয়ে দিস। ইস্তিরির সঙ্গে সোয়ামীর আধা-আধি ভাগ। তুই খেলে দোষ নেই।

মেধো॥ কিন্তু দাহ-খচ্চা—

ঘিসু॥ সারাটা দিন তোর ঐ এক দাহ-খচ্চা! আরে বাবা বউটা বেঁচে থাকলে এই ক'টা টাকা যদি বউটার হাতে তুলে দিতিস তবে কি সে নিজের চিতে সাজাতো? না তোকেই খাওয়াতো? তা সে টাকায় যদি দুটো খেয়ে জুড়োস তবে কি সে-আত্মা কষ্ট পাবে? যা-যা বাবা, চটপট্ আন।

[মেধোর মৃদু আপত্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত সেও ক্ষিদের কাছে হেরে যায়। খাবার আনতে যায়]

—পেটের নাড়িভুঁড়ি শালা শুকিয়ে যাবার মতলব। তবু শালার এই মড়া-ফড়া ভজালে দু'চার পয়সা ঠেকায় আর খাওয়া হয় নি বললে ফিরেও তাকায় না।

[হঠাৎ নজর যায় ভাঁটিখানার দিকে। তার মধ্যে পরিচিত কয়েকজনকে দেখতে পায় ঘিসু, এদের মধ্যে থেকেই চোর বাঘা এগিয়ে আসে ঘিসুর দিকে]

ঘিসু॥ শালা কপালও ত্থাখো। ঘুরে ফিরে ঠিক নীলমনির মালের ভাঁটিতেই এসে উঠেছি! সব শালা গলা ভেজাচ্ছে আর আমিই শুধু ঠক্-ঠক্। বাঘা! তুই মাল পেলি কোথা? কিরে কার মারলি?

বাঘা॥ (সম্পূর্ণ নেশাগ্রস্ত) নগদা খেয়েছি।

ঘিসু॥ কাল শালা ভররাতে কালীর নামে দিব্বি গাল্লি পেথম বউনি দিবি আমার পায়ে। আর এখন কি স দেব্‌তার অপ্‌সরা খোঁজো?

[ঘিসু বাঘার হাতের বোতলটি কৌশলে নিয়ে নেয়। বাকিটুকু সম্পূর্ণই প্রায় গলায় ঢালে]

বাঘা॥ ঘিসুদা ছেড়ে দাও মাইরী। তোমার পায়ে পড়ি, এ-পয়সা আমার নয়।

ঘিসু॥ তোর নয়তো কার?

বাঘা॥ মায়ের ঘুঁটে বেচার পয়সা ছিলো একটা বাঁশের গর্তের মধ্যে।

ঘিসু ॥ আর তুই তা গেঁড়িয়ে মাল খেলি ! তুই কি মানুষ ? এ-শালার দেশও তেমনি, কোনো শালা খেটে খাবে না, খালি গ্যাড়া মারার ধান্ধা !

[হঠাৎ ঘিসুর হাতের বোতলের দিকে নজর যায় বাঘার]

বাঘা ॥ এই, মাইরী ঘিসুদা এ-বোতলটা পুরো ফাঁকা করে দিলে !

[কাঁদতে শুরু করে]

ঘিসু ॥ এই; শালার মালের ঘোরে কাঁদিস নি, বাঘা।

বাঘা ॥ তা হ'লে ঘিসুদা আমি তোমার পা ছুঁলুম। তুমি এবার পিতিজ্ঞে করো— যখন মাল খাবে তখন আমায় দেবে তো ?

ঘিসু ॥ আমি মাল খাবো কি রে ? এখন আমার বিপদের রাত না ? ঘরে না মেধোর মরা বউ। ছেলেটা একটা দানা পর্যন্ত দাঁতে ছেঁড়ে নি, আর আমি মাল খাবো ? [হাতে খাবার নিয়ে মেধো ঢোকে]

মেধো ॥ এ কিগো বাপ! বাঘাটা আবার এখানে জুটেছে ?

বাঘা ॥ তোর কি কষ্টরে মেধো, তুই একেবারে রামহারা সীতে হয়ে গেলি—

[বাঘা কাঁদতে থাকে। ঘিসু তাকে থামিয়ে দেয়]

ঘিসু ॥ এই বেটা ওঠ—ওঠ, যা এখান থেকে – ভাগ—

বাঘা ॥ মনে রেখো ঘিসুদা, বড় মতোন একটা আনলে দু'জনের থেকে একটু পেসাদ—

ঘিসু ॥ দূর হ—ব্যাটা। জোগাড় হ'লে আগে নিজে জুড়বো না তোমায় ভাগ দোবো—হারামজাদা !

[ঘিসু বাঘাকে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু বাঘা মেধোর হাতের ঠোঙার দিকে তাকিয়ে বেশী দূর যেতে পারে না, অদূরে বসেই ওদের খাওয়া ছাখে। মেধো দু'টো পাতায় খাবার ভাগ করে খেতে শুরু করে]

মেধো ॥ (সন্দেহের চোখে) কেমন মালের গন্ধ মনে হয় !

ঘিসু ॥ মনে হয় ? তবে তো ঠিকই হয়।

[ইঙ্গিতে বাঘার কাছ থেকে নেয়া বোতলটা দেখায়]

মেধো ॥ এই ছাখো—বাঘাটা আবার নোলা দিচ্ছে ! রাতবিরেতে আবার শরীর ধ্বসবে না তো ? তার চেয়ে পিছন ফিরে বসি না কেন।

ঘিসু ॥ দূর, পেটে যা খিদে ও শালা বাঘার নোলা সুদ্ধ হজম হয়ে যাবে। অবশ্যি বাঘাটা খেতে পায় না—গরীব মানুষ—ওকে একটা দিবি ?

মেধো ॥ পুরোটা দেবে ?

ঘিনু ॥ দিয়ে দি। এই বাঘা নিবি ? এই নে—নে—নে—এ্যা—।

[কুকুরের মতো বাঘাকে ডেকে একটা টুকরো খাবার ওর দিকে ছুঁড়ে দেয়। বাঘা খেতে শুরু করে]

—বাঘা, মেধোর বউটাকে আশীর্ব্বাদ কর রে। ওর জন্যেই দুটো পেলি।

[ঘিনুকে কিছুটা নেশাগ্রস্ত মনে হয়]

বাঘা ॥ আহা, নিশ্চই। এবার জন্মে রাজা হবে, রাণী হবে, দাসী হবে। খাওয়ার কষ্ট থাকবে না! (মেধোকে) এর সঙ্গে যদি একটুস মতো খেতিসরে মেধো, তোরও যন্তরনা একেবারে বউটার মতো ফুরিয়ে যেতো। খাবি ?

ঘিনু ॥ আরে তুই থাম। যা দূরে, দূরে যা।

[ধীরে ধীরে বাঘা চলে যায়। ঘিনু কয়েক মুহূর্ত বাঘার রেখে যাওয়া বোতলটার দিকে তাকিয়ে থাকে।]

—তা বাবা মেধো একটু মুখে দিবি না কি তুই ?

মেধো ॥ তুমি খেয়েছো মনে হয় ?

ঘিনু ॥ ঐ এট্টু মতন। তাতেই তো বুকটায় একটু বাতাস আসে। তা তুই একটু খা না।

মেধো ॥ আমি মদ খাবো ? ঘরে আছে মড়া বউ, তা ছাড়া পয়সাই বা কোথায় ?

ঘিনু ॥ ঐ যা আছে তার থেকেই না হয় দুটো পয়সা খচ্চা করলি। এ-জ্বালা কি আর এমনি শেষ হয় রে ? যা বাবা—যা—একটু খেয়ে আয়, পরে না হয় আমার জন্যে অল্প একটু আনিস।

[মেধোও নিজেকে ভাটিখানার পরিবেশ—এই গন্ধের মধ্যে সামলাতে পারে না, মদ আনতে চলে যায়। নেশাগ্রস্ত ঘিনু কথা বলে]

—শালার নষ্ট শাস্তরের বিধান ত্থাখো—এখন আবার একটা খাট কিনতে হবে। থাম্‌কা। মড়ার শরীরটাই শালার চিতেয় পুড়ে ভস্ম হবে। পয়সা খড়িয়ে আবার একটা খাট।

[মেধো ঢোকে। ওর হাতে একটি মদের বোতল, প্রায় অর্দ্ধেক ফাঁকা। বোঝা যায় ও খেয়ে এসেছে]

—বড় লোকদের টাকা আছে ফুঁকে দিকগে। আমাদের মতো মানুষরা টাকা কোথায় পাবে ?

মেধো ॥ তা ঠিক।

[ঘিসুর হাতে একটা বোতল দেয়। ওরা দু'জনেই মদ খায়]

ঘিসু॥ আহা, এতক্ষণে বাতাসটা একটু তরল হলো। শালা গলা দিয়ে নামছে যেন পুন্নিমের চাঁদ। বুকে-মুখে একেবারে জোছ্না কিলবিল করছে!

[পেটে খানিকটা খাবার, নেশায় ফুরফুরে মন—বাপ-বেটা এখন মুক্ত-হৃদয়]

মেধো॥ বড় ভাল ছিলো মেয়ে-মানুষটা। মরেও আমাদের কেমন খাইয়ে গেলো।

ঘিসু॥ এই যে আমাদের আত্মা তৃপ্তি পাচ্ছে, এতে কি তার পুন্নি হবে না ভাবিস? আলবাৎ হবে।

মেধো॥ একশোবার হবে।

ঘিসু॥ ভগবান, তুমি ওপর থেকে ছাখো। তুমি নিজে এসে নিয়ে যাও। আমরা কলজে উজার করে আশীব্বাদ করছি।

মেধো॥ এই মেয়েছেলের মিত্যু না হ'লে এমন খাওয়া আর কোনোদিন জুটতো না।

ঘিসু॥ তাতো নিশ্চয়ই বাবা। এ হলো গিয়ে তোমার রাজ-রাণীর কাঙালী ভোজনের উৎসব।

মেধো॥ বউটা আমার বৈকুণ্ঠে যাবে গো বাপ, বৈকুণ্ঠের রাণী হবে।

ঘিসু॥ হ্যাঁ বাবা, যাবে বৈ কি। বৈকুণ্ঠেতো যাবেই। কাউকে দুঃখু দেয়নি, কাউকে ভোগায় নি। নিজে মরতে মরতে আমাদের জীবনের সব লালসা একেবারে মিটিয়ে দিয়ে গেছে। সে পুন্নবতী যদি বৈকুণ্ঠে না যায়, তো কে যাবে? কত্তাবাবুর ষাঁড় কুসুম?.........মেধোরে তোর বউকে একেবারে ফুলকাটা বিছানায় শুইয়ে রাখবে।

মেধো॥ একবার যদি সে রকম চেহারাটা দেখতে পেতুম না বাপ, বড় ভাল লাগতো।

ঘিসু॥ বউটা অন্নপুন্নার মতো খাইয়ে গেলোরে মেধো, আহা—যার মিত্যুতে তুই গরীব দুঃখীকে দান করবি সেই বউ নিজে তোকে খাইয়ে গেলো। শালা ছেরাদ্দোর দান খায় পুরুতগুলো, আর এ-বউ নিজের দানসাগর তোকেই ফিরে দিয়ে গেলোরে মেধো। সতীলক্ষ্মী বড় ভাল ছিলো!

[খানিকটা চাঁদের আলো—পরিবেশ একটু মমতামাখা। দূরে কেন গ্রাম্য বাঁশীর সুর।]

মেধো ॥ আচ্ছা বাপ একদিন না একদিন আমাদেরওতো ওপরে যেতে হবে—

ঘিসু ॥ তা তো হবেই বাবা। মিত্যু হলো গিয়ে জীবনের স্যাঙাৎ।

মেধো ॥ বাপ, দুঃখু আর নেশায় মানুষ বেবাক ভুলে যায় ?

[ঘিসু মাথা নেড়ে না বলে]

মেধো ॥ বউটার পেটে একটা ছেলে ছিলো, আমি তার বাপ, বাপ হয়ে তার কথা তুলেতো একরত্তি কাঁদলাম না ?

ঘিসু ॥ কাঁদবার সময় তো আর ফুরিয়ে যায় নি। এ বোতলটা ফুঁকে দিয়ে কেঁদে নেব একচোট।

মেধো ॥ তোমার কথাগুলো যেন কেমন লাগে।

ঘিসু ॥ কেমন ?

মেধো ॥ বউটা মরেছে, কিন্তু ওর পেটের ছেলেটা যদি এখনো শ্বাস নেয় ? মরা মায়ের গন্ধে তিষ্টুতে না পেরে ছেলেটা যদি পিত্থিমীতে এসে তার বাপটাকে খোঁজে ? চলো বাপ ! আর খায় না ! চলো।

ঘিসু ॥ যাবি ? কিন্তু মেধো, ছেলে যদি বাপ বলে চিনতে পেরে তোর কাছে খেতে চায় ? (হাসে) তখন ?…তখন ?

মেধো ॥ খাওয়াবো, যেমন করে পারি ওকে আমি পেট ভরে খাওয়াবো। কষ্ট করে, ভিখ্ মেঙে, দশ'নের চরণে আছাড় খেয়ে…একটা কচি ছেলে না খেয়ে থাকলে কেউ দেবে না ? নিশ্চয় দেবে। নিশ্চয় দেবে।

ঘিসু ॥ কেউ দেবে না। তোর আমার হাভাতে ঘরে কচি ছেলেকেও কেউ খাওয়াবে না মেধো। ও আবার দেখবি এম্নি—এম্নি মরে যাবে।

মেধো ॥ তুমি বড় নিদ্দয় বাপ—পেরানটা তোমার যেনো কেমন কঠিন হতে লেগেছে…পোড়া মাটির মতো…মুখখানা তোমার কেমন লাগে…বাজপড়া তালগাছের ন্যাড়া মুণ্ডুটার মতো খাঁ খাঁ করছে—আমার ভয় লাগে—অমন করে হাসো কেন ? বুঝেছি, ট্যাঁকে বিশটা পয়সা পড়ে আছে, সেটা সেটা এবার নেবে। দেবো না—ঘাট-খচ্চার টাকা সব গিলেছো…আমার বউ-এর দুঃখে দিয়েছে সব্বাই—যা আছে, এ-আমার—আমি দেবো না।

ঘিসু ॥ দিবি না ?

মেধো ॥ না।

ঘিসু। আমি তোর কে জানিস ?

মেধো। জানি, তুমি আমার এ জন্মের বাপ, আর-জন্মের শত্তুর। বউটার ঘাট-খচ্চার টাকা গিলে খাবার মন্তর দিয়েছো আমার কানে। মহা-পাতক হয়ে গেলো আমার। যখন মরব, সগ্গে গিয়ে হাজির হব, তখন বউটা যদি ধরে বলে, কেন আমার ঘাট-খচ্চা করলে না। তোমায় তো কিছু বলবে না। চুলের ফাঁকে সিদুঁর দিয়েছি আমি, ধরলে শালা আমায় ধরবে। তখন···তখন কি বলবো ?

ঘিসু। কোনো কথা বলবি না, একেবারে চুপটি মেরে থাকবি। পাশ থেকে তোর বউকে আমি বলে দেবো, তোমার মিত্যুর শোকে ও বোবা হয়ে গেছে।

মেধো। বোবা হয়ে গেছে। তোমার চালাকি যতো মত্তলোকে, সগ্গে ওসব চলবে না—জেনে রেখো। যেমন করে হোক ঘাট-খচ্চার টাকা আমার চাই—বউটাকে দাহ কত্তে হবে। বউ যদিবা ছাড়ে দেবতারা আমায় ছাড়বে না····মড়া পড়ে আছে ভুঁয়ে····চিরটাকাল কি এমন থাকতে পারে ? একটা বিহিত করতে হবে। একটা বিহিত করতে হবে।

ঘিসু। মেধো, অ্যাই মেধো—সব পেয়ে গেছি। আর ভয় নেই। বউটার জন্যে খাটের পেয়োজন নেই, ঘাট-খচ্চাও চাই না—দাহকম্মের দক্ষিণাও লাগবে না—সতী সাধ্বী বউ তোর, জগতের আলো হয়ে থাকবে—

মেধো। কেমন করে বাপ !

ঘিসু। তোর বউতো সাক্ষাৎ ভগবতী। এতো মরণ নয়, দেহত্যাগ। অপমান লেগেছে গায়ে, সতী আমাদের দেহত্যাগ করেছে। শিবের মতো তারে কাঁধে তুলে নে। যে বাধা দেবে হাতের ত্রিশূল ঠেকাবি আকাশে, কেমন দক্ষ-যজ্ঞের মেধো ; আগুন চাই না ; খাট চাই না, ফুল চাই না—বাহান্ন খণ্ড শরীল বাহান্ন তিথ—পারবি না মেধো শিব হতে ?

মেধো। আমি শিব···মহাদেব···তিশূল হাতে শিব····কাধে মরা বউ—হাতে তিশূল—পিথিমীতে তাণ্ডব নাচে শিব····আমি····

ঘিসু। হ্যাঁ, তুই শিব ছাড়া আবার কে· খালি গা আদুল—নাদুল,····গায়ে ধুলো মাটি····নাকি ছাইভস্ম····নেশায় ভাঙে শরীর টলমল···দ্যাখ দ্যাখ, নিজেদের ছায়া দোলে পেরেত-পিশাচ····জয় বাবা শঙ্কর···মা দুগ্গার দেহ কেন ভুঁয়ে পড়ে বাসি হয়····কাঁধে তোলা চাই—হেঁইও,...কাঁধে তোলা চাই····হেঁইও····হেঁইও—হেঁইও·······

[ঘিসু মেধোকে নিয়ে চলে যায়। মঞ্চ সম্পূর্ণ অন্ধকার হয় কয়েক মুহূর্তের জন্য। আলো এলে দেখা যাবে ঘিসু-মেধোর ঝোপড়ার দৃশ্য। সমস্ত মঞ্চ জুড়ে আছে জোৎস্না। কাক-জোৎস্না. ঝোপড়ার দরজা খোলা—ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে, মেধোর বউ-এর মৃত-দেহ সেই একইভাবে পড়ে আছে। ঝোপড়ার কিছু দূরে অস্পষ্ট দেখা যায় একটি মড়ার খাট রাখা আছে। তার ওপর একটি নতুন কাপড় — কিছু ফুল, ধুপ জ্বলছে খাটের চারপাশে। ধুপের ধোঁয়ায় একটা অদ্ভুত অস্পষ্টতা, একটু যেন বা অলৌকিক। এরই মধ্যে মাতাল অবস্থায় ঘিসু ও মেধোর প্রত্যাবর্ত্তন]

[ঘিসু গান গাইতে গাইতে ঢোকে. সঙ্গে মেধো, গম্ভীর।]

ঘিসু॥ ভাঙ্ ধুতরা খেয়ে শিব ত্রিশূল নাচায়
শিব হয়েছে গৌরীহারা দক্ষযজ্ঞ গেছে মারা
অগ্নি ঝরে চক্ষে শিব তাণ্ডবে দাপায়॥
... .ভাঙ ধুতুরা..........

মেধো॥ বাপ, আমরা এসে গেছি।

ঘিসু॥ চুপ! কে বাপ্। তুমি শ্মশানেশ্বর......ঐ....ঐ তোমার পার্বতী....ঐখানে ঐ দাওয়ায় —

মেধো॥ বাপ্, বোতলটা সবটাই ফুঁকেছো?

ঘিসু॥ কেন?

মেধো॥ না, আর একটু ফুঁকে নিলে ত্রিশূলটা দেখতে পেতাম।

ঘিসু॥ আমি দেখতে পাচ্ছি, ধর। নে।...এবার দক্ষযজ্ঞ নাশ করতে হবে.... শুরু হবে তাণ্ডব।

[হঠাৎ খাট-ফুল চোখে পড়ে মেধোর]

মেধো॥ বাপ্! খাট! ফুল!

[খাটের ওপর আলো এসে পড়ে। ঘিসু এগিয়ে যায়]

ঘিসু॥ খাট, ফুল...মেধো এ-কাজ নেতাইয়ের।

মেধো॥ নেতাই? না বাপ্, কত্তাবাবু বলেছিলেন ভাইনে মড়া...মঙ্গল... মোকদ্দমায় জিতেছে ঠিক...তাই পাঠিয়ে দিলো। হুজুরের দয়ার শরীর... পেন্নাম হুজুর.. পেন্নাম....পেন্নাম।

ঘিসু॥ হুজুর তা'লে এ-কাণ্ডটা করলেন।

মেধো ॥ তা'লে মানুষের প্রাণে দয়া আছে বলো? মানুষগুলো সব খারাপ না, বলো?

ঘিনু ॥ [চিৎকার করে ধমক দেয়] চুপ!

মেধো ॥ কেন? দোষের কথা বল্লাম না তো!

ঘিনু ॥ হ্যাঁ বলেছিস!

মেধো ॥ তুমি বড্ড নেশা করেছো।

ঘিনু ॥ বেশ করেছি......শালা, কোথায় তুই শিব, পার্বতীকে কাঁধে নিয়ে বউ-এর অপমানের শোধ নিতে কোথায় তাণ্ডব নাচবি—কোথায় তোর বউটা হবে মা দুগ্‌গা—বাহান্ন খণ্ড শরীল—বাহান্ন তিথ।...তা ভুলে আবার কার ভিক্ষের খাট কুড়োতে ছুটছিস, দয়া ভিক্ষায় দুদিন চলেরে মেধো কিন্তু পেয়োজনটা পেল্লাই বড়...খিধেদা রাক্ষস....লাথি মার শালার ঐ খাটে, মার মার লাথি—মার....,

[ঘিনু ঝাঁপিয়ে পড়ে খাটের ওপর। যেন যুদ্ধ। মেধো তাকিয়ে ছাখে। দেখতে দেখতে তার মধ্যেও যেন একটা বন্য পশু নড়ে ওঠে। দু'জনে মিলে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাট, ফুল, কাপড় নিয়ে দক্ষযজ্ঞ শুরু করে]

মেধো ॥ বাপ, দক্ষযজ্ঞ!

ঘিনু ॥ (দড়ি টেনে) দয়ামায়ার নাড়ি-ভুড়ি শালা, ছেঁড়, টান....ফালাফালা কর।

মেধো ॥ ত্রিশূল আমার হাতে নাচতে শুরু করেছে বাপ!

[তাণ্ডব একটু স্তিমিত হলে বাপ-বেটা বৌটির মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে থাকে]

ঘিনু ॥ ওমা পার্বতী, আমরা আসছি গো...

মেধো ॥ মড়া তোমার বাসি হবে—আমরা আসছি।

[ধীরে ধীরে পর্দা নামে]

স্বর্ণ ভিলা

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র ঃ

সুশান্ত কল্যাণ· প্রদীপ আশিষ্ কমল রবি স্বাতী মনোরমা

[বোমবাই শহরের অভিজাত পাড়ায় শিল্পপতি কল্যাণ রায়ের বাড়ি। বাড়ির নাম স্বর্ণভিলা। কল্যাণ রায় একজন মাঝারি ধরনের শিল্পপতি। মঞ্চে যে অংশটি দেখা যাবে সেটি কল্যাণ রায়ের ড্রইংরুম। ড্রইংরুমটি বেশ প্রশস্ত। এক পাশে সোফা-সেট পাতা। দেওয়ালে একটি আধুনিক শিল্পরীতির ছবি। সোফার সামনে টিপয়ে একটি-তুটি ম্যাগাজিন। ড্রইংরুমের বাঁ-দিকের দরজা দিয়ে কল্যাণ রায়ের গেসটরুমে যেতে হয়। ডান দিক দিয়ে ডাইনিংরুমে যাবার রাস্তা। মঞ্চের পিছনে; বাইরের লনে যাবার দরজা। প্রত্যেকটি দরজায় সুদৃশ্য পরদা ঝুলছে।

পর্দা ওঠার আগে কিছুক্ষণ থিম মিউজিক বাজবে। মিউজিক ভেসে আসছে পাশের বাড়ি থেকে। সেখানে উইক-এণ্ড পার্টি চলছে।

পর্দা উঠলে মঞ্চের আলো একটু একটু করে উজ্জ্বল হবে। মঞ্চ শূন্য।

একটু একটু করে একটি মোটরের শব্দ স্পষ্টতর হবে। গাড়ি থামা ও দরজা বন্ধ করার শব্দ। তারপর পুরুষ ও নারী কণ্ঠের খিলখিল হাসির শব্দ এগিয়ে আসবে। দেখা যাবে মঞ্চে প্রবেশ করছে কল্যাণ রায়ের একমাত্র মেয়ে ববিতা আর তার বন্ধু সুশান্ত। তু'জনের পরণে টেনিশের পোশাক। স্পোরটস গেঞ্জির ওপর সুশান্তর গলায় একটি স্কারফ জড়ানো। ববি সুশান্তর স্কারফের একপ্রান্ত ধরে মঞ্চে টেনে নিয়ে আসবে।]

সুশান্ত ॥ ওহ্ প্লিজ ববি, আজ ছেড়ে দাও। অনেক রাত হয়ে গেছে।

[ববি ছেড়ে দিল]

ববি ॥ ছি—ছি—এখন তো মাত্তর রাত দশটা। দশটা আবার বোমবেতে রাত নাকি?

সুশান্ত ॥ Exactly so. তবে আমাকে আজ একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে হবে ববি।

ববি ॥ ওহ সুশান্ত, তুমি যদি রাত দশটার সময় বাড়ি ফের তাহ'লে তোমার মা

ভীষণ ওরিড হয়ে পড়বেন। ভাববেন ছেলের বোধ হয় ভী-ষ-ণ শরীর খারাপ করেছে।

সুশান্ত ॥ মা নয়, বাবা।

ববি ॥ বাবা ?

সুশান্ত ॥ হ্যাঁ, বাবা কদিন ধরেই বলছেন, আমার সঙ্গে তাঁর কী সব জরুরী কথা-বার্তা আছে—আই মিন বিজনেশ-টক। বুঝতেই পারছ, সেগুলি পর্বত হইতে যীশুর উপদেশ ছাড়া কিছুই নয়। আমার কাছে ঐসব নীরস বিজনেস টকের চেয়ে ক্লাব আর পারটি মোর ইন্টারেসটিং। কিন্তু ফাদার কিছুতেই আমার এই ফিলোজফি বুঝবেন না। অথচ ছাখো, বাবাকে চটাতেও পারি না। প্রায়ই ভয় দেখান, সব প্রপারটি মিশনে দিয়ে যাব। ওঃ মিশন কি ভীষণ! যদি সত্যি সত্যি রাগ করে কোনোদিন—নাঃ আমি আর ভাবতেও পারছি না।

ববি ॥ তোমাকে আর ভাবতেও হবে না। তোমার বাবা এখনও ক্লাব থেকে ফেরেন নি। মাম্মীর ঘরে আলো জ্বলছে না। ক্লাব থেকে ফিরলে জানতে পারতাম। আর আজ তো ওদের ক্লাব ডে। এগারোটা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। হ্যাভ এ কাপ অফ কফি ?

সুশান্ত ॥ [উশখুশ করছে] ইয়ে, ববি, তুমি হাতে করে দিলে আমি কফি কেন, পটাসিয়াম সায়নাইড পর্যন্ত খেতে পারি। তবে বলছিলাম কি, তুমি আমার বাবাকে চেন না। মানে তেমন ভাবে চেন না। ওঁর হাতে থাকে হুইশকির গ্লাস, কিন্তু মনের মধ্যে থাকে বিজনেস। দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে বুড়োর নেশা ছুটে যাবে। আমার কথা মনে পড়বে। স্ট্রেট বাড়িতে গিয়ে আমাকে যদি না দেখে—

ববি ॥ তাহলে স্ট্রেট মিশনের সেক্রেটারিকে ফোন! অল রাবিশ! ডোনট বি সিলি সুশান্ত। কাম অন—চলো একটু লনে গিয়ে বসি। কফি না খাও একটা ছোট ব্রাণ্ডি খেয়ে যাও। কাম অন—[সুশান্তর স্কারফ ধরে টানল]

সুশান্ত ॥ আ :—হা, করছ কি ববি গলায় ফাঁস লেগে যাবে যে।

ববি ॥ তার মানে তুমি বলতে চাও তোমায় আমি ফাঁসাব ?

সুশান্ত ॥ ফাঁসাব ? বাঃ বেশ বলেছো কথাটা। ববি, তোমার জন্তে আমি দশবার ফাঁসি যেতে রাজি আছি। কিন্তু আমি বলছিলাম কি, এইভাবে টানলে স্কারফটা ছিঁড়ে যেতে পারে। এটা আমি কণ্ঠ স্যাণ্ডটির মত করে

পরলেও এটা আমার কাছে একটা কণ্ঠহার। কারণ এটা আমার জন্মদিনে তোমারই দেওয়া আমাকে উপহার। [নেপথ্যে কুকুরের ডাক]

ববি ॥ শুনছ তো, আমার গলার আওয়াজ চিনতে পেরে টম কেমন চেঁচাচ্ছে।

সুশান্ত ॥ হ্যাঁ, হিজ মিসট্রেসেস ভয়েজ যে!

ববি ॥ সুশান্ত, তোমরা পুরুষেরা ভালবাসা কাকে বলে তা ওই টমের কাছ থেকে শেখ।

সুশান্ত ॥ তা ঠিক। সুন্দরী মেয়েদের চেয়ে তাদের কুকুরদের কাছ থেকেই অনেক কিছু শেখার আছে, বিশেষ করে ভালবাসাতো বটেই।

ববি ॥ কী বললে?

সুশান্ত ॥ না, বলছিলাম কি—কে যেন বলেছিলেন: মোর আই সি এ ম্যান মোর আই লাভ এ ডগ। মানুষকে যত দেখছি ততই আমার কুকুরকে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে।

ববি ॥ Oh you naugty boy, (ডাকল) স্বাতী স্বাতী, নাঃ এই ঝি চাকর গুলো যা হয়েছে না আজকাল।

সুশান্ত ॥ কার কথা বলছ? এই যে শুনি স্বাতী তোমাদের আত্মীয়া—

ববি ॥ ঠিকই শুনেছ। আমাদের ফ্যামিলিতে কে আত্মীয় কে যে ঝি-চাকর তা বোঝা মুশকিল।

সুশান্ত ॥ কিন্তু স্বাতী সম্পর্কে তোমার বোন হয় বলে শুনেছিলাম।

ববি ॥ ওই হলো। ড্যাডির এক কাজিন সিসটারের মেয়ে। লতায় পাতায় জড়ানো আত্মীয় আর কি। ছোটবেলায় বাপ মা মারা যায়। তাও ভাখো মারা গেছে এক আন-স্মারট রোগে—কলেরায়। নিশ্চয়ই ভ্যাকসিনেশন নেয়নি।

সুশান্ত ॥ আচ্ছা, দেখো মানুষ যখন একদিন না একদিন কোনো না কোনো রোগে মারা যাবেই তখন কে কোন রোগে মারা যাবে সে-সম্পর্কে একটা অপশান থাকলে কেমন হয় বলতো?

ববি ॥ ওহ গ্র্যাণ্ড আইডিয়া! (ডাকতে লাগল) স্বাতী স্বাতী।

[স্বাতী এসে ঢুকবে। স্বাতী ববিরই বয়সী। সুশ্রী কোমল চেহারা। পরণে সাধারণ শাড়ি]

ববি ॥ কোথায় থাকিস?

স্বাতী ॥ একজন অতিথি এসেছেন, চা দিচ্ছিলাম।

ববি ॥ অ-তি-থি। মানে গেসট? ওহ্ মাই গড। তুই আজকাল বাংলায় অনারস নিয়ে পড়ছিস নাকি? গেসটকে বলছিস অতিথি!

সুশান্ত ॥ খবরদার, আর যাই কর স্বাতী, বাংলায় অনারস খবরদার পড়ো না, একটা নারসের চাকরিও জুটবে না। তবে যাই বল ববি, অতিথি ইজ এ ভেরি রোম্যান্টিক ওয়ার্ড। তাই না?

ববি ॥ দেখ সুশান্ত, তুমি হচ্ছো একজন কসট অ্যাকাউনটেনট—তোমাকে যদি কেউ—কি বলে গিয়ে ওই 'কেষ্টো অ্যাকাউনটেনট' বলে সেটাও তো কেমন রোমান্টিক শোনায় তাই না?

সুশান্ত ॥ এই ছাখো আমি কি বলছি, আর অমনি তুমি কি—(স্বগত) যাকগে চেপে যাই।

ববি ॥ এই রাত দুপুরে গেসট কোত্থেকে এলো?

সুশান্ত ॥ কে এলো এই মধ্যরাতের অতিথি—সরি, গেসট?

স্বাতী ॥ মামাবাবুর সঙ্গে এসেছেন।

ববি ॥ ড্যাড ফিরেছেন?

সুশান্ত ॥ মেসোমশায় বাইরে গিয়েছিলেন না-কি?

ববি ॥ হ্যাঁ জামসেদপুরে। (স্বাতীকে) ড্যাডি কখন ফিরেছে?

স্বাতী ॥ বিকেলে ট্রেন লেট ছিল।

সুশান্ত ॥ সঙ্গে গেসট নিয়ে?

ববি ॥ তুই চিনিস?

স্বাতী ॥ না। মামাবাবু বললেন ওঁর বিশিষ্ট বন্ধু।

সুশান্ত ॥ বন্ধু? কত বয়স?

ববি ॥ চেহারা কেমন?

সুশান্ত ॥ বাড়ি কোথায়?

ববি ॥ রোগা না মোটা?

সুশান্ত ॥ কালো না ধলা না উজ্জল শ্যামবর্ণ?

স্বাতী ॥ অল্প বয়স। আর কিছু জানি না।

ববি ॥ নাম জানিস ভদ্রলোকের?

স্বাতী ॥ হ্যাঁ জানি—প্রদীপ্ত।

ববি ॥ প্র-দী-প্ত। হুঁঃ, নামের বাহার আছে দেখছি।

সুশান্ত ॥ চিনতে পারলে?

ববি ॥ নিশ্চয়ই ড্যাডির কোন পুওর রিলেটিভ। বমবেতে বেড়াতে এসে নিখরচায় এই স্বর্ণভিলাতে এসে উঠেছে। ওঃ সুশান্ত, কত রকমের মেডিসিন বার হচ্ছে একটা অ্যানটি আত্মীয় মেডিসিন বার করা যায় না? বোমবেতে যত বাঙালী বেড়াতে আসে তার অন্তত ফিফটি পারসেন্ট ড্যাডির কোন না কোন সম্পর্কে আত্মীয়। সেবার ড্যাডির কোন এক পিশতুতো ভাইয়ের ছেলে গোটা ফ্যামিলি নিয়ে একমাস থেকে গেল। আর ফ্যামিলি মানে কি জানতো? ন' নটা ছেলেমেয়ে।

সুশান্ত ॥ সরকারের ফ্যামিলি প্ল্যানিং ক্যামপেন সুরু করার আগেই হয়তো হয়ে থাকবে।

ববি ॥ তুমিও যেমন। পুওর পিপলরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং কি তাই জানে না! এই জন্যইতো আমাদের এত ফুড স্কেয়ারসিটি!

সুশান্ত ॥ যাকগে বাদ দাও ও সব কথা। আমাদের কালকের প্রোগ্রামের কথা মনে আছে তো?

ববি ॥ সিওর। সকালে ম্যাগনোলিয়াতে জ্যাম সেসন। ওখানেই লাঞ্চ— তারপর—

সুশান্ত ॥ বিকেলে জুহু বিচে বেড়ানো! ইভনিং-এ বাড়ি ফিরেই আবার রাতে মিস শ্রীধরণীর বাড়ি বার্থডে পার্টি;

ববি ॥ Are you sure it is a birth day party? Last জুলাইতে বারথ ডে পারটি হয়ে গেল না!

সুশান্ত ॥ Oh No! সেট ছিল ওঁর কুকুরের বার্থডে পার্টি।

ববি ॥ তা হবে, আমার খেয়াল নেই। তা হলেই দেখছ কাল কী রকম হেভি ডে। জ্যাম সেসন একটা পর্যন্ত চলবে। লাঞ্চ শেষ হতে হতে বেলা তিনটে। বাদ দাওনা জুহু—

সুশান্ত ॥ উহু উহু। কাল জুহুর নীচে বসে তোমায় কতগুলো কথা বলবো ববি..

ববি ॥ তুমি তো কথা বলেই খালাশ। এদিকে আমি যে কী করে ম্যানেজ করি। নিউ স্টাইলে যেতে হবে চুল বাঁধতে। লুসি বলে দিয়েছে ন'টায় ড্যানস সুরু। তাজ থেকে ব্যাণ্ড আসছে।

[হঠাৎ চোখে পড়ল স্বাতী তখনও দাঁড়িয়ে]

এই তুই এখনও হাঁ করে দাঁড়িয়ে? তোকে বললাম না, দুকাপ কফি করে নিয়ে আসতে—

স্বাতী ॥ কই আমাকে তো কিছু বলেননি—

রবি ॥ তাহলে কাকে বললাম। বেশ তোকে যদি নাই বলে থাকি তুই নিজে বুদ্ধি খরচ করে নিয়ে আসবি তো…

সুশান্ত ॥ না—না, স্বাতী তোমাকে বুদ্ধি কেন কফিও খরচ করতে হবে না। এত রাতে আমি আর কফি খাবো না।

রবি ॥ (স্বাতীকে) তুই যাতো! (স্বাতী চলে যায়।) সুশান্ত, তোমার মত পিতৃভক্ত ছেলেদের দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। তখন থেকে বাচ্চা ছেলের মত ঘ্যান ঘ্যান করছ, বাড়ি যাবো বাড়ি যাবো….

[কল্যাণ রায়ের প্রবেশ। বয়স পঞ্চাশ। রাশভারি চেহারা। পাজামা পাঞ্জাবি পরা। হাতে চুরোট]

কল্যাণ ॥ কে বাড়ি যাবার জন্য ঘ্যান ঘ্যান করছে?

রবি ॥ ওহ্ ড্যাডি। তুমি বাড়ি আছ? তোমার ঘরে আলো জ্বলছে না দেখে—

কল্যাণ ॥ রেস্ট্ নিচ্ছিলাম। বাড়ি যাবে কে বলছিল—সুশান্ত বুঝি?

সুশান্ত ॥ আপনি ফিরেছেন শুনেছি। ভাবলাম আপনাকে আজ আর ডিসটারব না করে কাল এসে দেখা করে যাব।

কল্যাণ ॥ দ্যাটস গুড, দ্যাটস গুড। হ্যাঁ সুশান্ত, তোমার বাবা ভাল তো?

সুশান্ত ॥ শরীর ভাল নয়। বলছিলেন চেক-আপের জন্য এই অক্টোবরে ভিয়েনা যাবেন।

কল্যাণ ॥ দ্যাটস গুড দ্যাটস গুড। Viena is a good place. পাগলদের চিকিৎসার পক্ষে ভাল জায়গা।

সুশান্ত ॥ আজ্ঞে বাবা পাগল হননি—ওঁর হারটের—

কল্যাণ ॥ হন নি তবে হতে কতক্ষণ। যা প্রবলেম বাড়ছে একটার পর একটা। আমাকেও হয়ত ভিয়েনা যেতে হবে। এ দেশে সুস্থ থাকার উপায় নেই হে। এই দ্যাখ না, Independence-এর পর Industrialist-দের কপাল ফিরবে ভেবেছিলাম। কিন্তু কি হল? আজ লেবর ট্রাবল, কাল একসাইজ ডিউটি, পরশু সেলস ট্যাক্স, তরশু ইনকাম ট্যাক্স। বসন্তের গুটির মত সর্বাঙ্গে ট্যাক্স চাপিয়ে বসে আছি।

সুশান্ত॥ আপনি তবু বসে আছেন, বাবা বলেন উনি শুয়ে পড়েছেন। মানে ওঁকে শুইয়ে দিয়েছে।

কল্যাণ॥ শালগ্রামের আবার ওঠা বসা। West Bengal Industry-র খুব খারাপ খবর শুনি। কিন্তু বোম্বেতেও কি আমরা সুখে আছি? এইতো আমার ফ্যাক্টরিতে ছ'মাস লক-আউট গেল দেখলে তো? আমি জামসেদপুর গিয়েছিলাম মিঃ সিঙ্ঘানিয়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে। উনি ঘানায় গিয়ে ইণ্ডাসট্রি করবেন। আমিও ভাবছি—

সুশান্ত॥ ক্যামচকটকা কিংবা লোপাটকায় চলে যাবেন?

ববি॥ ড্যাডি আমি কিন্তু ঐ যে কী বললে ওই সব দেশে থাকতে পারব না। আমি তাহলে লণ্ডন গিয়ে সেটল করব।

সুশান্ত॥ হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি লণ্ডনেই সেটল কোর। বাবা প্রায়ই বলেন, রিটায়ার করে লণ্ডনের কাছে জমি কিনবেন!

আমার বোন-ভগ্নিপতি কানাডায় সেট্‌ল্‌ড। কসট অব লিভিং ইণ্ডিয়াতে দিনকে দিন যে ভাবে বাড়ছে। অ্যামবাসাডারের দাম এক লাফে বেড়ে তেত্রিশ হাজার হলো। সাড়ে চার হাজার একটা ফ্রিজের দাম। সেদিন একটা টি ভি কিনলাম সাড়ে পাঁচ হাজার।

ববি॥ ড্যাডি, তোমার নাকি একজন গেস্ট এসেছে?

কল্যাণ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওহ্‌ তোর সঙ্গে প্রদীপ্তর আলাপ হয়নি বুঝি?

ববি॥ না। তাহলে স্বাতী ঠিকই বলেছে।

কল্যাণ॥ জামসেদপুর থেকে বোম্বে আসার পথে ট্রেনে আলাপ। জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় যাবে? বলল বোম্বাই। কিন্তু কোথায় উঠবে ঠিক নেই। শুনলাম চাকরি খুঁজতে বেরিয়েছে। আমি এক রকম জোর করে এখানে এনে তুলেছি।

ববি॥ ট্রেনে আলাপ। আর তুমি অমনি এনে ঘরে তুললে?

সুশান্ত॥ ওর বাবা কী করেন, কত পাইনে পান খোঁজ নিয়েছেন?

ববি॥ কে জানে, নকশাল-টকশাল কিনা, কলকাতার বেকার বাঙ্গালী শুনলেই ভয় হয়।

কল্যাণ॥ না—না, তেমন কিছু নয়। খুব ভদ্র বিনয়ী ছেলে, আলাপ হলে দেখিস খুব ভাল লাগবে।

[স্বাতী দু কাপ কফি নিয়ে এলো]

স্বাতী। মামাবাবু, আপনার ডিনার রেডি করবো ?

কল্যাণ। না, তোর মামীমা আশীষ ফিরুক। এক সঙ্গে বসব। হ্যাঁ, প্রদীপ্তও আমাদের সঙ্গে খাবে। সুশান্ত, তোমরা গল্প কর আমি একটু ওপরে যাচ্ছি।

[কল্যাণ চলে যাবে। স্বাতীও তার পিছনে পিছনে চলে যায়। সুশান্ত কফিতে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরায়। তাকে দেখে মনে হয় সে ব্যাপার দেখে বেশ অবাক হয়েছে]

সুশান্ত। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিনা।

ববি। ড্যাডির এক এক সময় এক একটা খেয়াল চাপে। সেবার কোথা থেকে একটা বাঁদর পা ভেঙে ছাদে শুয়ে ছিল। ড্যাডি তাকে ধরে হাসপাতালে পাঠালেন।

সুশান্ত। মানুষ বলেই বেশী ভয়, বাঁদর হলে ভয় পেতাম না।

[প্রদীপ্ত ঢুকল। বয়স সাতাশ-আটাশ। লম্বা একহারা চেহারা। চোখে চশমা। শ্যামলা রঙ। মিষ্টি চেহারা পরনে পাঞ্জাবি-পাজামা, পায়ে চটি]

প্রদীপ্ত। নমস্কার। মিঃ রায়ের গলার আওয়াজ পাচ্ছিলাম, উনি কোথায় ?

ববি। আপনি কে জানতে পারি কি ?

প্রদীপ্ত। আমি প্রদীপ্ত।

ববি। আগে বা পিছনে কোন টাইটেল নেই ?

প্রদীপ্ত। ডাকার জন্য একটা নামের দরকার। সেটাতো রয়েছে।

ববি। আর চেনার জন্য একটা টাইটেল দরকার। আপনি প্রদীপ্ত সমাদ্দার কিংবা প্রদীপ্ত হিম্মৎসিংকা তা কি করে বুঝব ?

সুশান্ত। মনে হচ্ছে ওঁর টাইটেল নাগ। কেমন ফোঁস ফোঁস করছেন।

প্রদীপ্ত। ভয় নেই, কামড়াব না।

সুশান্ত। সব নাগ আবার কামড়াতেও পারে না।

প্রদীপ্ত। চ্যালেঞ্জ করবেন না—পরিণামে আপনাদেরই বিপদে পড়তে হবে।

সুশান্ত। আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন জানেন ?

প্রদীপ্ত। জানি, মিঃ রায়ের একমাত্র মেয়ে মিস ববিতা রায়ের সঙ্গে। (সুশান্তকে দেখে) আপনি কে বটে হে জানতে পারি ?

সুশান্ত। একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে সমীহ করে কথা বলবেন।

প্রদীপ্ত ॥ অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় সে সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা মাত্র পাঁচ মিনিটের।

সুশান্ত ॥ তার মানে ?

প্রদীপ্ত ॥ এই কিছুক্ষণ আগেই এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে শিখলাম একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়।

সুশান্ত ॥ (রেগে গিয়ে) আপনার পরিচয় জানতে চাইবার অধিকার নিশ্চয়ই আমাদের আছে।

প্রদীপ্ত ॥ নিশ্চয়ই। আমি একজন বেকার যুবক।

সুশান্ত ॥ তাই বলুন। চাকরি চান ?

প্রদীপ্ত ॥ ঠিক ধরেছেন। দেবেন একটা চাকরি ?

সুশান্ত ॥ মেসোমশায়কে একা পেয়ে বেশ কনভিনসড করে ফেলেছেন মনে হচ্ছে।

প্রদীপ্ত ॥ আজ্ঞে না। আমি ওঁকে চাকরির ব্যাপারে কিছুই বলিনি। তবে আমি যে বেকার যুবক, বোম্বেতে চাকরির সন্ধানে এসেছি একথা বলেছি।

সুশান্ত ॥ আর সেটা শুনে উনি আপনাকে এখানে—

প্রদীপ্ত ॥ হ্যাঁ, একরকম জোর করেই—

সুশান্ত ॥ A tale told by an idiot.

প্রদীপ্ত ॥ একটু ভুল হয়ে গেল…

রবি ॥ What do you mean ?

প্রদীপ্ত ॥ ওটা by না হয়ে to হবে—A tale told to an…ইত্যাদি ইত্যাদি।

রবি ॥ ননসেনস। এভাবে insult করার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে ?

প্রদীপ্ত ॥ অপমান করার অধিকারটা আপনাদের একচেটিয়া ?

সুশান্ত ॥ কি বলতে চান আপনি ?

প্রদীপ্ত ॥ বলতে চাই, বাড়িতে ডেকে এনে এভাবে যে কেউ কাউকে অপমান করতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না।

রবি ॥ ড্যাডির সঙ্গে আপনার আলাপ ট্রেনে। তাঁর মেয়ে হিসাবে আমার দেখবার every right আছে কোন বাজে লোক তাঁকে exploit করছে কিনা।

প্রদীপ্ত ॥ সেকী ! আপনাদেরও exploitation-এর ভয়। আপনারাইতো ওটা এতদিন ধরে চালিয়ে আসছেন ?

রবি ॥ দেখছি এর মধ্যে আমাদের সব পূর্ব ইতিহাস আপনার জানা হয়ে গেছে।

প্রদীপ্ত ॥ সমস্ত Capitalist-এর পূর্ব ইতিহাস এক। শোষণ না করলে কেউ ধনী হতে পারে না।

সুশান্ত ॥ আপনি Right না left ?

প্রদীপ্ত ॥ I am always right কারণ আমি wrong মানে অন্যায়ের বিপক্ষে।

সুশান্ত ॥ আপনি চাকরি খুঁজছেন বলছিলেন। আপনার কোয়ালিফিকেশন কতদূর ?

প্রদীপ্ত ॥ আমি বাংলায় এম. এ. পাশ।

[সুশান্ত ও রবি দুজনে শব্দ করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে সুশান্ত বলে]

সুশান্ত ॥ একেবারে গরুর বিষয়।

রবি ॥ গরুর বিষয় মানে তুমি কি Mean করছ ?

সুশান্ত ॥ 'গরুর বিষয়' শোননি। জেলখানায় যখন চোরেরা কারও কাছে পরিচয় দেয়, তখন বড় বড় চোরেরা বলে আমি জুয়েল থিফ, কেউ বলে আমি ক্যাট বারগলার, আর গরু চোর কোন কথা বলেনা—অনেক পীড়াপীড়িতে বলে : আজ্ঞে আমার হল ঐ গরুর বিষয়।

[রবি খিল খিল করে হেসে ওঠে]

প্রদীপ্ত ॥ উপমাটা ওঁর উপযুক্তই হয়েছে।

[রবি আরও জোরে হেসে ওঠে]

সুশান্ত ॥ আমি ঠিকই বলেছি। এই বেকারির যুগে, যখন লাখ খানেক ইঞ্জিনিয়ার বেকার, ডাক্তাররাও চাকরি পায়না, সায়েনটিসট সুইসাইড করে, তখন বাংলায় এম. এ. পাশ করে আপনি বোমবাইয়ে এসেছেন চাকরি খুঁজতে ? আপনি বরং বাঁকুড়া কিংবা মেদিনীপুরের কোন গাঁয়েটায়ের প্রাইমারি ইস্কুলে চেষ্টা করুন।

প্রদীপ্ত ॥ আপনি কি বাঙ্গালী ?

সুশান্ত ॥ আপনার কি মনে হয় ?

প্রদীপ্ত ॥ আপনি বাঙলা ভাষা জানেন ?

সুশান্ত ॥ আমি কি আপনার সঙ্গে হিবরু ভাষায় কথা বলছি নাকি ?

প্রদীপ্ত ॥ বানান করুন তো কুজ্ঝটিকা।

রবি ॥ What do you mean ?

প্রদীপ্ত ॥ চ্যালেঞ্জ করছি। উনি পারবেন না।

সুশান্ত ॥ কুজ্ঝটিকা বানানের সঙ্গে বাঙালী হওয়া না-হওয়ার কি সম্পর্ক ?

প্রদীপ্ত ॥ আছে আছে। সম্পর্ক হলো এই যে আপনি বাঙালী হয়ে বাংলা জানেন না, অথচ বেশ করে খাচ্ছেন। আমি বাংলা ভাষায় এম. এ, পাশ করেও ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

রবি ॥ আপনি আজে-বাজে কথা বলতে বেশ শিখেছেন দেখছি।

প্রদীপ্ত ॥ (হাই তুলে) আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। স্বাতী দেবীকে বলবেন, আমি শুয়ে পড়েছি। খাবার রেডি হলে যেন ডাকেন।

[যেতে যেতে ফিরে দাঁড়ান]

হ্যাঁ, ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা নামে এক ভদ্রলোক বর্ণপরিচয় বলে তুটো চটি বই লিখেছিলেন। বই তুটি পেলে পড়বেন। শুভরাত্রি।

[চলে যায়। রবি ও সুশান্ত কিছুক্ষণ হতবাক। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেতেই সুশান্ত রেগে ওঠে]

সুশান্ত ॥ দেখলে রবি, এই লোকটা কীভাবে ইনসালট করে গেল! দেখলে ?

রবি ॥ তুমি আমার কাছে আগে তো বেশ চোথা চোথা কথা বলছিলে—ওই লোকটার কাছে এমন মিইয়ে গেলে কেন ?

সুশান্ত ॥ কেন ? আমিও শুনিয়ে দিয়েছি।

রবি ॥ ছাই দিয়েছ। একটা বাংলা বানান জিজ্ঞাসা করল। তাও বলতে পারলে না ?

সুশান্ত ॥ (অসহায় ভাবে , আমার যে English medium—বাংলাটা ঠিক আসে না। আর তা ছাড়া ঐ সব বাংলা word জীবনে শুনিনি ! যাই হোক, ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। লোকটা নকশাল না হয়ে যায় না। মেসোমশায়কে সাবধান করে দিতে হবে। যতদূর মনে হচ্ছে পুলিশের তাড়া খেয়ে বোম্বেতে পালিয়ে এসেছে।

রবি ॥ বাবার চেয়ে কাকাকে বললে কাজ হবে, কাকা খুব হুঁশিয়ার লোক।

সুশান্ত ॥ (ঘড়ি দেখে) ইস, এগারোটা বাজতে দশ মিনিট। আমি এখুনি পালাই।

[চলে যেতে যাবে। এমন সময় ঢুকলেন মিসেস রায় অর্থাৎ মনোরমা।

বয়স চল্লিশোর্ধ কিন্তু সাজগোজে উগ্র আধুনিকা। তার ওপর পারটি থেকে ফিরলেন। পরনে পারটির পোশাক। হাতে ব্যাগ। মনোরমা কথা বলার সময় ওঁর গলার আওয়াজ পেয়ে স্বাতী এক সময় ঢুকে ওঁর হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে যাবে। তারপর চাকর এসে এক গ্লাশ জল এনে দেবে। গ্লাস নিয়ে চলে যাবে]

মনোরমা ॥ এই যে সুশান্ত! কেমন আছ?

সুশান্ত ॥ খুব ভাল নেই মাসীমা।

মনো ॥ কেন কী হল?

সুশান্ত ॥ বাবা।

মনো ॥ বাবা! বাবার আবার কি হল? তোমার বাবার সঙ্গে তো ক্লাবের পারটিতে দেখা হলো। কই তিনিতো কিছু—ও হ্যাঁ, বলছিলেন বটে চিকিৎসার জন্য ভিয়েনা যাবেন। আমার এক ভাইতো এই কিছুদিন আগে ভিয়েনা থেকে ব্রেণ অপারেশন করিয়ে এল।

ববি ॥ (একটু অবাক হয়ে) কই মাম্মী? তুমিতো আমাকে কোনদিন বলনি?

মনো ॥ তুই চিনবি না। আমার এক কাজিন, তুই দেখিসনি। তবে ভিয়েনার ডাক্তার বলল: ব্রেণটা অপারেশন করে পালটে দিলাম বটে কিন্তু ট্রপিকালাইজড ব্রেণতো নয়—গরমের দেশ ইণ্ডিয়ায় ফিরলে ব্রেণ আবার গলে যেতে পারে। সেজন্য ও ভিয়েনাতেই সেটল করে গেল। এখন ওখানেই আছে।

সুশান্ত ॥ না, বাবার ব্রেণ বলতে নেই ঠিকই আছে। এখন বেশ কিছুদিন চলবে। তবে আমার সঙ্গে আজ নাকি ওঁর কীসব জরুরি কথাবার্তা আছে—রাত এগারোটায় অ্যাপয়েনটমেনট। তাই এখুনি পালাতে হবে।

মনো ॥ তোমার বাবার বয়স হয়েছে। সময় থাকতে সব কথাবার্তা বলে নেওয়াই ভাল। জয়েণ্ট ফ্যামিলি বোঝতো। তুমি সারাজীবন পিতৃসেবা করে গেলে। অথচ আসল সময় দেখা গেল, তোমার ভাগ্যে হাজার কয়েক টাকার কোমপানির কাগজ ছাড়া আর কিছুই জুটল না। আমি নিজে ভুক্তভোগী বলেই বলছি। সেই সেবার যেবার হিন্দু কোড বিল পাশ হবে সেই বছর বাবা মারা গেলেন। তখনও আইন পাশ হয়নি। পার্লামেণ্টে ডিবেট চলছে। বাবা সেই সময়েই—Oh God! একেই বলে luck. আর একটা মাস যদি অপেক্ষা করে যেতেন। ভাইরা সুযোগ নিল। একটা পয়সাও

পেলাম না। অথচ বাবা সেকালের রায় বাহাদুর। কলকাতায় চার চার খানা বাড়ি।

সুশান্ত ॥ আমিতো পরশু আবার আসছি। সব শুনব। আজ তাহলে যাই।

[যেতে চাইবে]

মনো ॥ কেন, কাল কি করছ? কালতো Sunday আছে।

সুশান্ত ॥ কাল আমার ও ববির whole day programme. সকালে জ্যাম সেসন। রাতে পারটি।

মনো ॥ Oh that is more important. ববি আজকাল কী রকম নাচছে? ও পিটার প্রের কাছে চা-চা টা শেখে। পিটার শেখায় ভাল। তবে ফীজটা একটু বেশি। Per lession two hundred Rupees.

ববি ॥ সুশান্ত. তুমি যাও। মার লেকচার একবার সুরু হলে ঘণ্টা না পড়লে থামবে না।

সুশান্ত ॥ Good Night মাসীমা. Good Night ববি। [প্রস্থান]

ববি ॥ (হাত নেড়ে) গু-ড না-ই-ট। Have a nice dream.

[মনোরমা এবার কোচে বসলেন]

মনো ॥ তোর ড্যাডি ফিরেছে?

ববি ॥ হঁ্যা। ফিরেই একটা কাণ্ড বাঁধিয়েছে। কোথেকে একটা ভ্যাগাবণ্ডকে এবাড়িতে ধরে এনেছে। ট্রেনে নাকি আলাপ।

মনো ॥ (অবাক ও আতঙ্কিত) অমনি বাড়িতে? My goodness. কোথায় লোকটা?

ববি ॥ গেস্ট রুমে।

মনো ॥ তোর ড্যাডির কি কোনদিন কাণ্ডজ্ঞান হবে না? যত বলি ওগো নিজের বুদ্ধিতে আর চোলনা—হোঁচট খাবে। আমার কাছে একটু বুদ্ধি ধার নাও। তা আমার কথাই যদি শুনবে তা হলে কারখানাটা এভাবে ডুববে কেন? ওই গিরিজাকে ঢোকাবার সময় আমি পই পই করে বারণ করি নি? এখন বুঝছেন ঠ্যালা। তা হঁ্যারে, ভ্যাগাবণ্ডটা দেখতে কেমন? কালো না ফরসা?

ববি ॥ কে জানে, আমি অত ভাল করে লক্ষ্যই করিনি। আমাকে এসে খামাখা ইনসালট করে গেল।

মনো ॥ তোকে ইনসালট করে গেল আর তুই লোকটা কেমন দেখতে লক্ষ্য করলি ন।

ববি ॥ দরকার থাকে তুমি গিয়ে লক্ষ্য কর। আমি ওর মধ্যে নেই।

মনো ॥ আমার তো জানা দরকার—কী রকম স্ট্যাটাসের লোক। ইনকাম ট্যাকস দেয়—দেখে মনে হল ?

ববি ॥ Income tax দেবে ? হুঃ ! তোমায় বলছি কি তা হলে ? বেকার ! চাকরি খুঁজতে এসেছে। ভ্যাগাবনড টাইপের লোক।

মনো ॥ ভ্যাগাবণ্ড ! বলিস কি ! আমার বাড়িতে ! তোর ড্যাডিকে নিয়ে আমি আর পারি না। ইচ্ছে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে গুরুদেবের আশ্রমে গিয়ে থাকি !

ববি ॥ তার আগে উটকো লোকটাকে বিদেয় করে যাও। ঐযে ড্যাডি আসছে। আমি চেঞ্জ করতে যাচ্ছি।

[ববি চলে গেল। উলটো দিক দিয়ে কল্যাণ রায় ঢুকবে]

কল্যাণ ॥ এই যে মনো এইমাত্র ফিরছ বুঝি ?

মনো ॥ শুনলাম. ট্রেনে আলাপ কোন ভ্যাগাবণ্ডকে নিয়ে এসে বাড়িতে তুলেছ ?

কল্যাণ ॥ চুপ। শুনতে পাবে যে। প্রদীপ্ত পাশের ঘরেই রয়েছে।

মনো ॥ ওই ভ্যাগাবণ্ডটার নাম বুঝি প্রদীপ্ত ?

কল্যাণ ॥ আঃ মনোরমা. তোমার গলায় সব সময় যেন লাউড স্পীকার বসানো। শোন, আসল কথাটা তোমাকে বলি। ভগবান এবার মুখ তুলে চেয়েছেন।

মনো ॥ কেন গুরুদেব কি কিছু বলেছেন নাকি ?

কল্যাণ ॥ না না-গুরুদেব যা বলেছিলেন সেতো তুমি জান ?

মনো ॥ কি বলেছিলেন বলতো ?

কল্যাণ ॥ বলেছিলেন, পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত তোর খুব কষ্ট যাবে।

মনো ॥ তারপর ?

কল্যাণ ॥ তারপর কষ্টটা সয়ে যাবে।

মনো ॥ (হতাশ হয়ে) অ। তা হলে আবার এর মধ্যে ভগবান মুখ তুলে চাইলেনটা কখন ?

কল্যাণ ॥ ট্রেনে।

মনো ॥ ট্রেনে ভগবানের সঙ্গে দেখা হল ?

কল্যাণ॥ ঠিক তাই।

মনো॥ (গেলাসের দিকে দেখিয়ে) ক'টা হল?

কল্যাণ॥ নাগো না। আমার একদম নেশা হয়নি। প্রদীপ্তই এখন আমাদের ভগবান।

মনো॥ তা তোমার ভগবানটির আসল পরিচয়টা কি জানতে পারি?

কল্যাণ॥ কাউকে কিন্তু এ-কথা বলতে পারবে না। প্রদীপ্তর আসল পরিচয় হল ও সুনন্দ সেনের ছেলে আনন্দ সেন।

মনো॥ কোন সুনন্দ সেন?

কল্যাণ॥ কলকাতার বিখ্যাত ইনড্রাসট্রিয়ালিসট। সেন রিচার্ডসন, সেন টিউবস, সেন স্টীল প্রায় এক ডজন ইনডাসট্রির মালিক—তাঁর একমাত্র ছেলে আনন্দ সেন। যে নাকি আজ সাতদিন বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ।

মনো॥ যাঁর কাছে তোমার কোমপানি মরটগেজ?

কল্যাণ॥ হ্যাঁ, আমি আমার কোমপানির শেয়ার গুলো বাঁধা রেখেছিলাম গগন মেহতার কাছে। গগনের কাছ থেকে সুনন্দ সেন ওগুলো কিনে নেন। এখন আসলে সুনন্দ সেনই আমার কারখানার মালিক।

মনো॥ বল কি? তাঁর ছেলে আমার বাড়ি!

কল্যাণ॥ ভগবান।

মনো॥ (নমস্কার করে) সাক্ষাৎ নারায়ণ। কিন্তু তুমি যে তখন থেকে প্রদীপ্ত প্রদীপ্ত বলছ।

কল্যাণ॥ প্রদীপ্ত ওর ছদ্মনাম. যে বাড়ি থেকে সব ঐশ্বর্য ছেড়ে পালাতে পারে সে নামটা পালটাবে না? আমি নাম জিজ্ঞাসা করতেই বলল: প্রদীপ্ত।

মনো॥ কিন্তু অমনি তুমি কি করে বুঝলে ওর নাম আনন্দ? তুমি কি আনন্দকে দেখেছ কোনদিন?

কল্যাণ॥ না, দেখিনি। তবে শুনেছি, সুনন্দ সেনের একমাত্র ছেলের সংসারে মন নেই। সে বাংলা নিয়ে এম.এ. পাশ করেছে। পণ্ডিত রেখে বাড়িতে সংস্কৃত শিখেছে। সুনন্দ সেন তার বিজনেসে মন বসাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু সে নাকি নিজের খেয়াল নিয়েই থাকে।

মনো॥ তুমি এত খবর জানলে কি করে?

কল্যাণ॥ যে কোন শিল্পপতিই এ-খবর জানে।

মনো॥ কিন্তু প্রদীপ্ত যে আনন্দ তার আর কোন প্রমাণ নেই?

কল্যাণ ॥ আরও জব্বর প্রমাণ আছে। প্রমাণ একটা অ্যাটাচি কেস আর একখানা বই। জামসেদপুর থেকে যখন ট্রেনে উঠলাম তখন দেখি ছেলেটি কূপেতে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। যখন বাথরুমে গেল, তখন বইটা নেড়ে চেড়ে দেখতেই দেখি লেখা To Ananda Sen—Santosh Ray. অর্থাৎ সন্তোষ রায় বলে কেউ আনন্দ সেনকে বইটা প্রেজেণ্ট করেছ। তারপর ওর বার্থের ওপরে দেখলাম চামড়ার এক অ্যাটাচি কেস। ওপরে লেখা আনন্দ সেন। আর ঠিক সেই দিনই স্টেটসম্যানের পারসোনাল কলমে বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়ল। আমার ছেলে আনন্দ সেনের যে সন্ধান দিতে পারবে তাকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেব।

মনো ॥ দশ হাজার টাকা পুরস্কারের জন্য তুমি তাই লাফাচ্ছ?

কল্যাণ ॥ আমার আসল উদ্দেশ্য কিন্তু তা নয়। আসল উদ্দেশ্য হল—

[কল্যাণ মনোরমার কাণের কাছে মুখ নিয়ে কথা বলবে। প্রথমে মনোরমার মুখে বিরক্তির চিহ্ন। তারপর বিরক্তি মুছে গিয়ে প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তার মুখ। দুজনে খুশীতে ডগোমগো হয়ে হেসে উঠবে]

মনো ॥ অ্যাঁ! না, তোমার বুদ্ধি আছে।

কল্যাণ ॥ জীবনে তাহলে এই প্রথমবার স্বীকার করলে....

মনো ॥ এখনও ঠিক স্বীকার করতে পারছিনে। আগে রেজাল্টটা দেখি। তবে প্ল্যানটা যে অভিনব তা স্বীকার করতেই হবে।

কল্যাণ ॥ আমি ভাবছিলাম সুশান্তর সঙ্গে ববির কোন ব্যাপার ট্যাপার আছে না কি?

মনো ॥ সুশান্ত? আরে না—না। বোমবে ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট মিঃ কোলাকোবের ছেলে জীগদীশকেই ওর পছন্দ হলনা তা সুশান্ত। ওই যে বললাম, কাউকে ওর মনে ধরতে চায় না। আর সুশান্তকে নিয়ে ও একটু মজা করে।

কল্যাণ ॥ তাহলে তো সিচ্যুয়েশন সব দিক থেকেই ফেভারেবল। প্রদীপ্তর যদি একবার ববিকে মনে ধরে যায়—ব্যস আর দেখতে হবে না। আমি আবার ভুশ করে ভেসে উঠব। পাঁচ লাখ টাকা দেনার দায় থেকে আমি বেঁচে যাব। ওঃ মনোরমা, আমার ভাবতেও যা আনন্দ হচ্ছে না—

মনো ॥ চোপ আনন্দ না—বল প্রদীপ্ত হচ্ছে!

কল্যাণ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ ভাবতেও আমার যা প্রদীপ্ত হচ্ছে।

[স্বাতী ঢুকল]

স্বাতী ॥ আপনাদের ডিনার রেডি করতে বলব ?

কল্যাণ ॥ ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাত অনেক হলো। মনো যাও তুমি চেঞ্জ করে এসো। হ্যাঁ স্বাতী শোন, প্রদীপ্ত আমাদের সঙ্গে খাবে তুই দেখ ও কি করছে।

মনো ॥ তুই ওকে যত্ন টত্ন করছিস তো ? অতিথি মানে সাক্ষাৎ নারায়ণ। তার যেন কোন অযত্ন না হয়।

কল্যাণ ॥ তোমার সঙ্গে তো আলাপই হয়নি। যা ডেকে নিয়ে আয়, বল মাসীমা এসেছেন। তুই কিন্তু সব সময় কাছে কাছে থাকবি।

মনো ॥ হাতে হাতে সব এগিয়ে দিবি।

কল্যাণ ॥ অতিথি নারায়ণ।

মনো ॥ শ্রীমধুসূদন।

কল্যাণ ॥ শাস্ত্রে তাই তো বলে : অতিথিং নারায়ণং নমস্কৃত্যং

মনো ॥ আহা—তোমার এখনও মনে আছে।

কল্যাণ ॥ মনে থাকবে না—ম্যাটরিকে ছিল যে। (স্বাতীকে) যা—যা আর দেরী করিসনে।

মনো ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ শিগ্‌গী যা।

[স্বাতী চলে যায়]

[কল্যাণ মনোরমার কাছে এগিয়ে আসে। গলা খাটো করে বলে]

কল্যাণ ॥ কিছুতেই এ-বাড়তে আসবে না। আমি এক রকম জোর করে নিয়ে এসেছি।

মনো ॥ কী ভাবে নিয়ে এলে ?

কল্যাণ ॥ স্টেশনে নেমেই ড্রাইভারকে বললাম, ওর অ্যাটাচি কেসটা আগে গাড়িতে তোল। ব্যাগ কিছুতে দেবে না। বলে স্টেশনে কাজ আছে। আমি পাত্তাই দিলাম না। সোজা একেবারে স্বর্ণভিলা।

মনো ॥ কী বলছে কি ?

কল্যাণ ॥ যতসব বানানো গল্প। চাকরি খুঁজতে বোম্বাই এসেছে। দুবছর ধরে ট্যুইশনি করে চালাচ্ছে। সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট পেলনা বলে ফার্স্ট' ক্লাসে এসেছে। স্বর্ণভিলায় এসে পর্যন্ত যাই যাই করছে। কারও বাড়িতে নাকি থাকবে না। ফুটপাথে থেকে চাকরির সন্ধান করবে। চাকরি

করবে অথচ কারও কাছ থেকে ফেভার নেবেনা। জলে নামবে কিন্তু বেণী ভেজাবে না। রোমান্টিক আইডিয়াজ। বড়লোকের ছেলে, লাইফ যে কত hard তাতো আর জানে না। চুপ আনন্দ আসছে। [প্রদীপ্ত ঢুকল]

প্রদীপ্ত॥ কে আনন্দ ?

কল্যাণ॥ না কে আনন্দতো নয়—বলছিলাম কী আনন্দ ? তোমাকে দেখে কী আনন্দ ? তোমাকে দেখে কি যে প্রদীপ্ত মানে আনন্দ হচ্ছে।

প্রদীপ্ত॥ আহা আপনার মেয়ে যদি একবার একথা শুনতেন।

মনো॥ কেন ? কেন ? আমার মেয়ে তোমায় কিছু বলেছে নাকি ?

প্রদীপ্ত॥ না, তেমন কিছু না। ওটাকে ওঁর welcome address বলতে পারেন। আপনি ?

কল্যাণ॥ আমার ধর্মপত্নী। তোমার মাসীমা। এই হল প্রদীপ্ত, এর কথাই এতক্ষণ বলছিলাম।

মনো॥ বুঝেছি। উনি তোমার খুব প্রশংসা করছিলেন। বলছিলেন, কী বিদ্যে কী বুদ্ধি, এযুগে এমনটা দেখা যায় না।

প্রদীপ্ত॥ সুশান্তবাবু আর ববি দেবিকে একটু বলে দেবেন।

মনো॥ বলব বই কি, নিশ্চয়ই বলব। খুব ভাল লাগল। বোসো বোসো। তোমাকে তুমি বলছি বলে কিছু মনে করছো নাতো ?

প্রদীপ্ত॥ তুমি না বললেই বরং মনে করতাম। ভাবতাম আমাকে পর পর মনে করছেন।

মনো॥ পর আপন খালি রক্তের সম্পর্ক দিয়েই বিচার হয় না বাবা। আসলে কি জান বাবা ? মন। এক একজনকে দেখলে মন আপনা থেকেই বলে ওঠে, এ তোমার আত আপন-জন।

কল্যাণ॥ এ-সব কথা পরে হবেখন। এখন ডিনারের আগে wish কী ? একটা পেগ whisky ?

প্রদীপ্ত॥ আজ্ঞে না, চলে না।

মনো॥ (প্রদীপ্তকে) খুকুর কথায় তুমি কিছু মনে কোর না বাবা। একটা মাত্র মেয়ে আমাদের, একটু বেশি আদর পেয়ে....

প্রদীপ্ত॥ মাথাটা খেয়েছেন।

মনো॥ যা বলেছ। অ্যা, না-না তেমন কিছু নয়। মুখটা একটু আলাদা এই যা—তবে মনের ভেতর কোন ময়লা নেই।

প্রদীপ্ত॥ একেবারে ঘিছুটি॥

কল্যাণ ॥ কিছু বললে ?

প্রদীপ্ত ॥ বলছিলাম কি, একটা রাত বৈতো নয়। কাল ভোরে উঠেই চলে যাব।

কল্যাণ ॥ না না, এমন তো কথা ছিল না।

প্রদীপ্ত ॥ কোন কথা হবার আগেই তো আপনি আমায় বাড়িতে এনে তুললেন। তা বাড়িটা চিনে গেলাম। বোম্বাই যদি থাকি মাঝে মাঝে আসবো।

কল্যাণ ॥ ও মানে—এই দ্যাখো, দ্যাখো প্রদীপ্ত কি বলছে, দ্যাখো।

মনো ॥ সেকি বাবা, আমাদের এত পর পর ভাবছ কেন? কই আমরা তো তেমন ভাবছি না।

প্রদীপ্ত ॥ না মাসীমা, আমার এ-বাড়িতে থাকা নিয়ে অনেকেই ইতিমধ্যে অস্বস্তি বোধ করতে সুরু করেছেন।

মনো ॥ কেন, তোমাকে কেউ কিছু বলেছে নাকি ?

প্রদীপ্ত ॥ তেমন কিছু বলেন নি শুধু মিঃ রায় কে ভালমানুষ পেয়ে যাতে না ঠকাই সে সম্পর্কে কেউ কেউ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

মনো ॥ কে তোমাকে এসব কথা বলেছে বলো তো ?

প্রদীপ্ত ॥ মাপ করবেন। স্বয়ং ঈশ্বরের নামে বহু অভিযোগ থাকা সত্বেও যখন তার বিরুদ্ধে কারও কাছে নালিশ করিনি তখন কোন ভদ্রমহিলার বিরুদ্ধেও নালিশ করব না ?

মনো ॥ মহিলা ? স্বাতী তোমায় কিছু বলেছে বুঝি ? ছি-ছি ওর কথায় তুমি কিছু মনে কোর না। বাংলা মিডিয়াম ইস্কুলে পড়ছে তো। ভীষণ আনস্মারট। ওদের ইস্কুলে এটিকেট-টেটিকেট শেখায় না।

প্রদীপ্ত ॥ না—না—স্বাতী দেবীর বাংলা মিডিয়ম হলেও বেশ ভদ্রমেয়ে।

মনো ॥ তাহলে ?

কল্যাণ ॥ (স্ত্রীকে) চেপে যাও। ইয়ে, প্রদীপ্ত আমি বলছিলাম কি প্রথম দিকে ও রকম মিস আনডারস্ট্যাণ্ডিং অনেকের সঙ্গে হয়, পরে সব ঠিক হয়ে যায়। এই ফিলমে দেখনা, প্রথমে হিরো-হিরোইনে চুলোচুলি, তারপরে কোলাকুলি। বিশেষ করে কোন মিসের সঙ্গে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং-এ আসতে গেলে মিস আনডারস্ট্যানডিং-এর মাধ্যমে আসতে হয়। হাঃ হাঃ এই গ্ডাখনা, তোমার মাসীমার সঙ্গে আমার প্রেম সুরু হয়েছিল—ড্যাম-ফুল শব্দটা দিয়ে। তারপরে যতই ঘনিষ্ঠ হলাম ততই আমাদের সম্পর্ক গাঢ় মধুর হতে লাগল। এখন উনি আর আমাকে ড্যাম বলেন না—শুধু 'ফুল' বলেন। হাঃ হাঃ....

মনো॥ তা বলব নাই বা কেন? প্রথম আলাপ হ'ল পার্টিতে, এক নাচের আসরে। উনি নাচতে গিয়ে প্রথমেই আমার পা মাড়িয়ে দিলেন, আর নাচতে গিয়ে কোন পার্টনারের পা মাড়িয়ে দেওয়া হাই কগনিজিবল অফেনস। অবশ্য সে সময় উনি যত বোকা-সোকা ছিলেন, এখন তার চেয়ে অনেক চালাক হয়েছেন।

কল্যাণ॥ এখন বলতো, তুমি এসে পর্যন্ত পালাই পালাই করছ কেন? তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে আমাকে ফ্র্যাঙ্কলি বল?

প্রদীপ্ত॥ দেখুন, আমি বোম্বে এসেছি, একটা চাকরি-বাকরির আশায়, কারও বাড়িতে বসে বসে আতিথ্য উপভোগ করা আমার ধাতে সয়না।

কল্যাণ॥ ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি আমায় ট্রেনেই এ-কথা বলছিলে বটে। আমার একদম খেয়াল ছিল না। তা আমি বলি কি বাইরে আর কোথায় চাকরির চেষ্টা করবে—তুমি আমাদের এখানেই জয়েন কর।

প্রদীপ্ত॥ আপনার কারখানায়? তা পোসটাল অরডার লাগবে?

কল্যাণ॥ পোস্টাল অরডার মানে?

প্রদীপ্ত॥ চাকরির দরখাস্ত করতে গেলে পোস্টাল অরডার লাগবে না?

কল্যাণ॥ না—না—সে-সব লাগবে না।

প্রদীপ্ত॥ বাঁচালেন। এই প্রথম সাড়ে সাত টাকা বেঁচে গেল। চাকরিটা কী?

কল্যাণ॥ অ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার। মাইনে আপাতত দু'হাজার টাকা। [প্রদীপ্ত তার দু' গালে চড় মারে]

কল্যাণ॥ ও কী করছ?

প্রদীপ্ত॥ দেখছি, আমি জেগে না ঘুমিয়ে? না, আমি ঘুমিয়েই রয়েছি। জেগে থাকলে এই কথা শোনার পর আমার উচিত ছিল ছুটে গিয়ে আপনার দু'গালে দুটো চুমু খাওয়া।

মনো॥ তুমি বোস বাবা, আমি আসছি। [প্রস্থান]

কল্যাণ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি যাও।

(প্রদীপ্তকে) চুমু খাবে? হে—হে, তা তুমি খেলে আমি কিছু মনে করব না। কিন্তু তুমি কি ঠাট্টা করছ?

প্রদীপ্ত॥ আমি? ঠাট্টা করব? আপনার মত একজন বিরাট শিল্পপতির সঙ্গে? বরং আমার মনে হচ্ছে আপনিই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।

কল্যাণ ॥ আমরা ইনডাসট্রিয়ালিস্টরা ঠাট্টা করি না। আমরা প্র্যাকটিক্যাল লোক, বুঝি শুধু কাজ।

প্রদীপ্ত ॥ কিন্তু প্র্যাকটিক্যালে তো মাত্র কুড়ি নম্বর।

কল্যাণ ॥ ও তো স্কুলের পরীক্ষায়। জীবনের পরীক্ষা শুধু প্র্যাকটিক্যাল, এখানে যে কোন নোট বই অচল।

প্রদীপ্ত ॥ সচল শুধু কারেনসি নোট?

কল্যাণ ॥ এগজ্যাকটলি। তাহলে চাকরিটা নিচ্ছ?

প্রদীপ্ত ॥ আমার কোয়ালিফিকেশন আপনি জানেন?

কল্যাণ ॥ স্কুল-কলেজে পড়াটা কোয়ালিফিকেশন নয়—ডিগ্রি। আমাদের কাছে ডিগরিধারির চেয়ে কাজের লোকের বেশি আদর।

প্রদীপ্ত ॥ আমি যে অকাজের লোক নই কীভাবে বুঝলেন।

কল্যাণ ॥ (গর্বের সঙ্গে) হাঃ হাঃ মানুষ চিনতে কল্যাণ রায়ের কখনও ভুল হয় না। কয়লা আর crude iron-এর মত আমি মানুষও চিনতে পারি।

প্রদীপ্ত ॥ আমি লিটারেচরের এম. এ.—তাও বাংলায়, একথা কি আপনি জানেন?

কল্যাণ ॥ জানি, তুমি ট্রেনে বলেছিলে। এও মনে আছে, তোমার সঙ্গে বাংলা সাহিত্য নিয়ে কাল বেশ তর্কও হয়েছিল। ভেবে দেখলাম তুমি ঠিকই বলেছ —'আমরি বাংলা ভাষা' বলে গান গাইলেই বাংলাকে জাতে তোলা যায় না— তাকে জাতে তুলতে গেলে, বাংলা সাহিত্যের ছাত্রদেরও Proper Prestige দিতে হবে।

প্রদীপ্ত ॥ সাধু সাধু। আপনার প্রস্তাবও বিনা বাধায় পাশ হল।

কল্যাণ ॥ প্রস্তাব মানে?

প্রদীপ্ত ॥ এই ধরণের প্রস্তাব মাঝে মাঝে সভা সমিতিতে নেওয়া হয়ে থাকে কিনা। একটা প্রস্তাব না নিলে ঠিক ব্যাপারটা জুৎসই হয় না।

কল্যাণ ॥ তা সে যদি বল, আমরা নেবখন। আমাদের বেঙ্গলী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের আমি প্রেসিডেণ্ট। ওদের বললে ওরা এখুনি নিয়ে নেবে। দেখ, আমি যা বুঝি সেটা হল বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কোন বিরোধ নেই। এই সব কলকারখানা থেকেই তো নতুন সাহিত্যের সৃষ্টি হবে। আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের কাজ একেবারে

নন-টেকনিক্যাল। কমনসেনসের ব্যাপার। আমার কারখানায় চুক্তি হচ্ছে—মিস ম্যানেজমেণ্ট হচ্ছে। আমার ভাই আশীষ কারখানা দেখছিল। ও একা পেরে উঠছেনা। আমি একজন বিশ্বাসী লোক চাই—ঠিক তোমার মত।

প্রদীপ্ত॥ কিন্তু আমিও যদি আপনাকে ঠকাই?

কল্যাণ॥ কল্যাণ রায় জীবনে অনেকবার ঠকেছে। কিন্তু প্রতিবারই সে ঠকে লাভবান হয়েছে। কারণ সেবার না ঠকলে, পরেরবার আরও বেশী ঠকতে হত।

প্রদীপ্ত॥ আমার কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনার জীবনের উদ্দেশ্যটা কি বলুনতো—

কল্যাণ॥ এই ছাখো, এইবার বিপদে ফেললে, আমার জীবনের উদ্দেশ্য কি তা নিয়ে কোনদিন ভাবিনি। তবে আমার কোম্পানির একটা উদ্দেশ্য আছে। সেটা হল আর একটা কোম্পানি তৈরি করা। সেই আর একটা কোম্পানির উদ্দেশ্য আর একটা কোম্পানি। এক থেকে বহু। এর নাম একসপ্যানশাল। আমি স্বপ্ন দেখি আমি পাহাড়ে উঠেছি। সেটা সাধারণ পাহাড় নয়—টাকার পাহাড়। কিন্তু এ-সব টাকা আমার নিজের জন্যে আমি সংগ্রহ করতে চাইনে। আমি চাই সমাজের উপকারে লাগতে। এক একটা শিল্প সেতো সমাজেরই এক একখানা পাঁজর। কিন্তু আমি একা আর কতটুকু কি করতে পারি? সেইজন্যে চাই তোমার মত ইয়ং ম্যানরা এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে হাত মেলাক।

প্রদীপ্ত॥ আপনার কথা শুনে আমার খুবই ভাল লাগছে।

কল্যাণ॥ ভাল লাগছে। তাহলে আরও বলি—

প্রদীপ্ত॥ না, আর বলার দরকার নেই। আমি বুঝতে পেরেছি আপনার মাথায়—

কল্যাণ॥ ভীষণ গুরুভার চেপে আছে। ওই ফ্যাক্টরি। একটাতেই হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি। মিঃ সিঙ্ঘানিয়া বললেন, আপনারা বাঙালীরা ইণ্ডাস্ট্রি চালাতে পারবেন না—তারচেয়ে আমাকে ওটা বিক্রি করে দিন…। কিন্তু তুমি বল, এত চট করে হার স্বীকার করা কি উচিত হবে? আমি তোমার মত কিছু সিনসিয়ার ইয়ংম্যানের হেল্প পেলে বোম্বাই-ওয়ালাদেরও কাত করে দেব। তাহলে তুমি রাজি?

প্রদীপ্ত॥ চাকরি খুঁজতেই যখন বোম্বাই আসা তখন যে কোন চাকরিই আমি নিতে রাজি আছি। এমন কি মহারাষ্ট্রের রাজ্যপালের চাকরি পর্যন্ত। তবে চাকরি হয়ে গেলে এ-বাড়িতে আমি থাকব না।

[মনোরমার প্রবেশ। এবার পোশাক পালটে এসেছেন]

মনোরমা॥ কেন বাবা, তোমার কি কোন অসুবিধে হচ্ছে? বোম্বেতে চাকরি মেলে, কিন্তু ফ্ল্যাট সহজে মেলে না। এখনতো কিছুদিন থাকো, তারপর সুযোগ সুবিধে বুঝে চলে যেও। আর আমাদের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের ভিড় তো লেগেই আছে। আমরা যে খুব পছন্দ করি! আমার মেয়েতো হৈ হল্লা ভালবাসে। যে আসে সে আর যেতেই চায় না। ওঁর এক বন্ধুর ছেলে তিনদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছিল। আমাদের ওর এত ভাল লাগল যে একবছর থেকে গেল।

কল্যাণ॥ কার কথা বলছ?

মনো॥ সেই যে সেই গো—

কল্যাণ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ। মনে পড়েছে। সেই। একদম মনে ছিল না।

মনো॥ তা না থাকারই কথা। এত লোক আসছে যাচ্ছে। যাচ্ছে আসছে।

কল্যাণ॥ আসছে যাচ্ছে। গপাগপ খাচ্ছে। এই যাওয়া আর আসা।

মনো॥ আসা আর যাওয়া। মাঝখানে কয়েকদিনের কিছু কোলাহল।

প্রদীপ্ত॥ আপনাদের ভাল লাগে?

মনো॥ ভারি ভাল লাগে। হ্যাঁ, প্রদীপ্ত এইবার খেতে যেতে হয়। ডিনার রেডি।

কল্যাণ॥ তুমি রাতে কী খাও? ইণ্ডিয়ান না ওয়েস্টার্ণ?

মনো॥ আমাদের সব রকম ব্যবস্থাই আছে। তোমার যা ইচ্ছে বলে দাও।

প্রদীপ্ত॥ অনেক দিন রাতে ছাতু খেয়ে কাটিয়েছি।

কল্যাণ॥ ছাতু?

প্রদীপ্ত॥ হ্যাঁ, ছাতু বেশ পুষ্টিকর, তবে আমাদের বাঙালীদের একটু হজম হতে দেরী হয়। ছাতু—হিন্দুস্থানী ও পাখিদের প্রধান খাদ্য। দেখলেন, ছাতুর নিউট্রিশন্-ভ্যালু সম্পর্কে কী রকম লেকচার দিয়ে ফেললাম।

কল্যাণ॥ তোমার যে কত অদ্ভুত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ছাতু নিয়ে আমি বেশী কিছু ভাবিনি। তবে ছাতু খেয়ে দেশের অনেকে বড় বড় মনীষী হয়েছেন

একথা জানি। কিন্তু আমাদের বাবুর্চি আবদুল আনফরচুনেটলি ছাতুর কোন প্রিপারেশন জানে না।

মনো॥ আবদুল কাকে বলছ? আমাদের যে রান্না করে তার নাম তো জগন্নাথ।

কল্যাণ॥ তাই নাকি? আমার ধারণা ছিল আবদুল। না, মাথাটা কী রকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

মনো॥ মাথার আর দোষ কি! যা ঝঞ্ঝাট যাচ্ছে তোমার ওপর দিয়ে।

কল্যাণ॥ সে যাই হোক, ওরকম আনস্মারট নামের বাবুর্চি তোমার এতদিন রাখা উচিত হয় নি। লোকটাকে না পালটাতে পার, কিন্তু নামটাওতো এতদিনে পালটাতে পারতে?

মনো॥ বারে! নামটা তার বাবা-মা দিয়েছে; আমি কী করে পালটাবো?

কল্যাণ॥ মাইনে দিচ্ছি আমি, কী নাম রাখবো না রাখবো সেটা আমি ঠিক করব, কী বল প্রদীপ্ত?

প্রদীপ্ত॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, তাতো বটেই। তবে আমাকে চাকরি দিচ্ছেন বলে আমার নামটা দয়া করে পাল্টাবেন না। তাহলে আমার বাবা-মা স্বর্গ থেকে বড় কষ্ট পাবেন।

[তিনজনে শব্দ করে হেসে উঠবে। এর মধ্যে লাইট ধীরে ধীরে ফেড আউট হবে। তারপর মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাবে]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। আলো জ্বললে দেখা যাবে স্বর্ণভিলার লাউঞ্জে বসে প্রদীপ্ত খবরের কাগজ পড়ছে। এর মধ্যে একটি রাত কেটে গেছে। সকাল হয়েছে। আটটা বাজে। জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ছে।

স্বাতী ঘরে ঢুকবে এক কাপ চা নিয়ে। তার পরণে প্রিনটের শাড়ি। সকাল বেলা স্নান করে এসেছে। চুল খোলা। স্বাতী এসে দেখবে প্রদীপ্ত তন্ময় হয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। সে ধীরে ধীরে প্রদীপ্তর পাশে টিপয়ে চায়ের পেয়ালা রাখবে]

স্বাতী ॥ আপনার চা।

প্রদীপ্ত ॥ (কাগজ পড়তে পড়তে) রেখে দাও।

[স্বাতী চা রেখে চলে যাচ্ছে। প্রদীপ্তর কথা শুনে ফিরে তাকাল]

স্বাতী ॥ কিছু বলছেন ?

প্রদীপ্ত ॥ তোমাকে তুমি বলছি বলে কিছু মনে করছ না তো ?

স্বাতী ॥ কিছু মনে করতে পারি যখন ভাবছেন, তখন তুমি বলছেন কেন ?

প্রদীপ্ত ॥ ওটা অভ্যেস। বেকার অবস্থায় কিছুদিন মাষ্টারি করেছিলাম তারপর থেকে এমন বদ অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে—কম বয়সী ছেলেমেয়ে দেখলেই তুমি বলতে ইচ্ছে করে আর উপদেশ দিতে ইচ্ছে করে।

স্বাতী ॥ উপদেশ মানে ?

প্রদীপ্ত ॥ এই যেমন সদা সত্য কথা বলিবে। গুরুজনদের মান্য করিবে। জানি, কোন ছাত্র-ছাত্রী এসব উপদেশ মানবে না—তবু অভ্যেস হয়ে গেছে, না দিয়ে পারিনা।

[স্বাতী হেসে উঠল]

প্রদীপ্ত ॥ যাক তোমার মুখে তবু হাসি দেখলাম। কাল থেকে দেখছি, তুমি মুখ বুঁজে কাজ করে যাচ্ছ। যেন মূর্তিমতী রবোট।

স্বাতী ॥ আমি একটু কম কথা বলি।

প্রদীপ্ত ॥ হায়রে। দেশের নেতারা যদি তোমার মত হতেন, তাহলে পোড়া দেশের হয়ত কিছুটা উন্নতি হত।

স্বাতী ॥ আপনার চায়ে লিকার ঠিক হয়েছে ?

প্রদীপ্ত ॥ পারফেকট। আচ্ছা স্বাতী কল্যাণবাবু তোমার মামা তাই না ?

স্বাতী ॥ হ্যাঁ। আমার মায়ের পিসতুতো দাদা। ছোটবেলায় মা-বাবাকে হারাই। সেই থেকে এ-বাড়িতে মানুষ।

প্রদীপ্ত ॥ আমি কে ? এখানে কেন এসেছি তা তুমি জান ?

স্বাতী ॥ আমার তো জানার কোন কারণ নেই !

প্রদীপ্ত ॥ স্বাতী, তুমি কি জীবিত না মৃত ?

স্বাতী ॥ তার মানে ?

প্রদীপ্ত ॥ যার মনে কোন কৌতূহল নেই—সে মৃত।

স্বাতী ॥ অন্যায় কৌতূহল জীবনের লক্ষণ হতে পারে, কিন্তু শালীনতার পরিচয় তাতে নেই।

প্রদীপ্ত ॥ স্বীকার করছি, তুমি অত্যন্ত ভদ্র। দ্যাখো, এ বাড়িতে আমি এসেছি, এখনও চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়নি। এর মধ্যে বাড়ির লোকদের অদ্ভুত লাগছে। আমি একজন বেকার যুবক। কলকাতার দরজায় দরজায় চাকরির জন্য মাথা খুঁড়ে মরেছি। সব জায়গায় এক উত্তর পেয়েছি কোথায় চাকরি ? আগে থেকে যারা আছে তারাই Surplus, শেষে যাকে বলে ভাগ্যান্বেষণের জন্যে বোমবে মেলে চেপে বসেছিলাম। জামসেদপুর থেকে উঠলেন মিঃ রায়। এক কথা দু কথায় এমন আপন করে নিলেন। মনে হল যেন কতকালের চেনা।

স্বাতী ॥ মামাবাবুর মনটা খুব ভাল।

প্রদীপ্ত ॥ আমাকে একরকম জোর করে বাড়ি এনে তুললেন। বলেছেন চাকরিও দেবেন। বুঝুন অবস্থা, মেঘ না চাইতেই জল শুধু নয়—একেবারে প্লাবণ।

স্বাতী ॥ জীবন সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা কম। তবে শুনেছি, এ-রকম নাটকীয় ঘটনা জীবনে ঘটে। হয়ত এ ঘটনা আপনার জীবনের কোন শুভ সূচনা।

প্রদীপ্ত ॥ কিন্তু নিরবিচ্ছিন্ন শুভ সূচনা এ-কথা বলতে পারি না।

স্বাতী ॥ কেন ?

প্রদীপ্ত ॥ মিঃ রায়ের মেয়ে ববিতা দেবী আমাকে পছন্দ করছেন না।

স্বাতী ॥ ওঁর তো আপনাকে পছন্দ না করার কোন কারণ নেই।

আপনি সুপুরুষ, আপাতত বেকার হলেও শিগ্রী একটা চাকরিও জুটে যাচ্ছে।

প্রদীপ্ত ॥ ঠাট্টা করছ। দরিদ্র বেকার সর্বদা পরিহাসের পাত্র। আমাকে একজন বড়লোক বলেছিলেন চাকরি চাইতে লজ্জা করে না? ব্যবসা করুন, আমি বলেছিলাম ক্যাপিটাল নেই। উনি বলেছিলেন: মারোয়াড়িরা লোটা-কম্বল সম্বল করে ব্যবসায়ে নামে। আপনাদের যদি তাও না থাকে, তাহলে অন্তত একটা দড়ি-কলসি জুটিয়ে নিন।

স্বাতী ॥ আমি কিন্তু আপনাকে আঘাত দেবার জন্য কথাটা বলিনি।

প্রদীপ্ত ॥ বললেই বা। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর দেহটা গণ্ডারের চামড়া দিয়ে তৈরি! কোন কিছুতে তার দেহে আঘাত লাগে না। এই দ্যাখোনা, সবাই তাকে আঘাত করছে। বাজারে জিনিষ কিনতে গেলে দোকানি তাকে আঘাত করছে। একটার পর একটা কর বসিয়ে গভর্নমেণ্ট তাকে আঘাত করছে, নানান ধরণের ভাঁওতা দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো তাকে আঘাত করছে। তার জন্যে আজ স্কুল-কলেজে সিট নেই, অফিসে-আদালতে-কারখানায় কাজ নেই, হাসপাতালে বেড নেই। ট্রামে-বাসে জায়গা নেই। এমনকি মরার পরও বৈদ্যুতিক-চুল্লীতে তাকে পোড়বার জন্য কয়েকঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়।

স্বাতী ॥ আপনিতো বেশ বক্তৃতা দিতে পারেন।

প্রদীপ্ত ॥ তা পারি। বাঙালি তো! সব গেছে এখন ওইটুকুই শুধু সম্বল।

স্বাতী ॥ আমি যাই। (স্বাতী চলে যাচ্ছিল)

প্রদীপ্ত ॥ তোমায় যেন কি একটা বলব ভাবছিলাম—হ্যাঁ, তোমার কাছে অ্যাটাচি কেসের কোন চাবি আছে?

স্বাতী ॥ কী রকম চাবি দরকার?

প্রদীপ্ত ॥ আমার ঘরে যে অ্যাটাচি কেসটা দেখেছ—অ্যারিস্টোক্র্যাট তার চাবি। আছে?

স্বাতী ॥ আপনারটা হারিয়ে ফেলেছেন বুঝি?

প্রদীপ্ত ॥ না। হ্যাঁ ধর হারিয়ে ফেলেছি। আছে তোমার কাছে একস্ট্রা চাবি?

স্বাতী ॥ খুঁজে দেখব। এখনই চাই?

প্রদীপ্ত ॥ না-না। পরে পেলেও চলবে।

স্বাতী ॥ আচ্ছা দেখব।

[স্বাতী উইংসের কাছাকাছি চলে যায়। প্রদীপ্ত তাড়াতাড়ি চুমুক দিয়ে চা-টা শেষ করে। তারপর খালি পেয়ালা হাতে এগিয়ে যায়]

প্রদীপ্ত ॥ স্বাতী শোন।

[স্বাতী ফিরে তাকায়। প্রদীপ্ত ওর হাতে পেয়ালাটা তুলে দিয়ে অপলক নয়নে তাকিয়ে বলে: 'থ্যাঙ্ক ইয়ু ফর দি টি'। স্বাতী কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে চলে যায়। প্রদীপ্তর মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। সে স্টেজের সামনে এগিয়ে এসে আনমনা হয়ে কী ভাবতে থাকে। এমন সময় মনোরমা প্রবেশ করেন]

মনো ॥ Good morning প্রদীপ্ত। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়েছিলতো?

[প্রদীপ্ত আবার তার স্বাভাবিক mood-এ ফিরে আসে]

প্রদীপ্ত ॥ না—মাসীমা।

মনো ॥ (উদ্বিগ্ন হয়ে) কেন বাবা?

প্রদীপ্ত ॥ ছারপোকা। খাট ভরতি ছারপোকা একেবারে কিলবিল কিলবিল করেছে। মিঃ রায়ের বন্ধুর ছেলে যিনি আপনাদের বাড়িতে এক বছর কাটিয়ে গেলেন তিনি কি ওই খাটেই—

মনো ॥ হ্যাঁ, ওই খাটেই তো—

প্রদীপ্ত ॥ দেখা হলে পেন্নাম ঠুকে আসব। আমার চামড়া পুরু, ঘুমও গাঢ়। আমি একটা রাত্তিরও টিকঁতে পারলাম না—আর উনি দিব্যি একবছর—গুরুদেব লোক।

মনো ॥ আমার কি মনে হয় জানো বাবা ছোকরার ইনসামনিয়া ছিল। রাতে ঘুমতো না।

প্রদীপ্ত ॥ তাই বলুন। বেঁচে গেছে। উফ্, বোমবাই ছারপোকা তো—ওদের হুলে একেবারে করাতের ধার। এক এক কামড়ে এক এক শিশি রক্ত বার করে নিয়েছে।

মনো ॥ ছি-ছি-শুনে আমার খুব লজ্জা লাগছে।

প্রদীপ্ত ॥ না-না-এতে আপনার লজ্জা পাবার কী আছে? আপনিতো আর কামড়াননি।

মনো ॥ তবু আমাদের ছারপোকা তো। আমি আজই খাটটা বিদেয় করছি।

প্রদীপ্ত ॥ একেবারে ফেলে দেবেন না। খাটটা চড়া দামে বিক্রি হতে পারে। অবাঞ্ছিত অতিথিদের তাড়াবার জন্ম অনেকে ওটা চড়া দামে কিনে নিতে পারেন।

[কল্যাণ রায়ের প্রবেশ]

কল্যাণ ॥ এই যে Good morning প্রদীপ্ত। Had a nice sleep.

মনো ॥ আর বোলনা। কেলেংকারির একেবারে এক শেষ!

কল্যাণ ॥ কী ব্যাপার বলতো?

মনো ॥ (চোখ টিপে) সেই খাটটা—ইস্—স্।

কল্যাণ ॥ চেপে যাও। মানে, খাটতো আর না শুলে বোঝা যায় না। আমরা তো আর শুইনা। কিন্তু কোন গেস্টতো কমপ্লেন করেনি।

প্রদীপ্ত ॥ সকলেরই ভয় আছে তো, কমপ্লেন করলে যদি ব্রেকফাষ্ট-লাঞ্চ-ডিনার বন্ধ হয়ে যায়।

কল্যাণ ॥ বেশ বলেছ! কিন্তু এই তো তুমি Complain করলে কই তোমার ব্রেকফাসট তো বন্ধ হচ্ছেনা। বরং আমরা তোমার সঙ্গে এক সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাব বলে অপেক্ষা করে আছি।

মনো ॥ হ্যাঁ ভালকথা, তুমি ব্রেকফাসটে কী খাও—ফ্রাই না পোচ?

প্রদীপ্ত ॥ পাউরুটি আর ঝোলাগুড়।

কল্যাণ ॥ ও, হোঃ হোঃ বেশ বলেছ। পাউরুটি আর ঝোলাগুড়।

মনো ॥ প্রদীপ্ত এমন মজার মজার সব কথা বলে। আর বলবে নাই বা কেন? কার—মানে কার কাছে আছে সেটা দেখতে হবেতো?

কল্যাণ ॥ তার মানে বলতে চাও সঙ্গদোষ?

প্রদীপ্ত ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, সঙ্গদোষ কিছুটা মানি। সেদিন এক কারটুনিস্টের ছবি দেখছিলাম, এক ভেটারিনারি ডাক্তারের মুখটা গাধার মত হয়ে গেছে। ভদ্রলোক বলছেন, আর বোলনা ভাই সঙ্গদোষ। এই দেখুন না, আপনাদের সঙ্গে আছি এখনও ২৪ ঘণ্টা পেরোয় নি, আমার ব্রেকফাসটে পোচ খেতে ইচ্ছে করছে।

কল্যাণ ॥ পোচ।

মনো ॥ স্বাতী। [স্বাতী এসে দাঁড়াল]

মনো ॥ পোচ। [স্বাতী ঘাড় নেড়ে চলে গেল]

বলবে, বলবে, যখন যেটা ভাল লাগে বলবে। মাসীমা বলে যখন একবার ডেকেছে—

কল্যাণ ॥ মেসোমশাই যখন সম্বোধন করেছ, তখন এই স্বর্ণভিলাকে নিজের বাড়ি মনে করবে। মনো, তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেখ পোচটা যেন ঠিক ঠিক হয়। পোচের সব নানান প্রিপারেশন আছে। সবাই সব কিছু জানে না।

মনো ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি যাচ্ছি। [প্রস্থান]

কল্যাণ ॥ কাল থেকে তুমি কিন্তু ইসট ইণ্ডিয়া আয়রণ ওয়ার্কসে জয়েন করছ। তোমার সঙ্গে স্যুট আছে তো?

প্রদীপ্ত ॥ আজ্ঞে না। ইনটারভিউ দিতে যাবার সময় মেসের সোমেনদার স্যুটটা ধার করে নিয়ে যেতাম। ওই স্যুট পরে তিনজনের চাকরি হল, আমারটাই হল না। ভীষণ অপয়া স্যুট। ভাগ্যিস আনিনি, তাহলে এ-চাকরিটাও হত না।

কল্যাণ ॥ Does not matter. আমি আজই আমাদের দরজিকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তোমার মাপ নিয়ে কালকের মধ্যে স্যুট বানিয়ে দেবে। কাল ন'টার মধ্যে তুমি বেড়িয়ে পড়বে। আমি অবশ্য আটটার মধ্যে চলে যাই। আমি আশীসকে বলে রেখে দেব, সে তোমাকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দেবে। আচ্ছা, তুমি ততক্ষনে কাগজটা পড়, আমি বাথরুম থেকে আসছি। একসঙ্গে ব্রেকফাস্টে বসব।

[কল্যাণ চলে যায়। প্রদীপ্ত কাগজ পড়তে থাকে। ববি সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে। সবে ঘুম ভেঙেছে। চোখে মুখে বিরক্তি]

ববি ॥ আজকের Times of India-টা কোথায় গেল? স্বাতী—স্বাতী।

[স্বাতী আসে] আজকের Times-টা কোথায়?

স্বাতী ॥ (প্রদীপ্তকে দেখিয়ে) ওই তো উনি পড়ছেন।

ববি ॥ তোকে বলেছি না, কাগজ আসামাত্র আমার বেডরুমে পাঠিয়ে দিবি।

প্রদীপ্ত ॥ I am very sorry. কাগজটা আটকে রেখেছিলাম।

[প্রদীপ্ত ববিকে কাগজটা দেয়। ববি বিরক্তি সহকারে কাগজটা টেনে নেয়। স্বাতী মুচকি হেসে চলে যায়]

প্রদীপ্ত ॥ পাঁচের পাতায় একটা ভাল খবর আছে পড়বেন। বাঙ্গালোরে একটা শিম্পাঞ্জী মানুষের ভাষায় কথা বলছে। আসলে কি জানেন, সঙ্গদোষ।

মানুষের সঙ্গে থাকতে থাকতে জন্তু জানোয়ারদেরও স্বভাব খারাপ হয়ে যায়।

ববি ॥ আপনি আর কতদিন এভাবে জ্বালাবেন জানতে পারিকি ?

প্রদীপ্ত ॥ চকমকি পাথরের ধর্মই এই যে আর একটি পাথর পেলে জ্বালাবে।

ববি ॥ আপনি পাথর নন—রাবিশ—স্রেফ রাবিশ।

প্রদীপ্ত ॥ তাহলে ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আমার জন্ম।

ববি ॥ আপনি এক সাংঘাতিক ধূর্ত লোক।

প্রদীপ্ত ॥ একমাত্র ধূর্তরাই এযুগে বাঁচার মন্ত্রগুপ্তি জানে।

ববি ॥ you are an impostar.

প্রদীপ্ত ॥ আপনার বাবা-মা বোধহয় আপনার সঙ্গে একমত হবেন না। আচ্ছা, আমার উপস্থিতি যদি আপনার পক্ষে এতই অসহ্য হয়, তাহলে আমি একটু মর্নিং-ওয়াক করে আসি। পোচ হবার আগেই ফিরে আসব।

[প্রদীপ্ত চলে যায়। ববি রাগে ফুলতে ফুলতে ডাকে—মাম্মী—মাম্মী। মনোরমা পোচের খুন্তি হাতে স্টেজে ঢোকেন]

মনো ॥ কী— ? চেঁচামেচি লাগিয়েছিস কেন ? একী প্রদীপ্ত কোথায় ?

ববি ॥ মাম্মী কী ব্যাপার বলতো ? লোকটা কি তোমাকেও Charm করল না-কি ?

মনো ॥ সত্যি charm করার মত ছেলে।

ববি ॥ তোমরা সবাই মিলে কি পাগল হয়ে গেলে ওই লোফারটার জন্যে ?

মনো ॥ লোফার কাকে বলছিস ?

ববি ॥ কেন, ওই প্রদীপ্ত না—কি। তোমাদের পেয়ারের লোক। মাম্মী, আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি—ওর সম্পর্কে যখন তোমাকে কাল বললাম তুমি বললে এর একটা বিহিত করতে হবে। তারপর ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই তুমি দেখছি একেবারে গলে গেলে।

মনো ॥ তখন যে ওর আসল পরিচয় জানতাম না।

ববি ॥ ওর আসল পরিচয় আমি জেনেছি—He is nothing but a scoundral, মেয়েদের সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয় তা জানেনা।

মনো ॥ কী সব বলছিস ববি ? সুনন্দ সেনের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কী ভাবে কথা বলতে হয় জানেনা !

ববি ॥ কে সুনন্দ সেন ? আর কেইবা তার ছেলে ?

মনো ॥ কলকাতার বিখ্যাত Industrialist. প্রদীপ্ত তারই ছেলে।

ববি ॥ you are talking nonsense.

মনো ॥ আগে ভাল করে আমার কথা শোন। সুনন্দ সেনের একমাত্র খেয়ালি ছেলের আসল নাম আনন্দ। প্রদীপ্ত তার ছদ্মনাম। বাড়ি থেকে সে পালাচ্ছিল। তোর বাবা ট্রেনে দেখতে পেয়ে তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এখানে এনে তুলেছে। ও অবশ্য জানেনা, ওকে আমরা চিনতে পেরেছি। তুইতো জানিস. আমাদের ফ্যাকটরি এখন সুনন্দ সেনের কাছে মরটগেজ।

[ফোন বেজে উঠল। মনোরমা গিয়ে ফোন ধরবেন। হ্যালো কে বলছেন ? হ্যাঁ ধরুন। খুকু, ভাখতো আশিষ উঠেছে কিনা। ববি ভেতরে চলে যাবে। মনোরমা বলেন : একটু ধরুন। রিসিভারটা রেখে মনোরমা স্বাতীকে ডাকেন]

মনো ॥ স্বাতী। স্বাতী। [স্বাতীর প্রবেশ]

ব্রেকফাসট রেডি ?

স্বাতী ॥ হ্যাঁ।

মনো ॥ প্রদীপ্ত কোথায় ?

স্বাতী ॥ লনে পায়চারি করছেন।

[আশিস ঢুকবে। বয়স ৩৫। রাশভারি। চেহারা একটু মেদবহুল। নাকের নিচে একটা বিরাট গোঁফ]

আশিস ॥ গুড মর্নিং ভাবি।

মনো ॥ মর্নিং। ফোনটা সেরে চলে এসো। ব্রেক ফাসট রেডি।

[মনোরমা, স্বাতী চলে যায়। আশিস টেলিফোন ধরে]

আশিস ॥ হ্যালো, (গলা নামিয়ে) বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ বল। এখানে খুব খারাপ খবর আছে। ফোনে সব কথা বলা যাবেনা। (এদিক ওদিক তাকিয়ে) হঠাৎ কাল রাতে দাদা বললেন নতুন একজনকে অ্যাপয়েনটমেনট দিচ্ছেন—অ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার হিসাবে। চিনিনা, লোকটা এখন এ-বাড়িতে আছে। হ্যাঁ, গল্পের মত শোনাচ্ছে তবে এটা গল্প হলেও সত্যি।

[টেলিফোনের মাঝে কল্যাণ রায় ঢোকেন। আশিসের দিকে তাকিয়ে কাগজটা তুলে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগেন। আশিস আড়চোখে দাদাকে দেখে প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে]

আশিষ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। অসম্ভব, পনের তারিখের আগে কিছু করতে পারব না। তুমি একটু বুঝিয়ে বল সবাইকে—আচ্ছা আচ্ছা।

[টেলিফোন রেখে আশিস মঞ্চের সামনে এগিয়ে আসে। কল্যাণের পাশে দাঁড়ায়]

কল্যাণ ॥ কে ফোন করছিল?

আশিস ॥ গিরিজা। বলছে গত মাসের মাইনে না দিলে ইউনিয়ন কাজ বন্ধ করে দেবে। আমিতো অনেক করে বললাম, পনের তারিখের আগে কিছুতেই Payment সম্ভব নয়।

কল্যাণ ॥ আর কটা মাস একটু অপেক্ষা করতে পারলে কারখানাটাকে আবার viable করতে পারতাম আশীষ। ছ' ছ'টা মাস lock-out এর ধাক্কা কাটিয়ে ওঠা কি সোজা ব্যাপার। তবে এবার মনে হচ্ছে সুদিন আসছে। প্রদীপ্ত কারখানা administration-এর ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করলে, তোমার পক্ষে একটা মস্ত বড় বল ভরসা হবে কী বল? তুমিতো বলছিলে বিশ্বস্ত লোকের খুব অভাব।

আশিস ॥ প্রদীপ্ত বাবু সম্পর্কে তুমি কি ফাইন্যাল ডিসিশন নিয়ে ফেলেছ?

কল্যাণ ॥ আমি কোন কাজ সেমি-ফাইন্যাল করিনা। প্রদীপ্তর স্যুটের অরডার দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

আশিস ॥ আপনার সিদ্ধান্তের ওপর কথা বলতে চাইনা। তবে decision-টা rash হয়ে যাচ্ছেনা? After all, প্রদীপ্তবাবুর কোন experience নেই।

কল্যাণ ॥ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কাজ সুরু করা দরকার। আমার কারখানা দিয়েই না হয় তার অভিজ্ঞতা সুরু হোক।

আশিস ॥ সেই সঙ্গে Technical qualification দরকার।

কল্যাণ ॥ কিস্যু দরকার নেই। এই যে সব বড় বড় মন্ত্রীরা দফতর চালাচ্ছেন— কত জনের Technical qualification আছে শুনি? আসলে হল Common sense. এই যে আমি এত বড় কারখানাটা তৈরি করলাম আমি কি কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়েছি?

আশিস ॥ তোমার মত ব্রেন ক'জনের আছে দাদা!

কল্যাণ ॥ নেই তা স্বীকার করছি। তবে আমার অর্ধেকটা যদি কারও থাকে তাহলেই চলবে। ও তুমি ভেবনা, প্রদীপ্ত ঠিক ম্যানেজ করে নেবে। দারুণ চালু ছেলে।

আশিস ॥ দাদা, মরিসন কোমপানি অ্যাটর্ণির চিঠি দিয়েছে। মেশিনের দরুণ এখন ত্রিশ হাজার টাকা বাকী।

কল্যাণ ॥ আর তিনটে মাস। সব ম্যানেজ হয়ে যাবে।

আশিস ॥ আমি বলছিলাম কি কোম্পানির financial অবস্থা যখন এই রকম, তখন কি কোন রকম risk নেওয়া উচিত হবে? বিশেষ করে এই নতুন appointment নিয়ে ইউনিয়ন আপত্তি তুলতে পারে।

কল্যাণ ॥ বলি, কোম্পানিটা আমার না ইউনিয়নের? ইউনিয়নকে যত বাড়তে দেবে ততই পেয়ে বসবে।

আশিস ॥ হ্যাঁ, আমিও অবশ্য সেই কথাই গিরিজাকে বলে দিয়েছি। বলেছি, দাদা যা ভাল বুঝবেন করবেন।

কল্যাণ ॥ বলেছ তো—এই হল মরদকা দাঁত—হাতিকা বাত। সরি হাতিকা বাত মরদ কা দাঁত। না-না—কী যেন কথাটা।

আশিস ॥ মরদকা বাত—হাতিকা দাঁত।

কল্যাণ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ মরদকা বাত হাতিকা দাঁত। [স্বাতীর প্রবেশ]

স্বাতী ॥ আসুন ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়েছে।

কল্যাণ ॥ আর সবাই কোথায়?

স্বাতী ॥ সবাই এসে গেছেন।

কল্যাণ ॥ চল চল।

[ওরা চলে যায়! মঞ্চ ফাঁকা পড়ে থাকে]

[সুশান্ত ঢুকবে। সে স্টেজে ঢুকে কাউকে না দেখতে পেয়ে সোফায় বসবে। সোফা থেকে সেদিনের কাগজটা তুলে নেবে। স্বাতী সে সময় মঞ্চের ওপর দিয়ে প্রদীপ্তর ঘরে যাচ্ছে। সুশান্তকে দেখতে পেয়ে স্বাতী বলল]

স্বাতী ॥ আপনি ববিদিকে খুঁজছেন?

সুশান্ত ॥ কোথায় উনি?

স্বাতী ॥ ব্রেকফাস্ট করছেন। আপনি বসুন।

সুশান্ত ॥ তোমাদের নতুন অতিথি কোথায়?

স্বাতী ॥ প্রদীপ্তবাবু? তিনিও ব্রেকফাস্ট করছেন। আপনাকে চা দেব?

সুশান্ত ॥ (গম্ভীর হয়ে) না।

স্বাতী ॥ কিছু খাবেন?

সুশান্ত ॥ ববি।

স্বাতী ॥ কী বললেন ?

সুশান্ত ॥ ববিকে খবর দাও। আমাদের এখনই বেরুতে হবে [স্বাতীর প্রস্থান]

[মনোরমার প্রবেশ। হাতে রুটি কাটার ছুরি]

মনো ॥ এই যে সুশান্ত, এত সকালে কী ব্যাপার ?

সুশান্ত ॥ সে-কী ভুলে গেলেন ?

মনো ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার বাবার সঙ্গে কী কথা হবে বলেছিলে বটে। তা কী কথা হল ?

সুশান্ত ॥ ও তেমন কিছু নয়। বাবা বলছিলেন বিয়ে করতে। ওঁর বয়স হয়ে যাচ্ছে।

মনো ॥ তাতো ভাল কথাই বলেছেন। সত্যি তো, উনি থাকতে থাকতে—।

সুশান্ত ॥ আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ববি কিছুতেই রাজি হচ্ছে না।

মনো ॥ সেকী তুমি কি ববিকেই—

সুশান্ত ॥ ভালবাসি। অথচ দেখুন, এই কথাটা আপনার সামনে যত সহজে বলতে পারলাম, ববিকে তত সহজে বলতে পারি না। বলতে গেলেই কী রকম যেন বোকা বোকা মনে হয়। Smart লোকেরা যে কীভাবে প্রপোজ করে তা জানি না।

মনো ॥ আমিও জানি না, তবে উনি আমাকে ইংরাজিতে প্রপোজ করেছিলেন।

সুশান্ত ॥ আমি ইংরাজি-বাংলা-হিন্দি তিন ভাষাতেই propose করে দেখেছি—ববি আমাকে কিছুতেই পাত্তা দিতে চায় না। যতই আমি বলি, ববি I love you—আমি তোমাকে ভালোবাসি—ম্যায় তুমকো পেয়ার করতা হ্যায়, তত বারই সে বলে সুশান্ত, পেয়ার কাকে বলে তা টমের কাছ থেকে শেখ। টম হল ওর পেয়ারের লোক ?

মনো ॥ ওর ওই রকম! মাথাটা একটু খারাপ তো।

সুশান্ত ॥ সেকি ?

মনো ॥ হ্যাঁ। মানে নিজের মেয়ে বলে এতোদিন বলিনি। ওঁর কাছ থেকে মাথার রোগটা পেয়েছে। একটুতেই পিত্ত ভীষণ কুপিত হয়। তখন একেবারে আঁচড়ে কামড়ে—এইতো সেদিন আমার আঙুলটা এমন কামড়ে দিল—

সুশান্ত ॥ বলেন কি! তবে আপনি যে বললেন, টম কামড়েছে?

মনো ॥ কী করে নিজের পেড়ে মেয়ের গুণের কথা বলি বাবা। এখন তুমি ওই ভালবাসাবাসির কথা তুললে তাই কথাটা জানিয়ে রেখে দিলাম। কাউকে যেন বলতে যেও না। ববি শুনলে তাহলে আবার কামড়াবে।

সুশান্ত ॥ না, না, আমি বলব না। তবে আপনি চিন্তা করবেন না। এ-সব একটু শক-থেরাপি করলেই ঠিক হয়ে যাবে।

মনো ॥ ও-সব কি আর বাকী আছে বাবা? কত শক দেওয়া হল। এখন সে সব শক আমাদের গায়ে এসে লাগছে। তুমি বরং অন্য কোন মেয়ে দেখ।

সুশান্ত ॥ আচ্ছা সে না হয় দেখা যাবেখন। ববির মনে আছে তো আজ একটু পরেই জ্যাম সেসন।

মনো ॥ তাতো জানি না। তুমি কাল বলছিলে বটে। তবে ও আজ সকাল-বেলা বলছিল, শরীরটা ভাল লাগছেনা। প্রায়ই ভোগেতো—

সুশান্ত ॥ কই আমিতো কোনদিন অসুখ বিসুখ—

মনো ॥ তুমি আর ক'দিন দেখছ। ওই উইক-এণ্ড গুলোতেই তোমার সঙ্গে যা দেখা হয়।

সুশান্ত ॥ তাহলে আজকের জ্যাম সেসন—রাতের পার্টি?

মনো ॥ তুমি বোস। আমি দেখি জিজ্ঞাসা করে। রাতের পার্টিতে প্রদীপ্তও হয়ত যেতে পারে।

সুশান্ত ॥ প্রদীপ্ত? ও, সেই ভদ্রলোক? কাল যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল? তিনি কি ইনভাইটেড?

মনো ॥ সে আমি বুঝব।

সুশান্ত ॥ তিনি কি নাচ জানেন?

মনো ॥ সেটা তিনি বুঝবেন।

সুশান্ত ॥ লোকটি নাচ জানে কিনা জানি না, তবে ম্যাজিক জানে! খোঁজ করলে হয়ত জানা যাবে পি. সি. সরকারের দলে ছিল। এক রাতের মধ্যে আপনাকে এভাবে কনভিনস করে ফেলল।

মনো ॥ সুশান্ত, উনি আমাদের অনারড-গেসট। প্রথমে সেটা বুঝিনি। কিন্তু যখনই বুঝেছি তখন থেকে ওঁর সঙ্গে আমরা যথোচিত সম্মানের সঙ্গে কথা

বলছি। এ ছাড়া উনি আমাদের কারখানাতেও কাল থেকে জয়েন করছেন—অ্যাজ অ্যাডমিনিসট্রেটিভ অফিসার।

সুশান্ত॥ বাঃ দারুনতো! ভদ্রলোকের হরস্কোপখানা পেলে একবার দেখতাম।

মনো॥ পেলে তোমায় দেখাব।

[মনোরমা চলে গেলেন। সুশান্ত বসে কাগজ পড়ছে। এমন সময় প্রদীপ্ত আর ববি কথা বলতে বলতে ঢুকছে। ওরা সুশান্তকে প্রথমে লক্ষ্য করেনি]

ববি॥ বা-বা! আপনি চায়ে এত চিনি খান অথচ আপনার মুখতো মোটেই মিষ্টি নয়।

প্রদীপ্ত॥ আমার সব চিনি অন্তরে জমা হয়। শুধু মুখ যাদের মিষ্টি তাদের অন্তরটা একেবারে সিঙ্কোনার জঙ্গল।

ববি॥ না, আপনার সঙ্গে ঝগড়া করব না যখন ঠিক করেছি তখন—

প্রদীপ্ত॥ পরাজয়ের পর পরাজিতদের সঙ্গে সন্ধি করাটাই দস্তুর।

ববি॥ স্বীকার করছি, আপনিই বিজয়ী—আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট।

প্রদীপ্ত॥ এক মুহূর্তে গ্রেট বানিয়ে দিলেন। আপনি দেখছি ভোল পালটানোর ব্যাপারে খবরের কাগজ-ওয়ালাদেরও হার মানিয়ে দেবেন। তারা এ-বেলা ওঠায়, ও-বেলা নামায়। তবে দেখবেন আজ গ্রেট বলার জন্য কাল যেন আবার রিগ্রেট করবেন না। এখন অবশ্য একবার রিগ্রেট করছি—কাল রাতের ব্যবহারের জন্য।

[এমন সময় সুশান্ত বলে উঠল]

সুশান্ত॥ ওর পিত্ত প্রায়ই কুপিত হয়, সাবধান।

ববি॥ ওহ্ সুশান্ত। তুমি? কিন্তু ও সব কথা বলার মানে কি? 'পিত্ত কুপিত'—অল দোজ ফিলথি ল্যাংগুয়েজেস।

সুশান্ত॥ আমার কথা নয়—তোমার মা-ই বলছিলেন। ওহ্ সরি, তোমার আবার এ-সব বলা বারণ। তা তুমি রেডি হলে না? সাড়ে ন'টা বাজল যে! দশটায় সেসন।

ববি॥ ওহ্ সুশান্ত, প্লিজ, একজকিউজ মি, I am awfully tired to-day—তুমি যাও, আমি বরং রাতের পারটিটায় যাব।

প্রদীপ্ত॥ ওঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে উনি হয়ত রাত্রি পর্যন্ত বেঁচে থাকতে নাও পারেন। তার চেয়ে আপনি বরং জ্যাম না জেলি সেসন তাই সেরে আসুন।

সুশান্ত ॥ আপনি মশাই অধিকারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন।

প্রদীপ্ত ॥ আপনি জানলেন কী করে আমার অধিকারের মাত্রাটা কোথায় ?

সুশান্ত ॥ ববি, এই লোকটাকে তুমি বরদাস্ত করছ কী করে ?

প্রদীপ্ত ॥ যে ভাবে উনি আপনাকে বরদাস্ত করছেন।

ববি ॥ প্রদীপ্তবাবু, আপনিও চলুন না কেন ? ভীষণ মজা হবে।

সুশান্ত ॥ না—না—ওঁকে নিয়ে মজা করে কি লাভ ?

প্রদীপ্ত ॥ যা বলেছেন, আপনি যখন ও-রসে মজেছেন। তখন আপনিই যান। আমি মশাই জ্যাম বলতে বুঝি রুটি দিয়ে খাবার জ্যাম আর ট্রাফিক জ্যাম—যেটা কলকাতায় রোজই আপিস টাইমে দেখি। নতুন জ্যাম দেখার প্রবৃত্তি নেই। [মনোরমা ঢুকলেন]

মনোরমা ॥ না—না প্রদীপ্ত এখন কোথাও যাবে না। ও স্যুটের মাপ দিতে যাবে। আমি ওর জন্য কেরামত আলিকে দোকান খুলিয়েছি। আজ রবিবার সব তো বন্ধ। তা কেরামত আলি বলল, মাইজি আপনি যখন বলছেন, তখন জরুর আসব। ওঁর তো প্রত্যেক মাসে একটা করে স্যুট হয়। বোমবের খানদানি দরজি। রাজেশ খান্নার স্যুট করে। প্রদীপ্ত, তুমি ready হয়ে নাও। খুকু তোমার সঙ্গে যাবে।

সুশান্ত ॥ তাহলে সেসনে যাবে না ?

ববি ॥ আচ্ছা বেশ বাবা। ওঁর মাপটা হয়ে গেলে, আমরা ওঁকে নিয়েই বরং—

প্রদীপ্ত ॥ না—না, আমি চলে আসব। আমার কিছু কাজ আছে।

ববি ॥ চলুন তো সে-সব দেখা যাবে।

প্রদীপ্ত ॥ না—না, দেখার ব্যাপার নয়। আমার কিন্তু ধুতি ছাড়া আর কিছু পরিধেয় নেই। শাড়ি পরেও নাচা চলে, কিন্তু ধুতি পরে নাচাটা—মানে ধেই ধেই করে নাচা যায়। কিন্তু আপনাদের ওই জ্যাম সেসন না কী তার মধ্যে পড়লে কাঁছা খুলে যাবার সম্ভাবনাটা বেশী।

সুশান্ত ॥ না—না, কাঁছা খোলা মারাত্মক অপরাধ। আর ধুতি পরেও ঢোকা নিষেধ। আপনি বরং মাপ দিয়েই চলেই আসুন। আমি আমার গাড়িটায় করে আপনাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব।

মনো ॥ (স্বগতঃ) ওঃ সেই বাড়ি পাঠিয়ে তবে ছাড়ল। তখনই জানি, যখন একবার পিছনে লেগেছে। (প্রকাশ্যে ববিকে) যাচ্ছ যাও, দুপুর বেলা চারটি বিয়ার খেয়ে মাতাল হয়ে এসো না, রাতের পার্টিটার কথা মনে রেখ।

ববি॥ আচ্ছা, আচ্ছা, সে তোমায় ভাবতে হবে না মামী।

সুশান্ত॥ ববি, তুমি তৈরি হয়ে নাও। আমি এক্ষুনি আসছি। দেখো, আমি ফিরে আসার মধ্যে যেন ডিসিসন পালটিও না। [প্রস্থান]

মনো॥ বাবারে বাবা, চীনে-জোঁক কখনও দেখিনি। সুশান্তকে দেখে আমার একশ'টা চীনে-জোঁক দেখা হয়ে গেল। কত করে ডিসকারেজ করলাম। আর তোরও বলিহারি খুকু। কিছুতেই Avoid করতে পারলিনে। প্রদীপ্ত বেচারা একা একা থাকবে, তুই কোথায় কমপানি দিবি—

প্রদীপ্ত॥ না-না, একা একা কোথায়? স্বাতীতো রয়েছে।

মনো॥ স্বাতী কি একটা companion? তোমরা হচ্ছ খানদানি ঘরের ছেলে। তোমাদের হাই ইনটেলেকচ্যুয়াল ক্যালিবার। তোমার সঙ্গে খুকু ছাড়া কেউ কথাই বলতে পারবে না। মানে তাদের সে ক্যাপাসিটিই নেই।

ববি॥ জানো মাম্মী, কাল একটা ভীষণ মজা হয়েছিল—প্রদীপ্তবাবু, সুশান্তকে একটা বাংলা বানান জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সুশান্ত পারেনি।

মনো॥ কী বানান?

ববি॥ সে একটা শক্ত বানান কুজঝোটিকা।

মনো॥ কুজ—কুজ্‌ঝ···। যাকগে, পারলনাতো? দেখলি? বাঙ্গালীর ছেলে কুজ—কুজঝ...বানান করতে পারে না? কী লজ্জার কথা বলতো? অথচ বাড়ি কোথায় জিজ্ঞাসা করলে গর্বের সঙ্গে বলবে—বরিশাল।

ববি॥ হু! টেগোর বার্থডেতে সুশান্ত আবার লেকচার দেয়।

মনো॥ এই জন্যেতো টেগোর দুঃখ করতেন। আমার বাবাতো টেগোরের শান্তি-নিকেতনের কনট্রাকটর ছিলেন। প্রায়ই দেখা করতে যেতেন। আর টেগোর ওঁর কাছে দুঃখ করতেন: বাঙ্গালী জাতের কিস্যু হবে না। ত্যাখো প্রদীপ্ত, আমরা বাইরে সাহেব হলেও আমাদের ভেতরটা কিন্তু খাঁটি বাঙালী। আমার ঘরে যদি যাও, দেখবে আমার গুরুদেব পাগলাবাবা সুদেবানন্দজীর ছবি ঘরের চারিদিকে। আমি আর উনি ওঁর শিষ্য তে! গুরুদেব বোমবে এলে এই 'স্বর্ণভিলা'তেই ওঠেন। আমার মেয়ে ড্যানস করছে, পারটিতে যাচ্ছে আবার বাবার ভজনও করছে। ওর ভজনও তোমায় শোনাব। গুরুদেবতো বলেছেন, তোর মেয়ের অনেক বড় ঘরে বিয়ে হবে। এখন সবই তার কৃপা।

প্রদীপ্ত॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ঠিক। সবই তাঁর কৃপা। গুরু কৃপা হি কেবলম্‌।

মনো॥ আহা, কী ভক্তি তোমার। বাবা তোমায় দেখলে খুবই খুশী হবেন।

প্রদীপ্ত॥ আপনার বাবা এখন কোথায়?

মনো॥ কোন বাবার কথা বলছ? আমার নিজের বাবাতো স্বর্গে গেছেন। হিন্দুকোড বিল পাশ হওয়ার ঠিক আগের মাসে। একেবারে ভুবিয়ে গেছেন। সে কথা বলছিনা। আমি বলছি পাগলাবাবা সুদেবানন্দজীর কথা, বাবার কী মহিমা, তোমায় কী বলব প্রদীপ্ত।

[কল্যাণ রায়ের প্রবেশ]

কল্যাণ॥ কী ব্যাপার, কী কথাবার্ত্তা হচ্ছে?

প্রদীপ্ত॥ বাবার কথা।

কল্যাণ॥ সেকী তোমার বাবা—

মনো॥ ওর বাবার কথা হতে যাবে কেন? চোরের মন ভাঙ্গা বেড়া। গুরুদেবের কথা হচ্ছে।

কল্যাণ॥ ও গুরুদেবের কথা। তাই বল। বাবা শুনে বুকটা ধড়াস করে উঠল কিনা।

প্রদীপ্ত॥ কী ব্যাপার বলুন তো?

মনো॥ ও তুমি বুঝবে না। মানে ওঁর বাবা, মানে আমার শ্বশুর যখন মারা যান, তখন উনি খুব ছোট; পাঁচ বছর বয়স—তাই বাবার নাম শুনলেই ওঁর বুকটা ধড়াস করে ওঠে।

প্রদীপ্ত॥ সেকী উনি যে ট্রেনে আমায় বললেন ওঁর বাবা বছর দশেক আগে মারা গেছেন।

মনো॥ তাহলে বোধহয় ওঁর বাবার যখন পাঁচ-বছর বয়স তখন ইনিই মারা যান। না-না, ইনি মারা যাবেন কেন? কী আবোল তাবোল বকছি…

[মনোরমা কথাটা বলে ফেলতেই কল্যাণ ববি ও মনোরমা যুগপৎ জিভ কেটে মাথায় হাত দেয়। এই মুহূর্তে সুশান্ত প্রবেশ করে। সুশান্তকে দেখে ওরা অকুলে কূল পায়]

সুশান্ত॥ আমি এসে গেছি।

মনোরমা॥ এসে গেছ? যাও, যাও, তোমরা এখুনি বেরিয়ে পড়।

[ববি প্রদীপ্তকে হাত ধরে নিয়ে চলে যায়, পিছনে পিছনে সুশান্ত। দুপক্ষ থেকে ঘন ঘন হাত নাড়া চলতে থাকে—টা-টা-টা। বাই-বা- এই হট্টগোলের মধ্যে পর্দা নেমে আসে]

[বিরতির পর আবার যখন পর্দা উঠছে তখন ইতিমধ্যে একমাস কেটে গেছে। কল্যান রায় একটি ফাইল দেখছেন। তার সামনে দাঁড়িয়ে কমল। কমলের বয়স ৪০। বেঁটে। মুখে দাড়ি। মাথায় পুরু চুল। চোখে নিকেলের ফ্রেমের চশমা। পরণে কারখানার পোশাক। সে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া আয়রণ ওয়ার্কসে কল্যাণ রায়ের একজন কর্মচারী। তার নেকনজরে পড়ে অফিসার গ্রেডে উঠেছে। কল্যাণ 'স্বর্ণভিলায়' নিয়মিত আসে। খবরা-খবর দেয়]

কল্যাণ ॥ (ফাইল দেখতে দেখতে) ইউনিয়ন তাহলে একটু টিট হয়েছে বল।

কমল ॥ একেবারে টিট। একমাসের মধ্যে কারখানার চেহারা পালটে গেছে।

কল্যাণ ॥ প্রদীপ্ত তাহলে ভালই চালাচ্ছে ?

কমল ॥ একেবারে গড় গড় করে চালাচ্ছে। একেবারে এইট্টি মাইল পার আওয়ার।

কল্যাণ ॥ অথচ ওকে যখন বসাই তখন কী প্রবল আপত্তি। ডুবিয়ে দেবে। সর্বনাশ করে ছেড়ে দেবে। ইউনিয়ন লীডার গিরিজাতো ডেপুটেশন নিয়ে এল। করছেন কি স্যার, ডুবে যাবেন। আরে আমি হচ্ছি ডুবো জাহাজ। ডুবলেও ঠিক জল কেটে কেটে বেরিয়ে যাব।

কমল ॥ হ্যাঁ ঠিক জল কেটে কেটে— হাত দিয়ে দেখাবে)

কল্যাণ ॥ অ্যায় !

কমল ॥ অ্যায় ! আপনি যে স্যার নিজের প্রশংসা শুনতে পারেন না, নইতো বলতাম আপনি খাঁটি জহুরি। কার মধ্যে কি আছে তা চট করে ধরে ফেলতে পারেন।

কল্যাণ ॥ তা পারি, তবে গুণীর সম্মান নেই বুঝলে। এই যে সব পদ্মশ্রী-পদ্মভূষণ দেওয়া হয়, সে-সব কি ঠিক লোককে দেওয়া হয়।

কমল ॥ তাই কখনও হয়! যত সব আজে বাজে লোককে—এ নিয়ে কাগজে-টাগজে আচ্ছা করে লেখা দরকার।

কল্যাণ॥ আরে ছোঃ! কাগজ-ওয়ালাদের কথা আর বোলনা। ছোটদের দুধ গরম করা আর বড়দের দাড়ি কামানো ছাড়া কাগজের আর কোন ভ্যালু আছে নাকি! একেবারে অখাদ্য।

কমল॥ যা বলেছেন। একদম খাওয়া যায় না। আমি তো দাড়ি কামানো ছাড়া—

কল্যাণ॥ তোমার দাড়ি দেখে তো মনে হয় না তুমি কোনদিন জন্মে দাড়ি কামিয়েছ।

কমল॥ তা ঠিক স্যার—জন্মেই দাড়ি কামাইনি। তবে দাড়ি গজাবার পর কামিয়েছি। শেষে যখন দেখলাম খবরের কাগজ দাড়ি কামাবারও অযোগ্য তখন দাড়ি কামানোই ছেড়ে দিলাম।

কল্যাণ॥ বেশ করেছ। তাহলে বলছ, প্রদীপ্ত আসার পর কারখানায় একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেছে—

কমল॥ চাঞ্চল্য বলে চাঞ্চল্য। আমরা যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছি। সকলের মুখে মুখে এখন এক কথা—কথা কম কাজ বেশী। কথা কম—

কল্যাণ॥ কম—হাঃ হাঃ। তোমাদের সেই ইউনিয়ন লিডার গিরিজার খবর কি? খুব তো তড়পেছিল—দেখব, উনি কী ভাবে ফ্যাকটরি চালান। এখন কি বলছে—

কমল॥ বলবে আবার কি—চুপসে বেলুন হয়ে গেছে।

কল্যাণ॥ মানে, আবার ফুঁ দিলে ফুলতে পারে?

কমল॥ না-না। ফুল্। লিক হয়ে গেছে। ফুঁ দিলেও ফুস্—

কল্যাণ॥ হাঃ হাঃ হাঃ।

কমল॥ এখন তো প্রদীপ্তবাবু তদন্ত কমিশন বসিয়ে দিয়েছেন। কারখানায় আগে কত কত চুরি হয়েছে সে সব বার করছেন। গিরিজা তো এখন পালাবার পথ পাচ্ছে না।

কল্যাণ॥ পথ তোমরাই দেখিয়ে দিও। আমার হাড়-মাস জ্বালিয়ে খেয়েছে। এখন বিদেয় হলে বাঁচি।

কমল॥ স্যার, আমার শালীর ব্যাপারটা মনে আছে তো—

কল্যাণ॥ শালীর কোন ব্যাপারটা?

কমল॥ ওই যে বলেছিলাম চাকরি। আপনি বলেছিলেন অবস্থা একটু ভাল হলেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

কল্যাণ॥ তোমার না দুই শালীর চাকরি হল ?

কমল॥ আমার স্ত্রার শালী ভাগ্য একটু বেশী। এ-জন্য বন্ধুরা আমায় ঠাট্টা করে শালীবাহন বলে ডাকে। কী করব বলুন, এ সবই আমার শ্বশুর মশাইর হাত। আমার কিছু করার নেই।

কল্যাণ॥ আশীষকে বল না—একটা কিছু করে দেবে।

কমল॥ ওরে বাবা! ছোট মেসোর ঘরে ঢুকতেই সাহস হয় না। তার ওপর প্রদীপ্তবাবু কারখানায় ঢোকার পর ওঁর মেজাজটা তিরিক্ষে হয়ে আছে। Factory-টাতো প্রদীপ্তবাবু এখন নিজেই দেখছেন। এতে তো ছোট মেসোর মেজাজ একেবারে Blast Furnace. সেদিন আমায় এমন শক্ত ইংরাজিতে গাল দিলেন—বুঝতেই পারলাম না। অথচ আগে কত সোজা ইংরাজিতে গাল দিতেন!

কল্যাণ॥ সত্যি আশীস ক্রমশঃ চটে যাচ্ছে। অথচ ও যেদিন জানতে পারবে, কেন আমি প্রদীপ্তকে— [মনোরমার প্রবেশ]

মনো॥ সকালে উঠে আজ যে ফাইল নিয়ে বসলে ? তোমার না আজ রাতে টাইগার ক্লাবে ডিনার-লেকচার আছে। বক্তৃতা লেখা হয়েছে ?

কল্যাণ॥ ওহো, একদম মনে ছিল না। সাবজেকটটা যেন কী—

মনো॥ এও কি আমি বলে দেব ?

কমল॥ মাসীমা ভাল আছেন ?

মনোরমা॥ কী খবর ? তোমায় যেন কী বলব ভাবছিলাম। ও হ্যাঁ, গুরুদেব খেজুরের পাটালি খেতে চেয়েছিলেন, তোমায় বলেছিলাম কলকাতা থেকে আনিয়ে দিতে—কী হল ?

কমল॥ আজ্ঞে, এই বর্ষাকালেতো পাটালি পাওয়া যায় না!

মনো॥ কি পাওয়া যায় না ? গুরুদেব খেতে চেয়েছেন। পাটালি কেন, দরকার হলে পুরো খেজুরের গাছটাই নিয়ে আসতে হবে। যতসব বাজে অজুহাত—শোন next week-এর মধ্যে পাটালি আমার চাই বুঝেছ ? (স্বামীকে) যত সব ইনএফিসিয়েন্ট-স্টাফ নিয়ে হয়েছে তোমার কারবার।

কল্যাণ॥ ইউরেকা। ছাতু।

মনো॥ ছাতু মানে ? হচ্ছে পাটালির কথা। তুমি বললে ছাতু!

কল্যাণ॥ টাইগার ক্লাবে আজ আমায় পুষ্টি আর অপচয় বন্ধ এই সম্পর্কে বক্তৃতা

দেবার কথাতো—সাবজেক্ট পেয়ে গিয়েছি—'ছাতু'। প্রদীপ্ত সেদিন আমায় ছাতু সম্পর্কে বলছিল। ছাতুর মধ্যে অনেক নিউট্রিশান ভ্যালু আছে।

কমল। আমি আজ আসি মাসীমা, আসি মেসো—

কল্যাণ। এসো!

মনো। পাটালি নিয়ে এসো।

কমল। যে আজ্ঞে। 'শালী'।

মনোরমা। আমায় কিছু বললে?

কল্যাণ। আমায় বলল। ঠিক আছে 'হবে'।

মনো। কী সব টেলিগ্রাফিক কথাবার্ত্তা—ভাষা বোঝার জন্ম দেখছি অর্জ টেলিগ্রাফে ভরতি হতে হবে। হুঃ! [একটু থেমে] শোন, ওদিকে কত দূর কি এগুলো বলতো?

কল্যাণ। কোন দিকে?—

মনো। একমাসতো হয়ে গেল। এবার তো সুনন্দ সেনকে খবর দেওয়া দরকার। আনন্দ তো আর লুকিয়ে নেই, ইতিমধ্যে পাঁচ কান হবেই। তখন জানতে পারলে আমাদের ওপরেই রাগটা এসে পড়বে। হিতে বিপরীত হবে।

কল্যাণ। আমি ভাবছিলাম, আর ক'টা দিন দেখি, ববির সঙ্গে ওর ব্যাপারটা একটু পাকাপাকি হয়ে উঠলেই—ববি ওকে নিয়ে বেড়াচ্ছে-টেড়াচ্ছে তো?

মনো। কখন বেড়াবে? তুমি তো কারখানার ব্যাপারে ওকে অতখানি সময় এনগেজড করে রাখলে ববি আর চানস পাবে কতক্ষণ? এই এক মাসের মধ্যে শুধু সেদিন দুজনে জুহুতে বেড়াতে গিয়েছিল। পার্টিতে দু'একবার গেছে. তা সেখানে তো আর কথাবার্ত্তা হয় না।

কল্যাণ। ববি কি বলে, হোপফুল?

মনো। Only cupid knows। ববিকে কিছু জিগ্যেস করলেই, মিটিমিটি হাসে।

কল্যাণ। হাসে তো? তাহলে জানবে কাজ এগুচ্ছে। আরে বাবা. ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুতেও তো একটা সময় লাগে। আর এতো মন দেওয়া নেওয়ার খেলা। সাংঘাতিক কমপ্লিকেটেড ব্যাপার-স্যাপার। তোমাদের মেয়েদের হৃদয় যন্ত্রটা অপারেট করা, রকেট চালানোর চেয়েও কঠিন।

মনো ॥ ববি বলে প্রদীপ্ত নাকি অদ্ভুত চরিত্রের লোক। কথা বলে হেঁয়ালিতে। শুধু হাসে আর হাসায়।

কল্যাণ ॥ হিয়েলি ? Very interesting.

মনো ॥ বোকার মত কথা বোলনা। এর মধ্যে তুমি interestieg-টা দেখলে কোথায় ? এতো দুর্ভাবনার কথা।

কল্যাণ ॥ কেন, দুর্ভাবনা কেন ?

মনো ॥ প্রেম হল হাসি কান্নার ব্যাপার। অর্দ্ধেক হাসি অর্দ্ধেক কান্না।

কল্যাণ ॥ ও সব পুরনো থিওরি তোমার আমার কালে শেষ হয়ে গেছে। এ-যুগে ভালবাসাটা খেলা—Just a game. আর Love-এর খেলায় Love-এ game খাওয়াটাই হ'ল বড় জেতা। I mean হারটাই এখানে জিৎ। —খুকুকে এ-খেলায় ইচ্ছে করে হারতে হবে।

মনো ॥ কিন্তু আর কতদিন এই খেলা চলবে ?

কল্যাণ ॥ যতদিন না আমার West Indian Iron Works নিজের পায়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রোডাকশান আবার স্টেডি হয়েছে। হাতে অর্ডারও আসছে। আর তাছাড়া, প্রদীপ্তকে আমিতো আর বন্দী করে রাখিনি।

মনো ॥ আমার তো সে জন্যই ভয়। যে ছেলে একবার ঘর ছেড়েছে, তাকে আমি কতদিন এ ভাবে ছেড়ে রাখব ?

কল্যাণ ॥ পায়ে শিকল বাঁধা থাকলে তাকে ছেড়ে দিতে কোন ঝুঁকি নেই বুঝলে !

মনো ॥ কিন্তু শিকল কাটতে কতক্ষণ ? তুমি কি মনে কর—ববির মত মেয়ে ও কোনদিন দেখেনি ?

কল্যাণ ॥ দেখেছে। কিন্তু এ ভাবে এত কাছ থেকে হয়ত দেখেনি। একটু ধৈর্য ধর।

মনো ॥ বড় হতে গেলে জীবন নিয়ে জুয়ো খেলতে হয়। চুপ, প্রদীপ্ত আসছে।

[প্রদীপ্ত ঢুকল]

কল্যাণ ॥ গুড মর্নিং প্রদীপ্ত। তোমার ভাল ঘুম হচ্ছে তো ?

প্রদীপ্ত ॥ আজ্ঞে, আপনাদের খাটটা পালটে দেওয়ার পরে কোন অসুবিধে হয় নি !

কল্যাণ ॥ এয়ার কুলারটা ঠিক হাওয়া দিচ্ছে তো ?

প্রদীপ্ত ॥ না ওটা বন্ধই থাকে। এত প্রচণ্ড শব্দ হয় যে মনে হয় বুঝি 'কনকর্ডে' চেপে বিশ্ব ভ্রমণে যাচ্ছি।

কল্যাণ॥ সে কি! কই তুমিতো আগে কখনও বলনি। ছিঃ ছিঃ আমি কালই মিস্ত্রি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

প্রদীপ্ত॥ না-না। মিস্ত্রির দরকার নেই। যন্ত্র থাকলেই যন্ত্রণা বাড়ে। তার চেয়ে এই ভালো? আমি জানালা খুলে ঘুমোই। শ্রাবণের ঝিরঝির হাওয়া বাইরে। মাঝে মাঝে বৃষ্টিও পড়ে। আমার কোন অসুবিধে হয়না। বরং ঘর থেকে বাইরের আকাশটা দেখতে পাই—কলকাতার মেসে তো আর আকাশ পেতাম না।

কল্যাণ॥ তাতো বটেই। তাতো বটেই। ছাখো, সবাই বলছে কারখানার বেশ উন্নতি হয়েছে।

প্রদীপ্ত॥ আপনি ফিল করছেন না?

কল্যাণ॥ করছি বই কী! করছি। মনে হচ্ছে মরিশন কোম্পানির দেনাটা এবারে চুকিয়ে দিতে পারব। তারপর আসল দেনা—সেটার ব্যাপারে তোমাকে তো হেল্প করতে হবে।

প্রদীপ্ত॥ কোনটার ব্যাপারে বলুনতো?

কল্যাণ॥ সেটার ব্যাপারে—ও সে তোমায় পরে বলব।

মনো॥ আঃ তুমি কি ছেলেটাকে দিনরাত কারখানার ছাড়া আর কোন কথা বলবেনা। লোহা লক্কড় ঘাটতে ঘাটতে তোমার ব্রেনটাও নীরেট হয়ে গেছে। তার চেয়ে তুমি কি জিজ্ঞেস করবে বলেছিলে সেটা বরং—

কল্যাণ॥ কোনটা বলতো?

মনো॥ সেই বক্তৃতার ব্যাপারটা—

কল্যাণ॥ ও হ্যাঁ, প্রদীপ্ত আজ আমার একটা বক্তৃতা আছে ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ 'বিশ্বপুষ্টি দিবস' উপলক্ষে টাইগার ক্লাবে ডিনার-মিটিং। ফুড মিনিস্টার আসছেন। ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হিসাবে আমার তো কিছু বলার দরকার—

প্রদীপ্ত॥ নিশ্চয়ই বলবেন।

কল্যাণ॥ কিন্তু কী বলি বলতো? নতুন কিছু বলা দরকার। যা সবাই বলে, সে সব কথা নয়। প্রেসের লোকজন থাকবে—কিছু ক্যাচি কথাবার্তা না বলতে পারলে....

প্রদীপ্ত॥ আমি কী বলবো বলুন তো—আমি তো আর পুষ্টি বিশেষজ্ঞ নই।

কল্যাণ॥ ও সব বিশেষজ্ঞদের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বিশেষ

ভাবেই অজ্ঞ। ওরাই দেশটাকে ডুবিয়েছে। আমি চাই Lay man-দের ওপিনিয়ন। ওই যে তুমি সেদিন বলছিলে না ছাতু—ছাতুর নিউট্রিশন ভ্যালু সম্পর্কে। ওটাই একটু গুছিয়ে বল তো।

প্রদীপ্ত॥ ছাতু খাদ্য জগতে এক অভিনব আবিষ্কার। শুধুমাত্র একথালা ছাতু ও গুটি দুই লংকা খেয়ে কলকাতার ১৮ হাজার রিক্শাওয়ালা রিক্শা টানে। বেকারদের পক্ষে ছাতু এক অত্যাশ্চর্য ডিনার। আড়াইশ গ্রাম ছাতু আর একটু গুড় খেয়ে শুয়ে পড়ুন, একটু পরে মনে হবে আপনি কোন বউভাতের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরলেন।

কল্যাণ॥ বাঃ। চমৎকার। তুমি দোতলায় আমার ঘরে বসে কয়েকপাতা একটু লিখে দাও তো। গুছিয়ে লিখে না দিলে ঠিক মনে থাকে না। মানে····

প্রদীপ্ত॥ এই তো আপনাকে পয়েন্ট দিয়ে দিলাম...

কল্যাণ॥ না-না, আমার তাহলে গোলমাল হয়ে যাবে। আজকাল আমার ব্রেনটা ঠিকমত ওয়ার্ক করছে না।

মনো॥ কবে করত?

কল্যাণ॥ বিয়ের আগে করতো। সে-সময় তো তুমি গ্যাখোনি····(একটু রেগে) তুমি আবার এর মধ্যে কথা বলতে আসছ কেন?

মনো॥ বলব না? আজ রবিবার, রবি কী একটা প্রোগ্রাম করেছে বলা-ছিল···তা না তুমি অমনি লিখতে বসিয়ে দিলে ছেলেটাকে।

প্রদীপ্ত॥ না-না, এটা লিখতে আর কতক্ষণ লাগবে।

কল্যাণ॥ বুঝলে প্রদীপ্ত, আজকাল এই সভা-সমিতিতে প্রায়ই যেতে হচ্ছে। সবাই টেনে নিয়ে যায়। অথচ বক্তৃতা দেওয়াটা ঠিক আমার আসে না। কি করা যায় বলতো?

প্রদীপ্ত॥ আপনি কিছু ভাববেন না, আমি ফরমূলা করে দেব।

কল্যাণ॥ বক্তৃতার ফরমূলা?

প্রদীপ্ত॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, তিন রকমের ফরমূলা। সাধারণতঃ তিন ধরনের বক্তৃতা আপনাকে দিতে হয়···এক হল, অ্যানুয়াল মিটিং বা সোশ্যাল। ২নং বার্থডে সেরিমনি, ৩ নং ইকনমিক প্রবলেম····আমি আপনাকে তিনটি মডেল করে দেব···। যেখানে যেমন সেখানে তেমন বলে যাবেন।

কল্যাণ॥ সত্যি প্রদীপ্ত, তোমাকে যত দেখছি তত অবাক হচ্ছি। এখন যদি ঈশ্বর মুখ তুলে চান...

প্রদীপ্ত ॥ ঈশ্বর মুখ তুলে চান মানে ?

মনো ॥ ওঁর ওই রকম কথা। ঈশ্বর মানে, ঈশ্বর দাস নামে একজন ভদ্রলোকের কাছে কারখানার কিছু শেয়ার বাধা পড়েছে। তাই উনি বলছেন : ঈশ্বর যদি মুখ তুলে চান....

কল্যাণ ॥ মানে ঈশ্বর বাবু যদি কিছুদিন অপেক্ষা করেন। আর বছর খানেক অপেক্ষা করলে আমি শোধ করে দেব।

মনো ॥ ও সব কথা এখন থাকনা। প্রদীপ্ত আমার বুদ্ধিমান ছেলে। কাজ করতে করতে সে নিজেই বুঝবে। তারপর যেমন মনে করবে তেমনি করবে।

কল্যাণ ॥ হ্যাঁ—এ বিষয়ে তোমায় আর কি বলব। গোটা 'স্বর্ণভিলা'টাই তো তোমার ওপর তুলে দিয়েছি।

প্রদীপ্ত ॥ আপনাদের যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।

কল্যাণ ॥ আমরাও। তোমাকে যত দেখছি ততই—

প্রদীপ্ত ॥ সত্যি মানুষকে আপনারা কী যে আপন করে নিতে পারেন—

মনো ॥ এমনকি বাঁদরকেও—

প্রদীপ্ত ॥ মানে ?

মনো ॥ সেবার উনি একটা বাঁদর পুষেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে বাঁদরটা এমন বাড়ির ছেলের মত হয়ে গেল, শেষে কে বাঁদর আর কে বাড়ির লোক ; বাইরের লোক এসে বুঝতে পারত না।

প্রদীপ্ত ॥ তিনি এখন কোথায় ?

মনো ॥ ও তুমি ডালিম কুমারের কথা বলছ ? সে এখন Zoo-তে।

প্রদীপ্ত ॥ ওঁর নাম বুঝি ডালিম কুমার ?

মনো ॥ খুকু রেখেছিল। বাঁদর বড় ভালবাসে।

প্রদীপ্ত ॥ তিনি চিড়িয়াখানায় কেন ?

মনো ॥ সে এক ইতিহাস। একবার গুরুদেব এসেছেন। বাঁদরটি ভোরবেলা গুরুদেবের সামনে গিয়ে হাত যোড় করে বসে রইল। গুরুদেব বললেন : বাঁদরটা দীক্ষা নিতে চায়। কিন্তু ইনকাম ট্যাকস দেয় না আমি কাউকে দীক্ষা দিইনা। বাঁদরটাও argument শুনবে না। গুরুদেবও অনড়। রাগ করে ব্রেকফাসটই খেলেন না। শেষে জোর করে ধরে হতচ্ছাড়াটাকে চিড়িয়াখানায় দিয়ে এলাম।

প্রদীপ্ত ॥ একদিন গিয়ে দেখে আসব।

মনো ॥ ববি নিয়ে যাবে একদিন। ভীষণ মিষ্টি বাঁদর। এখনও দেখলে কী সুন্দর দাঁত খিঁচোয়। হ্যাঁ, তোমার যেন আজ কোথায় যাবার কথা?

প্রদীপ্ত ॥ ববি বলছিল, আজ সুইমিং ক্লাবে যাবে।

মনো ॥ কোন ক্লাবে কিছু বলেছে? আমরা পাঁচটা ক্লাবের মেম্বার। এর মধ্যে Friday club-টা আমার পছন্দ। ওখানে drinks ভাল। বেয়ারাও ভাল। জল মেশায় না।

কল্যাণ ॥ Corruption every where. তোমার যে আজ প্রোগ্রাম তা জানতাম না। বক্তৃতাটা না হয় আমিই লিখে নেবোখন।

প্রদীপ্ত ॥ না-না। আমি লিখে দেব। এখনও তো ক্লাবে যাবার দেরী আছে।

[টেলিফোন বেজে উঠল। কল্যাণ রায় গিয়ে ফোন ধরবেন]

কল্যাণ ॥ হ্যালো মিঃ দেশাই। Yes yes. I am coming.

[ফোন রেখে দিয়ে মনোরমার কাছে এগিয়ে এলেন]

কল্যাণ ॥ মনো, একদম মনে ছিল না, আজ যে মিঃ গান্ধীর রাস্তা সাফাই অভিযান। মেয়র ফোন করেছিলেন। আমাকে এখুনি বেরুতে হবে।

মনো ॥ আমি টমকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি। ক'দিন ধরে আবার টমের শরীর ভাল যাচ্ছেনা। আমায় পার্কটার সামনে নামিয়ে দিও। (প্রদীপ্তকে) তুমি তাহলে একটু বোস। স্বাতী স্বাতী। [স্বাতীর প্রবেশ] খুকু কোথায়?

স্বাতী ॥ ঘুমোচ্ছে।

মনো ॥ উঠলে বেড টি দিস। আশীস ফিরেছে?

স্বাতী ॥ না।

মনো ॥ ফিরলে ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিবি। প্রদীপ্ত, তোমায় কিছু দেবে?

প্রদীপ্ত ॥ এক কাপ কফি।

মনো ॥ প্রদীপ্তকে কফি দে। গুড বাই প্রদীপ্ত।

[নেপথ্যে টমের গলা। মোটর গাড়ি চলে যাবার শব্দ। প্রদীপ্ত উঠে যাবে। তারপর পাশের ঘর থেকে একটি ডায়রি এনে আবার পড়তে বসবে। সে তন্ময় হয়ে পড়ছে। আলো এখানে স্তিমিত। একটু পরে স্বাতী কফি নিয়ে ঢুকলে আলো আবার প্রখর হবে]

স্বাতী ॥ আপনার কফি।

প্রদীপ্ত ॥ (অন্যমনস্ক ভাবে) বলতে বল। (সম্বিৎ ফিরে পেয়ে) ও স্বাতী তুমি?

স্বাতী ॥ এত মনোযোগ দিয়ে কী পড়ছিলেন?

প্রদীপ্ত ॥ আমি যখন যা পড়ি, মনোযোগ দিয়ে পড়ি।

স্বাতী ॥ কিন্তু আপনার মনোযোগের পাত্র-পাত্রী সব তো অচেতন পদার্থ, তাই না? —যেমন—বই-খাতা-ফাইল, অ্যাকাউণ্টস।

প্রদীপ্ত ॥ যে বেচারাদের দিকে মনোযোগ দেবার কেউ নেই, আমার সময় তাদের নিয়েই কাটে। সচেতন পদার্থদের দিকে তাকাবার মত লোকের তো অভাব নেই।

স্বাতী ॥ আছে কি নেই, সেটা দেখার মতই বা আপনার অবসর কোথায়? এই একমাস আপনাকে দেখছি। আপনি কত পালটে গেছেন?

প্রদীপ্ত ॥ জীবনের ধর্মইতো পরিবর্তন। এমন কি পৃথিবীটা ঘুরছে বলেই সকাল হচ্ছে দুপুর হচ্ছে, রাত্রি হচ্ছে—আবার রাত্রির অবসানও হচ্ছে।

স্বাতী ॥ সব পাল্টালেও আপনার কথা বলার স্টাইল কিন্তু পাল্টায়নি।

প্রদীপ্ত ॥ যারা বেশী কথা বলে তারা মনের সিন্দুকে কোন কথা জমিয়ে রেখে দেয় না।

স্বাতী ॥ আপনার সব কথাই কি বলা হয়ে গেছে?

প্রদীপ্ত ॥ না। একটি দুটি এখনও না বলা বাণী রয়ে গেছে।

স্বাতী ॥ বলা হয়নি কেন?

প্রদীপ্ত ॥ উপযুক্ত শ্রোতার অপেক্ষা করছি।

স্বাতী ॥ 'স্বর্ণভিলায়' উপযুক্ত শ্রোতা পাননি?

প্রদীপ্ত ॥ পাইনি বলা ঠিক হবে না। তবে সব শব্দভেদী বাণইতো সকলের মর্মবিদ্ধ করতে পারে না। বক্তার জীবনের সবচেয়ে ট্রাজেডি তখন হয়, যখন তাঁর কথা বোঝার মত শ্রোতা মেলে না।

স্বাতী ॥ আপনি যদি এই রকম দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলেন, কে বুঝবে আপনার কথা? তবে এটুকু বলতে পারি, বৰিদি আপনাকে বোঝার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

প্রদীপ্ত ॥ তোমাকে বলেছেন বুঝি?

স্বাতী ॥ একজন মেয়ের মনের ইচ্ছে আর একজন মেয়েকে কি বলে দিতে হয়?

প্রদীপ্ত ॥ মেয়েরা যে অন্তর্যামী তা আমার জানা ছিল না। অবশ্য মেয়েদের

সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতাও যৎসামান্য আমার জীবনটা ছিল একটা স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত নাটক। এমন কি যে মেসে কাটিয়েছি, সেখানে সাবিত্রীর মত কোন একটি ঝিও ছিল না।

স্বাতী॥ এখন আপনার জীবন নাটকে স্ত্রী ভূমিকা ক'টি?

প্রদীপ্ত॥ আপাতত দুটি। তার মধ্যে একটিই প্রধান চরিত্র। আর একটির সঙ্গে দেখা হয় কদাচিৎ—কথাবার্ত্তা তো আরও কম। তবে এই দুই নারী পৃথিবীর দুই প্রান্তের অধিবাসী।

স্বাতী॥ আপনার কফি জুড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু। (একটু থেমে) আচ্ছা আপনি লেখেন না কেন?

প্রদীপ্ত॥ চেষ্টা যে করিনি তাও নয়। সম্পাদকদের কাছে লেখা পাঠাতাম সব লেখা ফেরৎ আসত। শেষে একজন পরামর্শ দিলেন, পাণ্ডুলিপির গোটা কয়েক পাতা আঠা দিয়ে জুড়ে দিতে। সেই আঠা জোড়া অবস্থাতে যখন লেখা ফেরৎ এল সঙ্গে চিঠি—'লেখাটা পড়ে দেখলাম। ছাপার অযোগ্য।' তখন ভাবলাম, পণ্ডশ্রম আর করব না।

স্বাতী॥ মনে হয়, আপনি সব কিছু সম্পর্কে বেশী ভাবেন বলেই আঘাতও পান বেশী।

প্রদীপ্ত॥ না-তা নয়। স্বাতী—। জীবন হল, স্রোতের মুখে নৌকো। তার নিজস্ব গতিতে সে এগিয়ে চলে। দুঃখে বিচলিত হইনি কোনদিনও। কিন্তু সুখ আমাকে এখন ভীষণ বিচলিত করে তুলেছে। ভাগ্যান্বেষণে বম্বে এসে এক মাসের মধ্যে আমার জীবন ধারা পালটে গেল। যে আমি ট্যুই-শনির একশ টাকায় কলকাতায় দিন কাটাতাম, মেসের দেনা শোধ করতে পারতাম না—সে আমি····। স্বাতী আমি এক ভীষণ দোটানার মধ্যে পড়েছি।

স্বাতী॥ কী ব্যাপার বলুন তো?

প্রদীপ্ত॥ আমি বুঝতে পারছিনা—স্বাতী জীবনে কোনটা শ্রেয়? আমার মেসের ফেলে আসা সেই জীবন না আজকের এই প্রাচুর্য?

স্বাতী॥ আপনার কাছে কি মনে হয়? আপনিই তো বলেছিলেন, জীবনের একটা নিজস্ব গতি আছে। সেই গতির বেগেই আপনি এখানে পৌঁছেছেন। তাহলে আর পিছনে ফিরে তাকানো কেন?

প্রদীপ্ত॥ পিছনে ফিরে তাকাতে আমি চাই না স্বাতী, কিন্তু এই ডাইরিটা—এই

ডাইরিটা আমাকে এক মুহূর্ত স্থির থাকতে দেয় না। আমার রাতের ঘুমটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে।

স্বাতী ॥ কি আছে ওই ডাইরিতে?

প্রদীপ্ত ॥ অদ্ভুত সব কথা। এই ডাইরিটা যিনি লিখেছেন নাম তাঁর আনন্দ সেন। বাড়ি বালিগঞ্জে। ঠিকানা লেখা নেই। হাওড়া থেকে খড়্গপুর পর্যন্ত তিনি ট্রেনে আমার সহযাত্রী ছিলেন। নামবার সময় ভুল করে একটা অ্যাটাচি কেস আর একটা বই ফেলে যান। ভেবেছিলাম বোমবে স্টেশনে নেবে এ দুটো লেফট লাগেজে জমা করে দেব। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। মিঃ রায় আমাকে সে সুযোগ না দিয়ে তাঁর বাড়িতে এনে ফেললেন। তারপর তাঁর ওই অ্যাটাচি কেসটা খুললাম, তোমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে। ভেবেছিলাম ঠিকানা পাব।—

স্বাতী ॥ পেলেন ঠিকানা?

প্রদীপ্ত ॥ কিন্তু, তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন ঠিকানা পেলাম না। শুধু এই ডাইরিটা আর কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেল। বড় অদ্ভুত অদ্ভুত কথা লেখা এই ডাইরিতে। এই দ্যাখনা—এখানটায় পড়ছি: প্রাচুর্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি বেরিয়ে পড়লাম....। বিত্তের দাম যেখানে চিত্তের চেয়ে বড় সেখানে বেঁচে থাকাটা মনুষ্যত্বেরই অবমাননা। তাই আমি মেকী সভ্যতার খোলশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি। আবার দ্যাখো, এই জায়গাটায় লেখা: চারিদিকে শুধু নকল মানুষের দল, নকল কথা, নকল ভালবাসা, নকল সভ্যতা। এই নকলগড় থেকে আমি পথে বেরিয়ে পড়তে চাই। স্বাতী, এক এক সময় মনে হয়, আমিও বোধহয় এক নকল দুর্গে বন্দী হয়ে পড়েছি।

স্বাতী ॥ আসল নকল চেনবার ক্ষমতা আপনার আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

প্রদীপ্ত ॥ কী জানি, আমার তো মনে হয় সবই বোধ হয় আমাদের বিচারের ভুল। কই আমার কাছে তো অর্থ, স্বাচ্ছন্দ্য মোটেই খারাপ লাগছে না। বরং ভালই লাগছে। আস্তে আস্তে আমি এই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। আমি মনে করি বিত্তবান পরিবারটির সকলের চিত্তই যে কোন সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বড়...তবে কেন এই ডাইরির লেখাগুলো আমায় বার বার এ ভাবে haunt করে?

স্বাতী ॥ কে ওই আনন্দ সেন?

প্রদীপ্ত ॥ আমার সঙ্গে ট্রেনে মাত্র কয়েক ঘণ্টা দেখা হয়েছিল। তার সঙ্গে আমার

বেশী কথাও হয়নি। কিন্তু যদি তাঁর মনের কথা জানতাম, তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, দারিদ্র্য সম্পর্কে কতখানি অভিজ্ঞতা আছে তাঁর? তিনি কি কোন শিক্ষিত বেকারকে সারাদিনের শেষে ছাতু খেয়ে রাত কাটাতে দেখেছেন? অথচ সমাজের আর একটা দিকে প্রাচুর্য নদীর জোয়ারের মত ছাপিয়ে উঠেছে। যদি সুযোগ আসে তাহলে কেন আমি সে জোয়ারের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব না। (একটু থেমে) স্বাতী, আমি গরীব ছিলাম, দারিদ্র্য কি আমি জানি, ক্ষুধা কি আমাকে তা বই পড়ে শিখতে হয়নি। আমি আনন্দ সেনের মত লোকদের এই ভণ্ডামিকে ঘৃণা করি—এমনকি, এমনকি—এমনকি গরীবদেরও আজ আমি ঘৃণা করি।

স্বাতী॥ সেকী, গরীবতো কেউ ইচ্ছে করে হয় না? তারা তো সমাজ ব্যবস্থারই শিকার।

প্রদীপ্ত॥ মিথ্যে কথা। যারা দুর্বল, অক্ষম, তারাই কেবল এ-কথা বলে। তাদের মনে লোভের আগুন জ্বলছে অথচ বুকে সাহস নেই। তারা স্রোতের মুখে নৌকো ভাসাতে ভয় পায় অথচ ঘাটে দাঁড়িয়ে ছুটন্ত নৌকো দেখলে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরে।

স্বাতী॥ কিন্তু তারা করবেই বা কি?

প্রদীপ্ত॥ যারা মেহনত করতে জানে, যাদের বুদ্ধি আছে, বড় হবার স্বপ্ন আছে তারা কেন বিত্তবান হবার সুযোগ গ্রহণ করবে না?

স্বাতী॥ আপনি অ্যামবিশাস।

প্রদীপ্ত॥ ইয়েস আই অ্যাম। আমিও তোমার মত মৃত ছিলাম স্বাতী। অনবরত ভাগ্যের কাছে হার মানতে মানতে আমিও বিশ্বাস করেছিলাম, পৃথিবীতে আমার কেউ নেই....আই অ্যাম ফিনিশড। কিন্তু আজ আমি বাঁচার নতুন পথ খুঁজে পেয়েছি। তুমি দেখবে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসকে আমি বৃহত্তম কারখানা করে তুলব। মিঃ রয় আমায় সে সুযোগ দিয়েছেন, আমি তার সদ্ব্যবহার করব। আমার মধ্যে অ্যামবিশান জাগিয়ে তুলেছে এই 'স্বর্ণভিলা'। এই বাড়ির মানুষ—ইট কাঠ—রেয়ারা-বাবুর্চি এমন কি ওই টম কুকুরটা পর্যন্ত।

[নেপথ্যে টমের ডাক। মনোরমার গলা শোনা যাবে—'চুপ চুপ আর একদম না। এখানে থাকো। ঘরে একেবারে ঢুকবে না।' প্রদীপ্ত ও স্বাতী চুপ করে দাঁড়িয়ে। মনোরমা সেই অবস্থায় ঢুকবেন।]

মনো ॥ কী হল প্রদীপ্ত। চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

প্রদীপ্ত ॥ কিছু না—মাসীমা। আমি বাথরুম থেকে আসছি।

মনো ॥ (স্বাতীকে) খুকু উঠেছে ?

স্বাতী ॥ না।

মনো ॥ ওঃ কখন যে উঠবে। কখন যে প্রদীপ্তকে নিয়ে বেরুবে জানি না বাপু। আমার হয়েছে যত জ্বালা। আমি চাবি ঘোরাব তবে কল চলবে। সবাই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে। হ্যাঁরে, প্রদীপ্ত তোকে কি বলছিল রে ?

স্বাতী ॥ কই কিছু নাতো, আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম কফি খাবেন কিনা—

মনো ॥ হ্যাঁ, তুই আগ বাড়িয়ে বেশী কথাবার্তা বলতে যাবি না। হাজার হোক পুরুষ মানুষ। (একটু থেমে) আচ্ছা ববির সঙ্গে প্রদীপ্তকে কেমন মানাবে বলতো ?

স্বাতী ॥ ভাল খুব ভাল। আপনারা কিছু ভাবছেন নাকি ?

মনো ॥ আমরা কী ভাবছি সেটা বড় কথা নয়। যাদের ব্যাপার তারা কি ভাবছে সেটা বড় কথা। ববি তোকে কিছু বলে নি ?

স্বাতী ॥ নাতো।

মনো ॥ নাঃ মেয়েটা আমায় ভাবিয়ে তুলল। কিন্তু এমন তো হবার কথা নয়। প্রেম-দারিদ্র্য ও কাশি কোন মানুষতো বেশীক্ষণ চেপে রাখতে পারে না।

[প্রদীপ্ত আবার ঢোকে। ইতিমধ্যে সে চোখে মুখে জল দিয়ে নিয়েছে। আগের ভাবপ্রবণতাকে যে সামলে নিয়েছে। সে এখন আবার স্বাভাবিক]

মনো ॥ তোমাদের বেরুতে দেরী হয়ে যাচ্ছে বাবা। ওঃ মেয়ের যা ঘুম। (স্বাতীকে) যাতো ববিকে ডেকে দিগে যা। প্রদীপ্তর নাম করে বল ডাকছে। (প্রদীপ্তকে) তোমার নাম করে ডাকলে কিছু বলবে না। নয়ত হয়ত চেঁচামেচি করে একসা করবে—

প্রদীপ্ত ॥ আপনার আর টমের কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি মর্নিং-ওয়াক শেষ হয়ে গেল।

মনো ॥ মর্নিং-ওয়াকে আর যেতে পারলাম কই ? যেই পার্কে টমকে নিয়ে নেমেছি। অমনি এক খেঁকি কুকুর টমকে দেখে এমন ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল—পার্কে ঢুকতেই পারলাম না। রাগ করে চলে এলাম।

প্রদীপ্ত ॥ Bad dog drives away good dog. তা টমকে লেলিয়ে দিলেন না কেন?

মনো ॥ টম আবার যাকে তাকে কামড়ায় না। ওর একটা পে-ডিগরি আছে তো। At least not below the rank of a teriar.

প্রদীপ্ত ॥ যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমি তো খুব ভয়ে ভয়ে থাকতাম—

মনো ॥ (স্বাতীকে) কই তুই এখনও খুকুকে ডাকতে গেলি না?

স্বাতী ॥ কালরাতে ববিদির পারটি ছিল। অনেক রাতে ফিরেছেন। আমি বলছিলাম কি—

মনো ॥ পারটিতো আমাদেরও থাকে। একদিন পার্টি করলেই হয়ে যাবে?

প্রদীপ্ত ॥ না—না। উনি একটু ঘুমোচ্ছেন ঘুমতে দিন। কাঁচা ঘুম ভাঙ্গাবেন না। কাল রাতে উনি সত্যিই দেরী করে শুতে গিয়েছেন। যখন ফিরলেন তখন রাত প্রায় একটা হবে।

মনো ॥ তুমি জেগে ছিলে?

প্রদীপ্ত ॥ রাতে একটু বই না পড়লে আমার আবার ঘুম আসে না। তার ওপর কাল অনেকদিন পরে একটা বাংলা ম্যাগাজিন হাতে পেয়ে গেলাম। একটা দারুণ interesting প্রবন্ধ ছিল।

মনো ॥ কী প্রবন্ধ? আমার আর বহুকাল বেঙ্গলী লিটারেচর পড়া হয় না। সেই ছোটবেলায় একটা ভারি interesting Bengali বই পড়েছিলাম ঠাকুমার ঝুলি—তা তুমি কাল কি পড়ছিলে?

প্রদীপ্ত ॥ কালিদাস কি বাঙ্গালী?

মনো ॥ কালিদাস মানে সেই Sanskrit Poet?

প্রদীপ্ত ॥ হ্যাঁ, তিনি বাঙ্গালী। একজন পণ্ডিত প্রমাণ করেছেন।

মনো ॥ But how it is possible? তিনি তো শুনেছি বিক্রমাদিত্য না কার সভায়—ইয়ে মানে, বাংলাদেশ থেকে উজ্জয়িনী যাওয়া তখনকার দিনে তো খুব difficult ছিল।

প্রদীপ্ত ॥ তা যেতে পারেন। অনেকে সে সময় টোটো করে ঘুরে বেড়াতেন। ট্রেন ভাড়া তো লাগত না।

মনো ॥ কেন, পোয়েটদের ট্রেনে free ছিল বুঝি?

প্রদীপ্ত ॥ সে সময় তো ট্রেনই ছিল না।

মনো ॥ ওমা, তাইতো আমিই বোকার মত কথা বলছি। (স্বাতীকে দেখে) এই

তুই এখনও দাঁড়িয়ে কেন যা—যা (স্বাতীর প্রস্থান) হ্যাঁ, যা বলছিলাম, তা তোমার কি মনে হয় প্রদীপ্ত কালিদাস কি বাঙ্গালী ?

প্রদীপ্ত ॥ নিশ্চয়ই। তার বড় প্রমাণ কালিদাস যে ডালে বসেছিলেন, সেই ডালটাই কাটছিলেন। বাঙ্গালী ছাড়া আর কারও পক্ষে কি এটা সম্ভব ?

মনো ॥ হাঃ হাঃ মাঝে মাঝে তুমি এমন হিউমার কর না—

প্রদীপ্ত ॥ আপনি বোঝেন ?

মনো ॥ খুকু শুনলে খুব enjoy করত। ডালে বসে ডাল কাটা—বাঙ্গালী কালিদাস—হাঃ হাঃ, (হাসি থামিয়ে) কিন্তু কথাটা নেহাৎ মিথ্যে বলনি প্রদীপ্ত। এই আমাদের West Indian Iron Works-এর কথাই ধরনা। গিরিজাকে তো এতদিনে হাড়ে হাড়ে চিনেছ। বাঙ্গালী বলে তোমার মেসোমশাই ওকে ডেকে এনে চাকরি দিয়েছিলেন। তার পর আরও একগাদা বাঙ্গালী ছেলেদের উনি চাকরি দিলেন। শিবসেনারা কত হুমকি দিল। উনি মাথা নত করলেন না। আর চাকরি পেয়েই গিরিজা union বাজি সুরু করে দিল। এই যে আগের স্ট্রাইকটা তার মূলেতো ওই লোকটা। সমস্ত disloyal staff-এ কারখানাটা ভরতি হয়ে গিয়েছে।

[ববির প্রবেশ]

ববি ॥ Good morning মাম্মী। Good morning প্রদীপ্ত বাবু।

প্রদীপ্ত ॥ Morning. (মনোরমাকে) আমি এখন যাই। মেসোমশাইর বক্তৃতাটা লিখে ফেলি। [প্রদীপ্তর প্রস্থান]

মনো ॥ কোন আক্কেলে এখন মর্নিং বলছিস খুকু ? বেলা কত হ'ল খেয়াল আছে ?

ববি ॥ বেলা বারোটা পর্যন্ত মর্নিং।

মনো ॥ তুই দেখছি, বারোটা বাজিয়ে তবে ছাড়বি।

ববি ॥ তুমি বড্ড বেশী ন্যাগ কর। কী বলতে চাও বলতো !

মনো ॥ ওদিকে কতদূর কী হল ? প্রদীপ্তর মন কিছু বুঝতে পারলি ?

ববি ॥ আমার বয়ে গেছে।

মনো ॥ তাতো যাবেই তা না হলে তুই পেটের মেয়ে হবি কেন ? আমার হয়েছে পোড়া কপাল। যার তরে করি চুরি সেই বলে চোর।

ববি ॥ মাম্মী, আমি তো চেষ্টার কসুর করছিনা। আমি স্বীকার করছি, আমি প্রথম দিকে ওকে neglect করেছিলাম। কিন্তু সেতো তখন ওর

আসল পরিচয় জানতাম না বলে। কিন্তু যখন জানলাম তখন থেকে তুমি যা যা বলেছ আমি করেছি। ওকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছি, পার্টিতে গিয়েছি— রেঁধে খাইয়েছি—

মনো॥ রান্নার কথা আর তুলিসনি। কেলেংকারির এক শেষ। এমন রান্না রেঁধেছিলি যে বেচারি মুখে তুলতে পারেনি।

ববি॥ আমি কি করব? এমিলি জোনসের How to cook Indian food দেখে তো রেঁধেছিলাম।

মনো॥ মেমসাহেবের লেখা বই পড়ে ইণ্ডিয়ান রাঁধলে এই হয়। এমন ভিণ্ডির পোলাও রাঁধলি যে পিণ্ডি বলে মনে হল।

ববি॥ কী করে জানব নুনের পরিমাণটাই ছাপার ভুল। জগন্নাথকে টেস্ট করতে দিলাম বলল, দিদিমনি তোফা হয়েছে।

মনো॥ জগন্নাথের ঘারে কটা মাথা আছে মুখের ওপর খারাপ বলবে? আমার ঝি চাকরদের ট্রেনিংই আলাদা। সে যাকগে, তুই এমনিতে ছেলেটাকে কেমন বুঝছিস?

ববি॥ কেমন উড়ু উড়ু ভাব। কিছুতে দাঁড়ে বসতে চায়না।

মনো॥ ওকে দাঁড় কাক করার দায়িত্ব তোর।

ববি॥ আর এমন সব শক্ত শক্ত বাংলা বলে আমি অনেক সময় বুঝতে পারিনা।

মনো॥ কালই একটা বাংলা ডিক্সনারি কিনে আনবি।

ববি॥ আমার মনে হয় জীবনে একজন নারীকে ও ভালবাসে সে হল ডিক্সনারী।

মনো॥ সেই জন্যেই তো বললাম একটা ডিক্সনারী কিনে নিতে।

ববি॥ কিন্তু অভিধান পড়ে কি ওকে বোঝা যাবে?

মনো॥ অত বোঝার লাইনে তুই যাসনে খুকু। শুধু তালে তাল দিয়ে চল তাহলেই দেখবি সব ইজি হয়ে গেছে। শোন, বিয়েটা আমাদের Social Status-এর জন্য দরকার। দু'একটা ছেলেমেয়েও তাই। এর বেশী কিছু চাইতে গেলেই বোকামি করবি।

ববি॥ মাম্মী, তুমি এতও জানো।

মনো॥ তুইও জানবি। তোর মত বয়সে আমিও কিছু জানতাম না। তোর মত আমি সব কিছু রঙীন দেখতাম। এখন ঘা খেয়ে খেয়ে জানদা দেবী হয়ে বসে আছি। (কাছে এসে) আজ সুইমিং ক্লাবে কিন্তু ব্যাপারটার

একটা ফয়শালা করে নেওয়া চাই। চার হাত এক করে দিতে পারলে নিশ্চিন্তি। তারপর বাকী সব গুরুর কৃপা।

রবি। কিন্তু ও যদি কিছু না বলে—

মনো। তোকে বলতে হবে। খুকু, এ সুযোগ লাইফে দু'বার আসবে না। সুনন্দ সেন এখন বাংলার শিল্পাকাশে একটা ছুটন্ত রকেট। আনন্দ তার খেয়ালী ছেলে। দুদিন পরে খেয়াল মিটে গেলে সে আবার বাড়ি ফিরে যাবে। তার আগেই উচিত এ-ব্যাপারটার একটা ফয়শালা করে ফেলা।

রবি। কিন্তু সেদিন যদি ফিরে গিয়ে আমাকে দুষ্যন্তের মত আর চিনতে না পারে?

মনো। দুষ্মন্ত? মানে দুষ্মন্ত সিং। তোর সেই পাঞ্জাবি বন্ধু? এর মধ্যে তার কথা আসছে কী করে?

রবি। ওহ্ নো, আমি Poet কালিদাসের শকুন্তলা ড্রামার দুষ্যন্তের কথা বলছি। ড্রামাটা আমাদের কলেজের social-এ হয়ে গেল। দেখার পর থেকে মনটা কী রকম খারাপ হয়ে আছে।

মনো। খবরদার খুকু, ওই সব বেঙ্গলী রাইটারদের লেখা পড়ে মাথা খারাপ করিসনে। প্রদীপ্ত যখন থেকে বলল: কালিদাস বেঙ্গলী, তখন থেকেই ভদ্রলোকের ওপর আমার ইমপ্রেসন খারাপ হয়ে গেছে।

[সুশান্তর প্রবেশ]

সুশান্ত। কার সম্পর্কে ইমপ্রেসন খারাপ হল মাসিমা?

মনো। (স্বগত) এই রে, দিল সব প্ল্যান ভেস্তে। (প্রকাশ্যে) এই যে সুশান্ত যে কী খবর?

সুশান্ত। গুড মর্নিং মাসীমা, গুড মর্নিং রবি। আজ সানডে। রবি বলেছিল আজ জ্যাম সেসনে যাবে।

মনো। বলেছিল নাকি। কিন্তু রবি যে আজ গুরুদেবের আশ্রমে ভজন গাইতে যাবে।

সুশান্ত। তাই নাকি? যাক তাহলে ভালই হল। আমি ও অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম ভজনে যাব। বাবা বলছিলেন—আমাদের Spiritualism ছাড়া

way out নেই। চারিদিকে এই যে এত অশান্তি···কোন কিছু Peacefully হবার জো নেই।

মনো। কেন, তোমার বাবার ব্যবসাতো ভালই চলছে।

সুশান্ত। বাবা বলেন, Tax দিয়ে যা পড়ে থাকে তা হল এই Spiritualism। আমাকে তাই বলেন, সুশান্ত, সাধন ভজন কর। মনে শান্তি পাবে। আমিও অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম একটু ভজনে যাব। কী ববি, তুমি চুপ করে আছ কেন?

ববি। ভূতের মুখে রাম নাম শুনছি।

সুশান্ত। অথবা রামের মুখে অদ্ভুতের নাম।

ববি। হুইসকি আর খি. একস রাম ছাড়া আর কোন রামের নাম তো তোমার মুখে শুনিনি····

সুশান্ত। এখন থেকে শুনবে। ববি, আমার এই সেনটিমেন্ট কিন্তু একেবারে জেনুইন। এই একমাস ধরে আমি সমানে ভেবেছি তুমি কি চাও, কিসে তোমার ইনটারেস্ট। আমি তোমার টেস্টের উপযোগী করে নিজেকে গড়ে নিতে চাই। আমাকে তুমি হেলপ্ কর।

মনো। আচ্ছা সে করবেখন। কিন্তু আজ তো হবে না। বাবার ভজন গান হবে রেসট্রিকটেড গেসটদের সামনে। সেখানে তোমার যাওয়াটা আজতো সম্ভব নয়। কারণ কার্ডতো মাত্র দুটো।

সুশান্ত। আর একজন কে?

মনো। প্রদীপ্ত।

সুশান্ত। ও আমি ওঁকে বলে ম্যানেজ করে নেবখন। কোথায় তিনি?

ববি। ওপরের ঘরে।

সুশান্ত। আমি এখুনি যাচ্ছি।

মনো। না, না, ও একটা জরুরি কাজে বসেছে। তোমার মেসোমশাইর বক্তৃতা লিখছে, ওকে এখন ডিসটারব করলে মেসোমশাই চটে যাবেন।

সুশান্ত। তাহলে আমি এখানে অপেক্ষা করছি। লেখা শেষ হোক। আপনি বরং এক কাপ চা পাঠিয়ে দিন। আপনার মিছামিছি এখানে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। আমি আর ববি একটু গল্প করি।

মনো। কিন্তু ববিকে এখন তৈরি হতে হবে। ঠিক এগারটায় ভজন আরম্ভ।

কী খুকু, তুই যা—তুইও দেখছি এখানে গেঁথে গেলি। আচ্ছা সুশান্ত, তোমার সেই গার্লফ্রেণ্ড বাচ্চির খবর কি?

সুশান্ত॥ বাচ্চি কোনদিন আমার গার্লফ্রেণ্ড ছিল না। ওর সঙ্গে শুধু টেনিশ খেলতাম।

মনো॥ আর সেই মীরা ঝিংঝিয়ানি?

সুশান্ত॥ ওর সঙ্গে খালি ব্যাডমিণ্টন খেলতাম। আই হ্যাভ নাউ ওনলি ওয়ান গার্ল ফ্রেণ্ড—ছাট ইজ ববি রয় অব স্বর্ণভিলা।

ববি॥ ভেরি গ্লাড টু নো ছাট। বাট সুশান্ত, আমি—সব সময় ভাবি, তোমার এই ভালবাসার মূল্য কি আমি এ জীবনে দিতে পারব?

সুশান্ত॥ পারবে...পারবে। ববি আজ ভজন সারার পর আশ্রমের পবিত্র পরিবেশে বসে তোমায় আজ কতগুলো কথা বলব....

মনো॥ না।

সুশান্ত॥ কী না?

মনো॥ তোমাকে একটা কথা এখনই জানিয়ে দেওয়া বোধ হয় ভাল—।

[কল্যাণ রায়ের প্রবেশ]

কল্যাণ॥ তোমার কাছে ঝাঁটা আছে?

মনো॥ ঝাঁটা? না-না, ওটা বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। সুশান্ত এমন কিছু এখনও বলেনি যে ঝাঁটা—

কল্যাণ॥ তুমি এখানে? নগর সাফাই অভিযানে যাওনি? তোমার বাবাকে দেখলাম—অথচ তুমি নেই। চল, চল আমার সঙ্গে চল। মনো, ছুটো ঝাঁটা—কুইক।

মনো॥ ঝাঁটা দিয়ে কি করবে?

কল্যাণ॥ মহিলা হয়ে ঝাঁটার ইউটিলিটি জানো না? ঝাঁট দেব। চিঠিতে লেখা ছিল—ব্রিং ইওর ওন ক্রম স্টিক—স্ব-স্ব ঝাঁটা সংগে আনিবেন। একদম খেয়াল করিনি। গিয়ে দেখি সবাই ঝাঁটা নিয়ে এসেছে, শুধু আমিই আনিনি। এদিকে ফোটোগ্রাফাররা এসে গেছে, আমি ওদের ওয়েট করতে বলে চলে এসেছি।

মনো॥ স্বাতী—স্বাতী [বলতে বলতে প্রস্থান]

কল্যাণ॥ প্রদীপ্তর কি লেখা হয়েছে?

ববি॥ তাতো জানিনা।

কল্যাণ॥ বক্তৃতাটাও আবার মুখস্ত করতে হবে। সকালে এই সাফাই অভিযান।

সন্ধ্যেবেলা ডিনার। কখন যে কি করি। স্বয়ং ঈশ্বর রবিবারটা যে কী ভাবে বিশ্রাম নিতেন কে জানে?

সুশান্ত ॥ ভগবানকে তো আর সোস্যাল ওয়ার্ক করতে হত না।

কল্যাণ ॥ যা বলেছ। সোস্যাল ওয়ার্কের কী কম ঝামেলা।

[মনোরমার ঝাঁটা হাতে প্রবেশ]

মনো ॥ দুটো কোন রকমে যোগাড় করলাম।

সুশান্ত ॥ তিনটে পেলেন না? প্রদীপ্ত বাবু না হয় আমাদের সঙ্গে যেতেন।

কল্যাণ ॥ না, না, প্রদীপ্তকে এর মধ্যে টেনে লাভ নেই। সে অন্য কাজ করছে। বাঃ বেশ ঝাঁটা দুটো…সুশান্ত কোনটা নেবে?

সুশান্ত ॥ দিন যেটা হোক। আপনি যখন হাতে করে দিচ্ছেন তখন ঝাঁটা ঝাঁটাই সই। কিন্তু ববি, আমি ঝাঁট দিয়েই আবার ফিরে আসছি।—ভজনে না গিয়ে আজ ছাড়ব না।

কল্যাণ ॥ চলহে, দেরী হয়ে যাচ্ছে। ফটোগ্রাফার রিপোটারেরা চলে গেলে তখন এই ঝাড়ু নিজের মাথায় মারতে হবে। [দুজনের প্রস্থান]

মনো ॥ শোন, একটা ক্রাইসিতো কাটল কোন রকমে। সুশান্ত ফেরার আগেই কিন্তু তোর প্রদীপ্তকে নিয়ে সরে পড়া চাই। ওই যে প্রদীপ্ত আসছে। আমি ওপরে যাচ্ছি। [প্রস্থান]

[প্রদীপ্তর প্রবেশ]

প্রদীপ্ত ॥ মিঃ রায়ের গলা শুনলাম, উনি কি চলে গেলেন?

ববি ॥ হ্যাঁ, একটা জিনিষ ফেলে গিয়েছিলেন নিয়ে গেলেন।

প্রদীপ্ত ॥ আমার লেখাটা হয়ে গিয়েছিল, ওঁকে একবার শুনিয়ে দিতাম।

ববি ॥ আপনি এত তাড়াতাড়ি কীভাবে লিখলেন?

প্রদীপ্ত ॥ যারা কাজ করতে চায়না—তারাই শুধু কালক্ষেপ করে।

ববি ॥ আপনাকে যত দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি।

প্রদীপ্ত ॥ যে কোন মানুষকে দেখেই যে কোন মানুষ অবাক হতে পারে। কারণ মানুষ বিধাতার অনন্ত সৃষ্টি। প্রত্যেকটি মানুষই একের থেকে আলাদা।

ববি ॥ আমার মধ্যে অবাক হবার মত আপনি কি কিছু আবিষ্কার করেছেন?

প্রদীপ্ত ॥ যদি বলি করেছি।

ববি ॥ সেটা কি শুনতে পারি।

প্রদীপ্ত ॥ আত্মপ্রশংসা শুনতে চান?

ববি। কে না চায়—আপনি চান না ?

প্রদীপ্ত। না, কারণ জানি, যে গ্রহ যশ দেন তিনি জন্মকালীন থেকে আমার কোষ্ঠিতে নীচস্থ হয়ে বসে আছেন। যশোভাগ্য আমার নেই।

ববি। এ আপনার রাগের কথা। বাবা মা সকলেই আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

প্রদীপ্ত। আপনার হিংসা হয় বুঝি ?

ববি। হয় বৈকি। কোথায় ছিলেন, আসলেন, দেখলেন আর জয় করলেন ? কী আছে আপনার মধ্যে ?

প্রদীপ্ত। আপনিই বলুন না।—

ববি। আছে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস আর বেপরোয়া মন—

প্রদীপ্ত। এটা কিন্তু ঠিক প্রশংসা হল না।

ববি। কেন ?

প্রদীপ্ত। আত্মবিশ্বাসের অর্থ শতকরা নিরানব্বই জনের কাছেই অহঙ্কার। বেপরোয়া কথাটার মানে হল নির্বুদ্ধিতা।

ববি। আমি কিন্তু শতকরা নিরানব্বই-এর দলে নেই।

প্রদীপ্ত। আমি জানি, আপনি শততম।

[ববি প্রদীপ্তর কাছে এগিয়ে আসে। সে বড় বড় চোখ করে প্রদীপ্তর দিকে তাকায়]

ববি। সত্যি বলছেন ?

প্রদীপ্ত। সত্যি।

ববি। আমি আপনার মত ভাল বাংলা বলতে পারি না এ-জন্যে আপনি আমাকে হয়ত—

প্রদীপ্ত। পছন্দ করি না তাই তো ? যাক, জীবনে এই প্রথম একজন বাঙ্গালী ভাল বাংলা না জানার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

ববি। আপনি আমাকে শিখিয়ে নিন।

প্রদীপ্ত। কী শেখাব—দ্বিতীয় ভাগ, সহজ পাঠ ?

ববি। আর ঠাট্টা করবেন না। আমি আপনার কাছে সব শিখতে চাই। জীবনকে নতুন করে বুঝতে চাই···

প্রদীপ্ত। আমিও চাইতাম। এখন আর চাই না। রিলকের একটা কবিতার কথা মনে পড়ছে: জীবনেরে চাহিনা যোটে বুঝিতে, ভোজের মাঝে কে চায়

খাদ্য খুঁজি। মিস রায়, আজ ঘুরতে ঘুরতে এক বিরাট ভোজ সভায় এসে হাজির হয়েছি। এই যেমন আপনাদের এক একটা বিরাট বুফে ডিনার হয়। কত রকমের খাবার—কত ধরণের মদ, কেউ কি সেখানে গিয়ে জানতে চায় কোন খাবারের কি প্রিপারেশন, কার কত নিউট্রিশন ভ্যালু। প্রশ্ন না করে খেয়ে যাওয়াই নিয়ম সেখানে। আমিও এই নিয়ম শিখে গিয়েছি।

ববি॥ আমি শুনেছি প্রাচুর্য নাকি একদিন আপনার কাছে বিস্বাদ মনে হয়েছিল।

প্রদীপ্ত॥ সেদিন আমি মূর্খ ছিলাম।

ববি॥ লাইফ সম্পর্কে আপনার আলাদা ফিলজফি গড়ে উঠেছিল....

প্রদীপ্ত॥ তখন আমি জিওগ্রাফি জানতাম না।

ববি॥ আজ কি আপনি সব জেনেছেন?

প্রদীপ্ত॥ যতটুকু জেনেছি বাকী জীবনটা চলে যাবে।

ববি॥ আবার কী আপনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন?

প্রদীপ্ত॥ কদাচ নয়।

[ববি এগিয়ে এসে প্রদীপ্তর দুখানা হাত নিজের হাতে ধরে]

ববি॥ বল, আমায় তুমি কোনদিন ছেড়ে যাবে না? কথা দাও।

প্রদীপ্ত॥ আবার আমার দু'গালে চড় মেরে দেখতে ইচ্ছে করছে, আজ আমি জেগে না ঘুমিয়ে—

ববি॥ তুমি কি মনে করছ আমি ঠাট্টা করছি?

প্রদীপ্ত॥ আজ তো পয়লা এপরিল নয়—

ববি॥ প্রদীপ্ত, তুমি শুধু কথা বলেই জীবন কাটিয়ে দিলে। মেয়েদের মন চিনলে না।

প্রদীপ্ত॥ ইয়ে—দেখুন, ভাখো, আমি এতক্ষণ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না—মানে একটু লেটে বুঝলাম। সুশান্তবাবু হলে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলতেন —লাইনের লোক তো।

ববি॥ সুশান্তর নাম তুমি মুখে আনবে না।

প্রদীপ্ত॥ আচ্ছা। আচ্ছা আনব না।

ববি॥ তুমি যদি চাও প্রদীপ্ত তাহলে আমি সব ছেড়ে দেব—এই পার্টি, ক্লাব—সব সব। তোমার কাছে বসে বাংলা নবেল পড়ব। দুপুরে ঘুমোব।

বিকেলে গা ধুয়ে খোপায় ফুল বেঁধে অপেক্ষা করব কখন তুমি অফিস থেকে আসবে।

প্রদীপ্ত॥ বাঃ। তুমি কি সুন্দর বাংলা বলছ। আর আর আমার ছাই এখন কোন কথাই মনে আসছে না। না, ববি এ-সব কিছুই করতে হবে না। আমিই বরং লম্বা চুল, আর জুলফি রেখে, তোমার সঙ্গে পার্টিতে যাব। পেগের পর পেগ হুইস্কি উড়িয়েও কী ভাবে স্টেডি থাকতে হয় তার প্র্যাকটিশ করব। মুখের কোণে পাইপ ধরিয়ে ড্রাইভ করব। পাশে থাকবে তুমি—পিছনে টম।

ববি॥ চিরকাল টমই থাকবে?

প্রদীপ্ত॥ না, আপাতত দু' বছর।

ববি॥ ওহ্ প্রদীপ My lamp, how sweet you are.

[বলতে বলতে ববি প্রদীপ্তকে চুমু খেতে এগিয়ে যায়। প্রদীপ্ত দু'পা সরে গিয়ে বলবে]

প্রদীপ্ত॥ ইয়ে ববি, সুইট বলে যেন কামড়ে খেওনা। মেয়েরা সুইটের ভক্ত জানি—

[মনোরমা এই সময় ঢুকতে যাবে। কিন্তু ওদের অন্তরঙ্গ সংলাপ শুনে ঢুকবে কি ঢুকবে না ঠিক করতে পারে না]

ববি॥ মাম্মী—মাম্মী প্রদীপ্তর সঙ্গে আমার সেটলমেণ্ট হয়ে গেছে?

মনো॥ হয়ে গেছে? সুইমিং ক্লাবে যাবার আগেই—

ববি॥ হ্যাঁ, এই মাত্র—We have decided to marry.

মনো॥ Congratulation young man.

প্রদীপ্ত॥ আপনি খুশী হয়েছেন তো মা—সীমা?

মনো॥ খুশী হয়েছি মানে? আমার ইচ্ছে করছে এখুনি পুরুত ডাকি।

প্রদীপ্ত॥ বাঁচলাম। আমার ভয় ছিল আপনি হয়ত বলবেন পুলিশ ডাকি।

মনো॥ তাহলে বাবা আমাদের চিনতে পারনি।

প্রদীপ্ত॥ আজ্ঞে না।

মনো॥ চিনবে চিনবে। ধীরে ধীরে চিনবে। চল প্রদীপ্ত। শিগ্রী বাবাকে প্রণাম করে আসবে চল। আমি এইমাত্র ফুল চড়িয়ে এলাম মনে হল বাবা যেন হাসছেন।

প্রদীপ্ত॥ হাসছেন। যাই দেখে আসি।

মনো॥ হ্যাঁ, চল।

[তিনজন চলে যেতেই কল্যাণ রায় ও সুশান্ত ঝাঁটা হাতে ঢুকবে। তারা ক্লান্ত]

কল্যাণ॥ এই কে আছিস? ঝাঁটা দুটো নিয়ে যা। সুশান্ত, তুমি এবারে বাড়ি যাও। সাফাইর পর একটু ধোলাই দরকার।

সুশান্ত॥ না-না—আমার গায়ে তেমন ধুলো লাগেনি। আমি তো ডিরেক্‌শনে ছিলাম।

কল্যাণ॥ ডিরেকশনই তো আসল। নয়ত ঝাঁট তো ঝাড়ুদাররাই দিতে পারে। তবে ডিরেক্টরদেরও ধোলাই দরকার। তা বাদে লাঞ্চ টাইমও হয়ে গেল।

সুশান্ত॥ আমি তো এখান থেকে ববির সঙ্গে ভজনে যাব। আগে ভজন তারপরে ভোজন।

কল্যাণ॥ ববি কি আর বাড়ি আছে। তুমি Next Sunday-তে যেও।

সুশান্ত॥ আপনি এখন প্রতি রবিবারই আমার হাতে ঝাঁটা ধরিয়ে দিলেন আমি ভজনে যাবটা কখন?

কল্যাণ॥ তোমার বাপু ভজনে যাওয়ার দরকারটাই বা কি। ঈশ্বরকে পেতে গেলে সেবার মধ্য দিয়ে পেতে হয়। ঝাঁটার সঙ্গে ঈশ্বরের কোন বিরোধ নেই। কিছু বুঝলে?

সুশান্ত॥ বুঝলাম, ববির সঙ্গে দেখা হবে না।

কল্যাণ॥ বুঝেছ। এখন এসো। [মনোরমার প্রবেশ]

মনো॥ এই যে সুশান্ত। চলে যাচ্ছ নাকি?

সুশান্ত॥ অগত্যা। ববিকে ধরবেন আমি এসেছিলাম।

মনো॥ তোমার বাবা-মা বাড়ি আছেন তো?

সুশান্ত॥ কেন বলুন তো?

মনো॥ একটা পারর্টি দিচ্ছি। Invite করব।

কল্যাণ॥ মনো, পার্টির ব্যাপারটা আমি তো কিছু জানিনে।

মনো॥ ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে বেশী মাথা ঘামিও না দিকিন। তোমায় কত চিন্তা করতে হয় বল তো? দেশের কথা, দশের কথা, তোমার তো একটা মাথা কত দিকে দেবে—

কল্যাণ॥ তা অবশ্য ঠিক। এমন এক একটা প্রবলেম যা আসে না, একটা মাথা বলেই ভয়। হাত দিয়ে দেখতে হয় সেটা ঠিক ধড়ে বসানো আছে কিনা।

সুশান্ত॥ পারটি কেন দিচ্ছেন বললেন না তো?

মনো ॥ একটা সুখবর সবাইকে জানাবো ভাই।

সুশান্ত ॥ সুখবর মানে—?

মনো ॥ বলেছিতো, এখন কিছু বলব না। তোমার মা-বাবাকে কিন্তু থাকতে বলবে। ওঁদেরও খুশী হবার মত খবর?

সুশান্ত ॥ রিয়েলি?

মনো ॥ রিয়েলি।

সুশান্ত ॥ [প্রণাম করে]

মনো ॥ উঁহু উঁহু এটা কি করছ?

সুশান্ত ॥ ইন অ্যানটিসিপেশন সামথিং মোর হ্যাবটেনিং। আমার যে ববির সঙ্গে এখনি দেখা করা দরকার।

মনো ॥ কিন্তু পার্টির আগে ববি কারও সঙ্গে দেখা করবে না।

সুশান্ত ॥ কবে পার্টি?

মনো ॥ নেকসড সানডে।

সুশান্ত ॥ এক সপ্তাহ। আমার কাছে মনে হচ্ছে একটা সেনচুরি।

কল্যাণ ॥ হোকনা একটু দেরী, এবার বাড়ী যাওতো তাড়াতাড়ি।

সুশান্ত ॥ যাঃ, আপনি যা ইয়ে করতে পারেন না? Good By.

মনো ॥ Party-তে বাবা-মাকে আনা চাই-ই।

[সুশান্ত চলে যায়। কল্যাণ ও মনোরমা সোফায় বসেন]

কল্যাণ ॥ ইনসিওরেনসের এজেনটের চেয়েও অধম। এজেন্টদের তবু লাইফটা ইন্সিওর করেই ভাগানো যায়, আর লাইফ হেল না করে এ ছোকরা বিদায় হয় না। সকাল থেকে আঠার মত লেগে আছে।

মনো ॥ আর ভয় নেই। এদিকে All Problem Solved.

কল্যাণ ॥ কী হল? কী ব্যাপার বল তো? তোমাকে খুব হাসি-খুশী দেখাচ্ছে।

মনো ॥ Go on করতো দেখি? হ্যাঁ 'Go on ! Go on' !

কল্যাণ ॥ না-না, আমি পারব না। এই মনো—মনোরমা। বলনা গো কী হয়েছে।

মনো ॥ খুকুর সঙ্গে আজ প্রদীপ্তর Settlement হয়ে গেছে। Party ডাকছি engagement announce করব।

কল্যাণ ॥ ওঃ আমার যা আনন্দ হচ্ছে না—ইচ্ছে করছে— ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে ধেই ধেই করে নাচি। [মনোরমাকে ধরে নাচতে যাবে]

মনো॥ এই কী হচ্ছে। এই এইভাবে নাচা যায় নাকি? এই—

[এমন সময় ফোন বেজে উঠবে। কল্যাণ গিয়ে Phone ধরবে]

কল্যাণ॥ হ্যালো? কল্যাণ রায় স্পিকিং। কে কমল? factory থেকে বলছ? হ্যাঁ বল। কী বললে, বলকি? Nonsence. আজ বাদে কাল প্রদীপ্ত আমার জামাই হবে। আচ্ছা, আমি দেখছি। আচ্ছ আচ্ছা।

[কল্যাণ টেলিফোন নামিয়ে রেখে অবসন্নের মত বসে পড়ে]

মনো॥ কী হয়েছে? কোন খারাপ খবর?

কল্যাণ॥ হ্যাঁ. মনো, আজ থেকে কারখানায়, আবার কারখানায় লেবর-ট্রাবল সুরু হয়েছে। আপিস ফোন করছিল—Production একেবারে fall করেছে। Go slow সুরু করেছে worker-রা। আর সমস্ত কিছুর জন্ত ইউনিয়ন কাকে দায়ী করছে জান?

মনো॥ কাকে?

কল্যাণ॥ প্রদীপ্তকে। তারা প্রদীপ্তর অপসারণ দাবি করছে! Poor fellow. Bad luck সবই bad luck।

[পর্দা নেমে আসবে।]

[ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া আয়রণ ওয়ার্কসে কল্যাণ রায়ের চেম্বার। পর্দা ওঠার আগেই শোনা যাবে—শ্রমিকরা শ্লোগান দিচ্ছে: প্রদীপ্ত মিত্র মুর্দাবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। শ্রমিক ইউনিয়ন জিন্দাবাদ। গো স্লো চলেগা—চলেগা। কল্যাণ রায় তাঁর চেম্বারে বসে। কমল গুটি গুটি তার দিকে এগিয়ে আসবে]

কমল ॥ আমি এসেছি।

কল্যাণ ॥ উদ্ধার করেছ? কখন খবর দিয়েছি আর এখন এলে!

কমল ॥ আপনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাকটরি থেকে রওয়ানা দিয়েছি।

কল্যাণ ॥ বাজে কথা বোলনা। তোমায় খবর পাঠিয়েছি এক ঘণ্টা আগে। আর ফ্যাক্টরি এখান থেকে তিন মিনিট।

কমল ॥ কারখানায় যে গো স্লো চলছে। Speed limit—one mile per hour. শামুকের চেয়ে একটু বেশী।

কল্যাণ ॥ তুমিও শেষ পর্যন্ত ওদের দলে যোগ দিলে—

কমল ॥ পাগল না পেট খারাপ। আমি আপনার Loyal staff. শীতে গ্রীষ্মে মহেন্দ্র দত্তের ছাতার মত আপনার সঙ্গী। তবে কিনা, ইউনিয়নের সঙ্গে প্রকাশ্যে ঝগড়া করলে মেরে মুখের ভূগোল পাল্টে দেবে না? Go slow করলেও ওদিক থেকে ওরা fast. খবরটাতো আপনাকে আমিই প্রথম দিলাম।

কল্যাণ ॥ তাতো দিলে, কিন্তু তুমি বললে, প্রদীপ্তর ওপর ওয়ার্কারদের রাগ। কিন্তু কেন বলতে পার? আমার নিজের ধারণা? সে একমাসের মধ্যে কারখানার চেহারা পাল্টে দিয়েছে। Production আবার Stedy হচ্ছে। তোমার কি মনে হয়?

কমল ॥ হ্যাঁ, তা ঠিক, তবে কি জানেন, ভদ্রলোক ভীষণ গোঁয়ার—

কল্যাণ ॥ সেদিনও ফোনে এই কথা বলেছিলে। একটু বুঝে শুনে কথা বলবে। প্রদীপ্ত আমার হবু জামাই। তার সম্পর্কে ও রকম Remark আমি শুনতে চাইনা।

কমল। আপনিতো আমাকে কথাটাই শেষ করতে দিলেন না মেসো। আমি বলতে চাইছিলাম প্রদীপ্তবাবু ভীষণ গোয়ারদের বিরোধী। এই নিয়েইতো Fight-Union-এর গোঁয়াতু'মি উনি সহ্য করবেন কেন?

কল্যাণ। তুমি দেখছি তাড়াতাড়ি লাইন পালটাতে পার।

কমল। আপনার কাছে একেবারে শিশু।

কল্যাণ। এইবার বলতো কি ইস্যু?

কমল। ইস্যু হল ইয়ে—

কল্যাণ। ইয়ে মানে?

কমল। মানে D.A.—সুন্দর কাবাদির Suspension withdraw করার ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। আসল দাবি ওই ডি. এ। ওরা বলছে কারখানার প্রডাকশান বাড়ছে; অর্ডার আসছে। এবার ওদের ডি. এ. রিভাইস করা হোক।

কল্যাণ। ক্ষেপেছো? একবার বাড়তে দিলে ওখানে গিয়েই কি শেষ হবে ভেবেছ?

কমল। আমি বলি কি, কিছু লিডারদের আলাদা করে মাইনে বাড়িয়ে দিন, আর প্রমোশান দিয়ে দিন। তাহলে মুভমেণ্ট শিকেয় উঠবে।

কল্যাণ। (কমলকে) কথাটা মন্দ বলনি। [প্রদীপ্তর প্রবেশ] তুমি এখন যাও। আমি ভেবে দেখব। এসো প্রদীপ্ত।

কমল। আমার ব্যাপারটায় আপনিও বড় গো স্লো করছেন মেসো।

কল্যাণ। কোন ব্যাপার?

কমল। শালীর চাকরি।

কল্যাণ। হবে।

কমল। তাহলে যাই মেসো। (প্রদীপ্তকে) যাই দাদাবাবু। [প্রস্থান]

প্রদীপ্ত। আপনি কি কমলের মেসো হন নাকি?

কল্যাণ। হইনা, তবে গুতোয় পড়ে হয়েছি। তোমাকেও দাদাবাবু হতে হবে। গ্যাখো, চামচা না থাকলে আজকাল কোন কাজই হয় না। আগে কথাটা ছিল Through proper chanel. এখন কথাটা দাঁড়িয়েছে Through proper চামচা।

প্রদীপ্ত। কাজ কর্মতো কিছুই করে না। আমি ওকেও চারজশীট দেব ভাবছিলাম।

কল্যাণ॥ খবরদার অমন কাজটি করনা। Factory যদি চালাতে চাও তো দু'একটা আরও অমন spoon তৈরী কর। কমল কি আমার কম কাজে লাগে? হ্যাঁ, Go slow ব্যাপারটার কি করলে?

প্রদীপ্ত॥ কমল কিন্তু ঠিকই বলেছে—আসল কথা D.A. বাড়ান, কাবাদির suspension উপলক্ষ। যতদূর খতিয়ে দেখলাম, ওয়ার্কাসদের ডি.এর দাবিটার মধ্যে যুক্তি আছে। দু বছর আগেই আপনারা প্রমিস করেছিলেন ডি. এ. কিছুটা বাড়ানো হবে।

কল্যাণ॥ সব প্রমিস যে রাখতে হবে তার কি মানে আছে? দেশের নেতারা তো হরবখত promise করে যাচ্ছেন।

প্রদীপ্ত॥ আমরা নেতা নই। আমাদের সাত খুন কেউ মাফ করবে না! আর তা ছাড়া প্রফিট যখন হতে আরম্ভ করেছে তখন কিছুটা ডি এ দিতে আমাদের আপত্তি থাকা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। এ ছাড়া Go slow movement বন্ধ করার কোন উপায় দেখছি না।

কল্যাণ॥ তুমি যা ভাল বুঝবে করবে বাপু। মনে কর কোমপানিটা তোমার। তুমি বরং ব্যালেনস-শীট, প্রডাকশান-চারট এই সব এখানে বসে বসে দেখো। আমার আবার এখনই গোরক্ষা সমিতির মিটিঙে প্রিসাইড করতে যেতে হবে। আসি তাহলে।

প্রদীপ্ত॥ ঠিক আছে আপনি ঘুরে আসুন। আমার ওপরে তাহলে আপনি পুরো ভার দিলেন।

কল্যাণ॥ পুরো। [কল্যাণের প্রস্থান। প্রদীপ্ত চেয়ারে বসে কাগজপত্র দেখবে। এমন সময় ঢুকবে আশিস]

আশিস॥ দাদা নেই?

প্রদীপ্ত॥ উনি এইমাত্র বেরিয়ে গেলেন।

আশিস॥ ওঁকে ধরাই হয়েছে মুশকিল। সকালে ঘুম থেকে উঠি, শুনি বেরিয়ে গেছেন। আপিসে এসেও দেখি উনি আপিসে নেই।

প্রদীপ্ত॥ আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে। আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ ছিল।

আশিস॥ আমার সঙ্গে? কী পরামর্শ বলুন তো?

প্রদীপ্ত॥ Go slow strike-টা মিটিয়ে ফেললে হয় না?

আশিস॥ আমাকে এ-কথা বলছেন কেন? আমি কি ইউনিয়নের লিডার?

প্রদীপ্ত ॥ না, তা নয় মানে ইউনিয়নের ওপর আপনার খুব ইনফ্লুয়েনস আছে বলে শুনেছি, তাই বলছি।

আশিস ॥ ভুল শুনেছেন। এককালে কিছু লোক আমার কথা শুনত এই যা। এখন যখন আপনিই সব দেখছেন তখন ওয়ার্কাররা আর আমার কথা শুনবে কেন বলুন? আর তাছাড়া তাদের দাবিটাও নেহাৎ অনায্য নয়।

প্রদীপ্ত ॥ আমারও তাই মত। তবে প্রথম দাবি সম্পর্কে আমি একমত নই।

আশিস ॥ স্টোর কীপার কাবাড়িকে সাসপেনড করা উচিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

প্রদীপ্ত ॥ কেন মনে করব না? লাখ টাকার ওপর স্টকের কোন রেজিস্টার নেই।

আশিস ॥ কিন্তু কাবাড়ি বলেছে Last strike-এর সময় worker-রা store room ransack করে। তখন ষ্টক রেজিস্টার নষ্ট হয়ে যায়।

প্রদীপ্ত ॥ রেজিস্টার নষ্ট হলেও স্টক নষ্ট হয় কি করে?

আশিস ॥ ফ্যাক্টরিতে অনেক দিন Lock-out ছিল। সে সময় অনেক কিছু Pilterage হয়। সে সময় আপনি ছিলেন না। অনেক কিছু আমার জানা নেই।

প্রদীপ্ত ॥ অনেক কিছুই আমি এর মধ্যে জেনে নিয়েছি। এও জেনেছি আপনি যে Pilterage-এর কথা বলছেন, কোথাও তার পুলিশ Report নেই।

আশিস ॥ আপনি কি বলতে চান ঐ Poor স্টোর কীপারই—

প্রদীপ্ত ॥ Poor criminal-দের পিছনে Rich receiver-রা থাকে। কান টানলে মাথাও আসবে। অবশ্য কান যদি কাটা না থাকে।

আশিস ॥ হুঁ। দাদারও কি ওই মত?

প্রদীপ্ত ॥ উনি আমার ওপর অনেকখানি নির্ভর করে আছেন।

আশিস ॥ এই জন্যই আমার ভয়টা বেশী।

প্রদীপ্ত ॥ আপনার ভয়টা যে কোথায় তা আমি জানি। আশিসবাবু, আমাকে যখন বিশ্বাস করেছেন পুরোপুরি বিশ্বাস করুন, ঠকবেন না।

আশিস ॥ আপনি কি করতে চান?

প্রদীপ্ত ॥ Union এর সঙ্গে একটা agreement-এ আসতে চাই। তাদের দাবির মধ্যে ডি. এ'র দাবি আমরা মেটাব। কিন্তু শর্ত—সুন্দর কাবাড়ির Suspension-এর প্রশ্ন আনা চলবে না। ওটা administration-এর

ব্যাপার। বড়জোর আমরা একটা কমিটির হাতে দুর্নীতির তদন্তের ভার দিতে পারি। আপনার কি মত?

আশিস॥ আপনি তো মোটামুটি ঠিকই করে ফেলেছেন, কী করবেন।

প্রদীপ্ত॥ একরকম তাই।

আশিস॥ দাদার সঙ্গে কথা না বলে আমি কোন মন্তব্য করতে রাজি নই।

প্রদীপ্ত। এটা আপনার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবারই একটা ছল। বেশ, আমি নিজেই দায়িত্ব নিয়ে এই agreement draft করছি।

আশিস॥ Union যদি তাতে রাজি না হয়?

প্রদীপ্ত॥ আমি তখন সোজা ওয়ারকারদের কাছে আমার বক্তব্য রাখব।

আশিস॥ খবরদার ও কাজটা করতে যাবেন না। worker-রা কিন্তু আপনার ওপর ক্ষেপে আছে। তারা আপনার কথা শুনবে বলে মনে হয় না। উপরন্তু একটা গোলমাল বাঁধাতে পারে।

প্রদীপ্ত॥ Worker-রা ক্ষেপে আছে না তাদের ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছে? আমি তো মনে করি ভেতরের কথাগুলো জানলে—মানে তাদের জানানো হলে তারা আর ক্ষেপবে না। ক্ষেপলেও অন্তত আমার ওপর ক্ষেপবে না। আপনি বসুন, আমি গিরিজার সঙ্গে কথা বলে আসি। গিরিজা রাজি না হলে আমাকে Canteen-হলে workers-দের meeting ডাকতে হবে।

[প্রদীপ্ত টেলিফোন ডায়াল করে]

হ্যালো, Miss Ayre, Please call Girija Babu at my room. (টেলিফোন নামিয়ে রেখে) চলি আশিসবাবু। গিরিজা ঘোষের সঙ্গে কথা বলে দেখি তার কি মত। তা না হলে শ্রমিকদের আমদরবারেই যাব।

[প্রদীপ্ত চলে যাবে। আশিস টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাবে]

আশিস॥ আমি বলছি। শোন গিরিজা; প্রদীপ্ত তোমাকে এখনই ডেকে পাঠাবে। তার টোপ কিন্তু গিলবে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওকে হঠানোর কিন্তু এই একমাত্র সুযোগ। আচ্ছা, আচ্ছা।

[টেলিফোন রেখে দিতেই শিসের শব্দ শোনা গেল। শিস দিচ্ছে কমল]

আশিস॥ কে?

কমল॥ আমি কমল।

আশিস॥ এসো, এসো।

কমল॥ একটা খবর ছিল ছোটমেসো।

আশিস॥ কী খবর?

কমল॥ জবর খবর। আগে আমায় কি দেবেন বলুন।

আশিস॥ কি চাও বল?

কমল॥ আমার শালার কটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

আশিস॥ দেব, দেব। আরে আমার আগের মত পাওয়ার থাকলে এই Factory-টাই তোমার শ্বশুর-বাড়ি বানিয়ে দিতাম।

কমল॥ সে জানি ছোট মেসো। এই ফ্যাক্টরিতে আপনার পাওয়ারের লোড-শেডিং হওয়ার আগে আপনি আমার কত উপগার করেছেন।

আশিস॥ করব না কেন! তোমরা শ্রমিকরাই যে আমার প্রাণ। খবরটা কি বলতো?

কমল॥ আজ্ঞে জানেন কিনা জানিনা—বিয়ে—

আশিস॥ বিয়ে? কার তোমার?

কমল॥ দূর! এক বিয়েতেই বলে এতগুলো শালা-শালী। আমি কি আর ও-পথে এগুই?

আশিস॥ তবে বিয়েটা কার?

কমল॥ আজ্ঞে প্রদীপ্তবাবুর—ববি দিদির সঙ্গে।

আশিস॥ প্রদীপ্ত?

কমল॥ হ্যাঁ। আপনি কিছু শোনেননি? রবিবারে পার্টি।

আশিস॥ হ্যাঁ পার্টির ব্যাপার শুনেছি। কিন্তু বিয়ের ব্যাপার—আমার অবশ্য খটকা লাগছিল। পার্টির কারণটা দাদা বৌদি কেউ ভাঙছিলেন না। কিন্তু তা বলে একেবারে বিয়ে—

কমল॥ একেবারে টোপর মাথায় দিয়ে। বন থেকে বেরুলো টিয়ে।

আশিস॥ তুমি কি করে জানলে?

কমল॥ বড় মেসো কথায় কথায় বলে ফেললেন, প্রদীপ্ত আমার হবু জামাই। বিয়ে না হলে জামাই কি করে হবে? আর পার্টির কথাটা জগন্নাথ আমায় বলল। দুশো বোতল সোডা যাচ্ছে। এখন বুঝুন, কীসের সঙ্গে মিশিয়ে ও-গুলো খাওয়া হবে।

আশিস॥ শোন, কমল, এখন ক'টা দিন একটু চোখ কান খোলা রাখবে।

কমল॥ আমার তো সব খোলাই থাকে। চোখ দিয়ে দেখি কান দিয়ে শুনি আর মুখ দিয়ে ফরফর করে বার করে দেই—

আশিস॥ (জানালা দিয়ে দেখে) আরে দাদা আবার ফিরে এল মনে হচ্ছে। (কমলকে) যাও যাও শিগ্রী কেটে পড়।

কমল॥ শালা—

আশিস॥ কী বললে?

কমল॥ আপনাকে আবার বলছি আমার শালার ব্যাপারটা একটু দেখবেন। এটাই আমার পাঁচ শালার শেষ শালা—[বলতে বলতে প্রস্থান। ব্যস্ত ভাবে কল্যাণ রায়ের প্রবেশ]

কল্যাণ॥ এই যে আশিস, তুমি এখনও আছ? এই দেখো অর্ধেক রাস্তা গিয়ে ফিরে এলাম। গোরক্ষা সমিতির বক্তৃতাটা নিয়ে যাব তা না ভুল করে কুকুর প্রেমিক সমিতির বক্তৃতাটা নিয়ে গেছি। দেখি দেখি, গোরক্ষার বক্তৃতাটা তো এই ড্রয়ারেই ছিল। [ড্রয়ার খুঁজতে লাগল]

আশিস॥ দাদা, একটা কথা ছিল।

কল্যাণ॥ বল। আমার সময় বড় কম।

আশিস॥ তুমি কারখানা কোনদিনই দেখতে না—এখনও দেখনা। কিন্তু আমাকে তুমি অবিশ্বাস করলে কেন?

[কল্যাণ একটা কাগজ পেয়ে পড়তে লাগলেন]

কল্যাণ॥ গরুরাই দেশের ভবিষ্যৎ। গরু আমাদের মাতা—

আশিস॥ দাদা, আমি বলছিলাম, তুমি আমার চেয়ে চাল-চুলোহীন এক লোককে বেশী বিশ্বাস কর—

কল্যাণ॥ (পড়তে পড়তে) গরুকে অবিলম্বে জাতীয় প্রাণী বলে ঘোষণা করা হোক।

আশিস॥ দাদা, শুনলাম তুমি প্রদীপ্তর সঙ্গে নাকি ববির বিয়ে ঠিক করেছ?

কল্যাণ॥ (সম্বিৎ ফিরে পেয়ে) কে বলল? এ-কথা?

আশিস॥ যেই বলুক, কথাটা কি সত্যি? আর এই জন্যই কি রবিবারের পার্টি?

কল্যাণ॥ না, হ্যাঁ। আমি কিছু ঠিক করিনি। সবই প্রজাপতির নির্বন্ধ।

আশিস॥ প্রজাপতির বয়ে গেছে। তোমরা নিজেরা এ-ব্যাপারে প্রশ্রয় না দিলে—

কল্যাণ। প্রদীপ্ত ইজ ভেরি এনটারপ্রাইজিং। ওকে প্রশ্রয় দেবার কোন দরকারই নেই। আর প্রেমে পড়ার অধিকার সকলেরই আছে।

আশিস। কিন্তু আমারও দেখার অধিকার আছে দাদা 'স্বর্ণভিলার' যে জামাই হবে তার বংশ মর্যাদা কতখানি। যার তার হাতে আমরা ববিকে তুলে দিতে পারিনা।

কল্যাণ। যার তার হাতে ববিকে তুলে দিচ্ছি কে বলল?

আশিস। প্রদীপ্তর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া মানে যার তার হাতে তুলে দেওয়া নয়? কী জানো তুমি তার সম্পর্কে? তার সঙ্গে তোমার আলাপ মাত্র এক মাসের—তাও ট্রেনে।

কল্যাণ। কিন্তু প্রদীপ্তর আসল পরিচয় জানলে তুমি কিন্তু আর আপত্তি করতে না আশিস।

আশিস। কী ওঁর আসল পরিচয়?

কল্যাণ। তোমার বউদি বারণ করে দিয়েছে বলতে। তাও যখন জিজ্ঞাসা করলে বলি, প্রদীপ্ত হল কলকাতার শিল্পপতি সুনন্দ সেনের একমাত্র ছেলে আনন্দ সেন—প্রদীপ্ত তার ছদ্মনাম। এখানে সে নাম ভাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু খবরদার, কাউকে বোল না। আনন্দ জানেনা, তার আসল পরিচয় আমরা জানি।

আশিস। Are you sure? Pradepta is Ananda sen.

কল্যাণ। প্রমাণ না থাকলে - তুমি কি ভেবেছ একটা রাস্তার লোকের হাতে আমি কারখানা আর আমার একমাত্র মেয়েকে তুলে দিয়েছি?

আশিস। সুনন্দ সেন ব্যাপারটা জানে?

কল্যাণ। পাগল, জানলে আর রক্ষা আছে! রেজিসট্রিটা হয়ে গেলে তখন জানাব। নেকসড সানডের পারটিতে এনগেজমেনট declare করব। খবরদার কাউকে আসল উদ্দেশ্যের কথা বোল না কারণ শ্রেয়াংশি বহুবিঘ্নানি।

[হঠাৎ মাইক্রোফোনের আওয়াজ শোনা যাবে]

[নেপথ্যে প্রদীপ্তর কণ্ঠ: শ্রমিক ভায়েরা আমি আপনাদের একজন সহকর্মী, এই কারখানার ম্যানেজিং ডিরেকটর ....]

আশিস। মানে আপনি কি একেবারে নিঃসন্দেহ?

কল্যাণ। হ্যাঁ, এ-ব্যাপারটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট। দেখলে না, কীরকম

ভাবে ও সব কিছু tackle করছে। খানদানি ঘরের ছেলে না হলে এই calibre হয়? [ফোন বেজে উঠল]

হ্যাঁ, প্রদীপ্ত, আমি বলছি। সাকসেসফুল? ওয়ার্কাররা মেনে নিয়েছে? আমায় যেতে বলছ? যাচ্ছি। এখনই যাচ্ছি। [টেলিফোন রাখল] আশিস, গুড নিউজ, Individual কর্মচারীরা সবাই প্রদীপ্তর প্রপোজাল মেনে নিয়েছে। আমাকে ডাকছে লোকে:—শপে। আমি যাচ্ছি। তুমিও চল।

আশিস॥ আপনি যান দাদা।

কল্যাণ॥ তাহলে তুমি এখানে থাকো। গোরক্ষা সমিতি থেকে এখুনি ফোন করতে পারে। বলে দিও, আমি একটু পরেই রওয়ানা হয়ে যাচ্ছি।

[কল্যাণ চলে যাবে। নেপথ্যে আবার শ্লোগান শোনা যাবে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ। সুন্দর কাবাদি মুর্দাবাদ। আশিস উদ্বিগ্ন হয়ে টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাবে।]

আশিস॥ কে গিরজা? হ্যাঁ, সব শুনেছি। ঠিক আছে। দেখা যাক—আমার নামও আশিস রায়। শোন, গিরিজা এখুনি একবার কলকাতায় যেতে হবে। সুনন্দ সেনের নাম শুনেছ—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেন টিউবের মালিক। তার সঙ্গে দেখা করতে হবে একটা জরুরি চিঠি নিয়ে। টেলিফোনে সব কথা বলা যাবেনা। আমি অলিম্পিয়াতে যাচ্ছি। ওখানে চলে এসো। কথা হবে। আমি দেখতে চাই কি করে এ-বিয়ে হয়। গুড বাই।

[টেলিফোনটা রাখবে। ঠোঁটের কোনে ফুটে উঠবে বাঁকা হাসি। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাবে]

[কল্যাণ রায়ের বাড়ি পার্টির আয়োজন হচ্ছে। অভ্যাগতরা সব এখনও এসে পৌঁছন নি। মনোরমা সব তদারক করছেন। কল্যাণ রায় হন্তদন্ত হয়ে ঢুকবে]

কল্যাণ ॥ প্রদীপ্ত এসেছে ?

মনো ॥ না।

কল্যাণ ॥ ফ্যাক্টরিতে ফোন করলাম বেরিয়ে গেছে বলল। এখনও তো এল না। অথচ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সব লোকজন এসে পড়বে।

মনো ॥ আজকের দিনটা তুমি ফ্যাক্টরি—না যেতে দিলে পারতে।

কল্যাণ ॥ আরে, আমি কি আর যেতে দিয়েছি? Factory অন্ত প্রাণ। আমায় বলল, সকাল সকাল চলে আসবে। সেদিনের ঘটনার পর থেকে ওর নিজের ওপর confidence বেড়ে গেছে....।

মনো ॥ সত্যি, ম্যাজিক জানে বটে। অতগুলো worker-কে কেমন বুঝিয়ে শুনিয়ে বশ করে ফেলল। D. A. বাড়াতেই go slaw movement একেবারে শিকেয় উঠে গেল। তারপর আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান—হাঃ হাঃ হাঃ তুখোড় ছেলে—।

কল্যাণ ॥ হবে নাই বা কেন—কার জামাই দেখতে হবে তো।

[সুশান্ত তার বাবা মিঃ অনিল বসুকে নিয়ে ঢুকবে]

সুশান্ত ॥ গুড ইভনিং মাসীমা, মেসোমশাই। ড্যাডি এসেছেন।

মনো ॥ আসুন, আসুন, মিঃ বাসু। মিসেস বাসু এলেন না ?

মিঃ বাসু ॥ আজ হিসাব করে দেখলাম বারোটা পার্টি। পার্টির যেন মড়ক লেগেছে। আপনার এখানে না এসে তো উপায় নেই। আর মিঃ হনুমান আগরওয়ালা কিছুতে ছাড়লেন না। গিন্নিকে সেখানে পাঠালাম।

মনো ॥ আপনার বিজনেশ কেমন চলছে ?

মিঃ বাসু ॥ আর বলবেন না। রোজগার করে একদম সুখ নেই। সব ট্যাক্সে খেয়ে যাচ্ছে।

মনো ॥ সুখ আছে যদি Black money করতে পারেন।

মিঃ বাসু॥ করছেন বুঝি?

মনো॥ হুঃ, উনি করবেন ব্ল্যাক মানি? ব্ল্যাক কোন কিছুই stand করতে পারেন না। সেবার আশিস কোথা থেকে একটা কালো অ্যালসেশিয়নের বাচ্চা নিয়ে এল। উনি বললেন: ব্ল্যাক ডগ আমি পুষব না।

সুশান্ত॥ ড্যাডি আবার 'ব্ল্যাক ডগই' বেশী পছন্দ করেন। অবশ্য ড্রিংকসের ব্যাপারে।

মিঃ বাসু॥ হ্যাঁ, আছে নাকি?

মনো॥ না। তবে Black Night আছে। বেয়ারা, সাবকো Black night দো। ওই একটা মাত্র Black জিনিস উনি ছাড়তে পারেন নি।

মিঃ বাসু॥ (গেলাস নিয়ে) খবরের কাগজে দেখলাম, আপনার factory-র go slow মিটে গেছে।

কল্যাণ॥ ও কিছু না। Factory চালাতে গেলে ও রকম একটু হয়েই থাকে। বারো লাখ টাকা বার করে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মিটে গেল। এখন একেবারে Full speed-এ চলছে। আগের মত কি আর দিনকাল আছে। এখন worker-দের টাকা পয়সা ছাড়তে হয়। দেখেছেন না আমাদের কী রকম Plain living। আমাদের কর্মচারীরা আমাদের চেয়ে অনেক ভাল থাকে। সেদিন দেখি আমার এক ফিটার টেরিলিন পরে এসেছে। অথচ এই দেখুন, আমি যে জামাটা পরে আছি মিসেস রয় কিনে দিয়েছেন কুড়ি-পঁচিশ টাকা দাম হবে।

মনো॥ ওগো যাও তুমি পোশাকটা চেনজ করে এসো। পার্টিতে কত রকমের লোক আসবে। এই নিয়ে কথা উঠবে।

কল্যাণ॥ উঠুক গে কথা। আমি একটা প্রিনসিপ্যাল নিয়ে চলি। আমার বাড়িতে দেখবেন সব দিশি জিনিষ। আজকাল বাই উঠেছে না—ফরেন গুডস চাই। আমি একদম পছন্দ করি না।

মনো॥ উনি একবার জেদ ধরেছিলেন স্কচের বদলে বাংলা খাবেন। নেহাৎ আমার আপত্তির জন্যেই পারেন নি।

মিঃ বসু॥ না—না। বাংলা ভাল জিনিষ। খুব স্বাস্থ্যকর। কবিরাও পছন্দ করতেন। কবি বলেছেন, ও আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। তবে একটু উগ্র গন্ধ এই যা!

কল্যাণ॥ বাংলা বরাবরই একটু উগ্র। এই কারণেই উগ্রপন্থীরা বাংলা দেশেই

বেশী গেঁড়ে বসে। আরে বাবা, এই সব কারণেই তো কারখানাটাকে ঠিক সময় মত বোমবে সরিয়ে আনলুম।

মিঃ বসু ॥ সুশান্ত বলছিল, আপনার ফ্যাক্টরিতে কাকে বড় পোস্টে বসিয়েছেন। ছেলেটি কে? ব্যাকগ্রাউণ্ড কী রকম? ইঞ্জিনিয়র না প্রফেশনাল ম্যানেজার?

কল্যাণ ॥ ওঃ আপনি প্রদীপ্তর কথা বলছেন? He is a briliant boy. আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবোখন?

মিঃ বাসু ॥ কোথায় তিনি?

কল্যাণ ॥ ফ্যাক্টরির গিয়েছেন। আজ যেতে বারণ করেছিলাম। কিন্তু জরুরি কাজে যেতে হয়েছে। এখুনি এসে যাবে। মিঃ বাসু, এইবার মেয়ের বিয়েটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই। আমরা আর ক'দিন। এইবার ইয়ং পিপলরা এসে সব বুঝে শুনে নিক। আপনি কি বলেন?

মিঃ বাসু ॥ You are absolutely right. আমিও তো সুশান্তকে তাই বলি, এইবার বিয়ে থা করে Be responsible.

কল্যাণ ॥ Exactly! responsibility—responsibility হচ্ছে জীবনের বড় ধর্ম। ছেলেমেয়েরা বড় হলে তারা responsible হবে এটাইতো বাবা মায়েরা আশা করেন তাই কিনা?

মিঃ বাসু ॥ Right, এদিক থেকে আমি আপনাকে বলতে পারি সুশান্ত ভীষণ Responsible. ওর গার্ল ফ্রেণ্ডদের মধ্যেও এখন ও কাউকে নিজে থেকে refuse করে নি।

কল্যাণ ॥ মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে আমি জামাইর honesty আর ability-টাই দেখব।

মিঃ বাসু ॥ সুশান্ত ইজ able and stable – both. আপনার factory-র তাহলে এখন full production হচ্ছে?

কল্যাণ ॥ Full মানে? একেবারে টইটম্বুর, আমার আবার সুদিন ফিরে এসেছে মিঃ বাসু, গুরুদেবের অসীম কৃপা—

বাসু ॥ আপনার গুরুদেবের নাম ঠিকানাটা দেবেন।

কল্যাণ ॥ স্বামী সুদেবানন্দজী। বেশীর ভাগ সময় আমেরিকায় থাকেন। মাঝে মাঝে ইণ্ডিয়ায় আসেন। এবার এলে—

মিঃ বাসু ॥ আমার কথা বলবেন। আচ্ছা এই পারটির ব্যাপারটা তো কিছু

বললেন না? সুশান্ত বলছিল, আপনি নাকি বলেছেন, আমাদের শুনে খুশী হবার মত খবর—

মনো। হ্যাঁ, তাতো নিশ্চয়ই। আপনারা খুশী হবেন না তো কে খুশী হবে। ববিকে আপনারা এতো ভালবাসেন।

মিঃ বাসু। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তা ববির বিয়ে-টিয়ে নাকি—।

মনো। ঠিক ধরেছেন।

সুশান্ত। কার সঙ্গে?

কল্যাণ। প্রদীপ্তর সঙ্গে।

সুশান্ত। (অবাক হয়ে) সেকী! (মিঃ বাসুকে) সেই ভদ্রলোক, যার কথা তোমায় বলেছিলাম। (কল্যাণকে) তাহলে এই যে আমি এতদিন—

মিঃ বাসু। বৃথাই দিলে লাইন।

সুশান্ত। আমি এ-সব কিছুই বুঝতে পারছিনে—

মিঃ বাসু। তুমি বরাবর একটু লেটে বোঝ, এখন রিটার্ন টিকিট কেটে বাড়ি যাও। মিঃ রায়, এটা আগে বললেই পারতেন। এত নাটকীয় ভাবে পার্টি ডেকে তারপর announcement এর কি দরকার ছিল।

[সুনন্দ সেনের প্রবেশ। পিছনে আশিস। সুনন্দ সেনের বয়স ষাট। সাহেবি পোষাক। হাতে অ্যাটাচি]

আশিস। দাদা কে এসেছেন দেখ?

[কল্যাণ সুনন্দ সেনকে দেখে অবাক হয়ে যায়]

আশিস। (সুনন্দকে) আমার দাদা। ইনি শিল্পপতি সুনন্দ সেন।

[কল্যাণ ও মনোরমা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে ওঠে]

কল্যাণ। আপনি?

মনো। আমাদের কি পরম সৌভাগ্য।

সুনন্দ। আমার কিন্তু পরম দুর্ভাগ্য যে এ-ভাবে আমাকে আসতে হল। আশিস বাবুর চিঠি পেয়ে আমি ছুটে আসছি। আমি তো ভাবতেও পারিনি যে how it is possible, এখন দেখছি ব্যাপারটা সত্যি।

কল্যাণ। আশিস, তুই মিঃ রায়কে কি বলেছিস?

আশিস। আমার মনে হল, তোমরা ভুল করতে যাচ্ছিলে দাদা। মিঃ সেনকে খবর না দিয়ে এ-ভাবে—

কল্যাণ॥ সে আমি বুঝতাম। ওঁকে এ-ভাবে embarrased করতে তোকে কে বলেছিল?

সুনন্দ॥ আশিস বাবু তার বিবেকের নির্দেশে কাজ করেছেন। সমস্ত ব্যাপারটা পরে কানে এলে ছিতে বিপরীতই হত। আপনারা সুনন্দ সেনকে চেনেন না।

কল্যাণ॥ দেখুন, আমি ঠিক আপনাকে বলতাম—

সুনন্দ॥ কোন কথা আমি শুনতে চাইনা। আনন্দ কোথায়? তাকে ডাকুন। Next flight-এ আমি তার টিকিট বুক করেছি।

মনো॥ আপনি অনর্থক রাগারাগি করছেন বেয়াই মশাই।

সুনন্দ॥ What do you mean by বেয়াই মশাই? আমি কারও বেয়াই-টেয়াই নই মশাই।

মনো॥ (কল্যাণকে) বেয়াই-এর ইংরাজি কি হবে বল তো?

কল্যাণ॥ কখনও শুনিনি। বেয়াই ইজ বেয়াই। Daughters father-in law. সুশান্ত, বেয়াই-এর কোন ইংরাজি আছে?

সুশান্ত॥ সাহেবদের বোধ হয় বেয়াই হয়ই না।

সুনন্দ॥ কি তখন থেকে বেয়াই নিয়ে পড়েছেন? আনন্দকে আগে ডাকুন।

[ববির প্রবেশ। সে আজ খুব সেজেছে]

কল্যাণ॥ এসেছে।

সুনন্দ॥ কে? আনন্দ।

মনো॥ না, ওর বউ—মানে ভাবী বউ। আমার মেয়ে। সব তো শুনেছেন। খুকু আপনার ছেলের পক্ষে বেমানান হবে না। ওরে খুকু প্রণাম কর। তোর শ্বশুর। [ববি সুনন্দকে প্রণাম করবে]

সুনন্দ॥ থাক থাক। বিয়ে কি হয়ে গিয়েছে?

মনো॥ আজ্ঞে না। আসল ব্যাপারটা হয়ে গিয়েছে, যাকে বলে মন দেওয়া নেওয়া।

সুনন্দ॥ আনন্দ এতে রাজি হয়েছে?

কল্যাণ॥ সানন্দে।

সুনন্দ॥ আশ্চর্য। অথচ এই বিয়ের সম্বন্ধ দেখা হচ্ছিল বলেই সে আবার বাড়ি থেকে পালালো।

কল্যাণ॥ এর আগেও পালিয়েছিল তাহলে?

সুনন্দ॥ দু'বার। দু'বারই গিয়ে আমি ধরে এনেছি। তবে এবারের মত এত বেশীদিন কোথাও থাকেনি। ওর বিয়ের সম্বন্ধ আমি করেছিলাম জে.সি. মিটারের মেয়ের সঙ্গে।

মনো॥ যার সঙ্গে যার মজে মন। আপনার ছেলেকে আমরা যথোচিত মর্যাদা দিয়েই রেখেছি বেয়াই মশাই ?

সুনন্দ॥ আবার বেয়াই মশাই ?

কল্যাণ॥ My daughters father-in-law.

সুনন্দ॥ চুপ করুন। এক মাসের ওপর হয়ে গেল আপনি আমার ছেলেকে আটকে রেখেছেন একটা খবর পর্যন্ত দেননি।

সুশান্ত॥ আজ্ঞে প্রেমে পড়তে গেলে বোধ হয় এক মাসের কম সময়ে হয় না।

কল্যাণ॥ তুমি থামো তো ছোকরা। এর মধ্যে কথা বলতে এসো না। প্রেমের তুমি কি বোঝ ? যে জানে, সে একটু চোখ টিপলেই বাজি মাৎ করতে পারে। আর যে জানেনা, তার অবস্থা কলকাতার দ্বিতীয় সেতুর মত হচ্ছেতো হচ্ছেই। সেতু যখন পিলারের ওপর দাঁড়াবে তখন আমরা চিতের শুয়ে পড়েছি।

মিঃ বাসু॥ (সুশান্তকে) কথাগুলো টুকে রাখ। পরে ভুলে যাবি।

সুনন্দ॥ কই মশাই, তাড়াতাড়ি আনন্দকে ডাকুন। আমাকে আবার কাল রাতের ফ্লাইটে ভেনিশে রওয়ানা হয়ে যেতে হবে।

মনো॥ আপনি না হয় ভেনিশ ঘুরে আসুন। পরে ছেলেকে নিয়ে যাবেন।

সুনন্দ॥ হ্যাঁ, আমি ছেলেকে না নিয়ে ভেনিশ যাই ফিরে এসে দেখি সে আবার ভ্যানিশ হয়ে গেছে।

মিঃ বাসু॥ না-না—এ ধরণের Risk নেওয়া আপনার মোটেই উচিত হবে না।

কল্যাণ॥ কিন্তু আনন্দকে এখনই নিয়ে গেলে ববির কি হবে !

মিঃ বাসু॥ সুশান্ত তো আছে। যারা যেতে চায় যেতে দিন।

সুশান্ত॥ হ্যাঁ আমি ছিলাম, আছি, থাকব।

মিঃ বাসু॥ মিলে হয়ে গেল।

মনো॥ ভেনিস যাচ্ছেন বুঝি বেড়াতে ? এই সময়টা বেড়াবার পক্ষে ভেনিস খুব ভাল।

সুনন্দ॥ ঘোড়ার ডিম। এই বর্ষাকালে কেউ ভেনিস বেড়াতে যায় নাকি ? আমি যাচ্ছি export tour-এ। Export-এর জন্য দুনিয়া চষে বেড়াতে

হয়। আগে তো রীতা ফারিয়া ছাড়া India-র কিছু export হত না, এখন যন্ত্রপাতি export হচ্ছে।

মিঃ বাসু ॥ যন্তর।

সুনন্দ ॥ হ্যাঁ, যাকে মেশিনারী বলে...

মিঃ বাসু ॥ ওই হল। যন্ত্র...একখানা!

মনো ॥ ওই যে প্রদীপ্ত থুড়ি আনন্দ আসছে।

[প্রদীপ্ত স্টেজের ভেতরে আসতেই সুনন্দ আচমকা লাঠি দিয়ে তার গলা আকড়ে ধরলেন]

প্রদীপ্ত ॥ এ কী—কে আপনি?

সুনন্দ ॥ হতভাগা ছেলে! (ভাল করে দেখে) সত্যি তো কে আপনি?

প্রদীপ্ত ॥ আপনি কে?

সুনন্দ ॥ তুমি কে?

মনো ॥ নিজের ছেলেকে চিনতে পারছেন না?

মিঃ রায় ॥ নিজের বাবাকে চিনতে পারছ না বাবা।

প্রদীপ্ত ॥ ব্যাপারটা কি আমি বুঝতে পারছিনে।

মনো ॥ বাবা, আমার মেয়েকে তুমি স্বেচ্ছায় বিয়ে করতে রাজি হয়েছে কীনা?

প্রদীপ্ত ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে।

মনো ॥ তবে তোমার বাবা এতে আপত্তি করছেন কেন?

প্রদীপ্ত ॥ কে আমার বাবা? আমার বাবা তো বহুকাল আগে মারা গেছেন।

কল্যাণ ॥ সেকী তুমি আনন্দ সেন নও?

প্রদীপ্ত ॥ আনন্দ সেন? আমি?

মনো ॥ তোমার আসল পরিচয় কি?

প্রদীপ্ত ॥ যে পরিচয় এতদিন দিয়ে এসেছি। এক বেকার যুবক।

কল্যাণ ॥ আশ্চর্য!

প্রদীপ্ত ॥ কেন, আশ্চর্য কেন? আমিতো প্রথম থেকেই বলে আসছি আমি প্রদীপ্ত—পটলডাঙ্গা মেসের প্রদীপ্ত।

আশিস ॥ Imposter. আমার কিন্তু গোড়া থেকেই সন্দেহ হয়েছিল বাবা। ছুঁচ হয়ে ঢুকে লোকটা এখন ফ্রু হয়ে বেরুচ্ছে।

সুশান্ত ॥ আমার একেবারেই সন্দেহ ছিলনা। অথচ দেখুন, আমি জানতামই না যে আপনারা এই জালিয়াৎটাকে আনন্দ সেন বলে ভুল করছেন।

প্রদীপ্ত ॥ মাসীমা, আপনিও কি আমায় যতটুকু আপনার করে নিয়েছিলেন সেটুকু ভুল করে ?

মনো ॥ দাড়িয়ে কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না ? আমাদের হিতৈষী সেজে 'স্বর্ণভিলায়' ঢুকে তুমি আমাদের কী সর্বনাশ করেছ তা জান ?

আশিস ॥ আর কিছুদিন হলে কারখানাটার নিজে মালিক হয়ে বসত। দাদা ভালমানুষ, অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা এই লোকটাকেই তুলে দিচ্ছিলেন। ভাগ্যিস, আমি জানতে পেরে মিঃ সেনকে এখানে ডেকে আনলুম।

সুনন্দ ॥ কিন্তু এখানে নাটক দেখতে আমি আসিনি। নাটক দেখার মত আমার সময় নেই, বিশেষ করে এই ধরনের মেলোড্রামাটিক বাংলা নাটক। (প্রদীপ্তকে) শুনুন, আনন্দ আমার একমাত্র ছেলে। সে কোথায় আপনি জানেন ?

প্রদীপ্ত ॥ ও আপনিই আনন্দ বাবুর বাবা ?

সুনন্দ ॥ আনন্দকে আপনি চেনেন ?

প্রদীপ্ত ॥ ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। কলকাতা থেকে খড়্গপুর তিনি আমার সহযাত্রী ছিলেন। নামার সময় তাড়াতাড়ি তিনি একটি অ্যাটাচি কেস আর বই ফেলে যান। দাঁড়ান আমি নিয়ে আসছি।

সুনন্দ ॥ তার দরকার নেই। কেমন দেখতে বলুন তো তাকে ?

প্রদীপ্ত ॥ কালো, লম্বা, মাথায় ছোট ছোট চুল, চোখে চশমা।

সুনন্দ ॥ হ্যাঁ, সেই আমার ছেলে। সে কোথায় বলতে পারেন ?

প্রদীপ্ত ॥ না, আমিও তাকে একমাস ধরে খুঁজছি। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করার আছে তাকে।

সুনন্দ ॥ Thats all, well gentlemen, আপনাদের আনন্দানুষ্ঠানে বিঘ্ন ঘটায় আমি দুঃখিত। আশিসবাবু, আমাকে এখানে নাটক দেখাতে নিয়ে আসবেন তা ভাবিনি।

আশিস ॥ আমি বলছিলাম কি—

সুনন্দ ॥ Not a word more, dam fools.

[প্রস্থান]

কল্যাণ ॥ (প্রদীপ্তকে) এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমাকে বলছি—you scoundrel—walk out immediately I say—

প্রদীপ্ত ॥ আমিও তাই ভাবছিলাম। তবে মিঃ রায়, আপনাদের কারখানাটার দিকে একটু নজর দেবেন। ওটায় শনির দৃষ্টি পড়েছে। আর শনি ঠাকুরটি যে কে তা বোধ করি বলে দিতে হবে না।

আশিস ॥ কারখানা নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।

প্রদীপ্ত ॥ আপনি এতদিন ভেবে ভেবে তো কারখানার এই হাল হয়েছিল। অবশ্য এতে আপনার বেনামিতে লাখ দুয়েক টাকা সরাবার খুবই সুবিধে হয়েছে।

আশিস ॥ খবরদার বলছি।

প্রদীপ্ত ॥ শাসাতে আসবেন না, আপনার দাদা কি জানেন, বান্দ্রাতে সম্প্রতি আপনি একটি বিরাট ফ্ল্যাটের মালিক হয়েছেন?

আশিস ॥ মিথ্যে কথা।

প্রদীপ্ত ॥ বেশী খাপ খুলবেন না। সমস্ত তথ্য আমি সংগ্রহ করে এই নোট বইটায় লিখে রেখেছি। মিঃ রায় যাবার আগে এটা আপনাকে উপহার দিয়ে যেতে চাই।

[নোট বই মিঃ রায়ের কাছে ফেলে দিল]

আশিস ॥ ব্ল্যাক মেলার। লোকটি কি রকম বিপদজনক দেখছেন।

প্রদীপ্ত ॥ 'স্বর্ণভিলায়' যেদিন প্রথম পা দিয়েছিলাম সেদিন থেকেই এ-বাড়িটাকে আমার অদ্ভুত মনে হয়েছিল। সবাই এখানে রাত দিন সোনার সন্ধান করছে খ্যাতির সোনা, সম্পদের সোনা। বাইরে লোক দেখানো কৃত্রিম এক জীবন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে মনে হয়েছিল এদের স্নেহ আছে, মানবতা আছে, ভালবাসা আছে। কিন্তু সেটাও যে অভিনয় তা কোনদিন বুঝিনি। আজ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার কাছে সমস্ত জিনিষটা দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল।

সুশান্ত ॥ ব্যাপারটা এবার বুঝেছেন তো। আমরাও বুঝিছি। এবার মানে মানে কেটে পড়ুন।

প্রদীপ্ত ॥ হ্যাঁ, তাই পড়ব। তবে আমি একা যাব না। যাবার আগে আর একজনকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। (ববির কাছে গিয়ে) চল ববি, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

সুশান্ত ॥ তার মানে? দেখছেন, দেখছেন। এমন তো কথা ছিল না।

প্রদীপ্ত ॥ হ্যাঁ, এমনই কথা ছিল। জুহুর সমুদ্র বীচে দাঁড়িয়ে ববি আমাকে

বলেছিল, আমার জন্যে সে সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারে। যে কোনদিন আমার হাত ধরে বেরিয়ে যেতে পারে। রবি, তোমার মনে পড়ছে সে-দিনটার কথা। আকাশের সহস্র তারা আর সমুদ্রের অসংখ্য ঢেউ তোমার সে প্রতিশ্রুতির সাক্ষী।

মিঃ বসু ॥ বাঁচা গেল। কোন মানুষ এ-সব ঘটনার সাক্ষী নেই।

[প্রদীপ্ত রবির কাছে চলে যায়]

প্রদীপ্ত ॥ রবি, কথা বলছ না কেন? জবাব দাও? সেদিন তুমি কি বলনি, ভালবাসার জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়। চল, আমরা এখান থেকে চলে যাই।

মনোরমা ॥ কোথায় যাবে?

প্রদীপ্ত ॥ এই স্বর্ণভিলার স্বর্ণ অনুসন্ধানী লোভী মানুষদের নিঃশ্বাস যেখানকার বাতাসকে দূষিত করে তোলেনি। যেখানে এখনও ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, খেটে খাওয়া মানুষ নিজের মেহনতের ফসল তোলে। এতো ভালই হল। নয়ত আমিও কেমন যেন পালটে যাচ্ছিলাম। তোমাদের এই মেকি জীবনের রূপ-রসের নেশায় আমিও কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিলাম। রবি— (প্রদীপ্ত হাত ধরল) রবি তুমি কথা বলছ না কেন?

রবি ॥ (হাত ছাড়িয়ে নিয়ে) আপনি চলে যান। Please আপনি চলে যান।

প্রদীপ্ত ॥ চলে যাব?

সুশান্ত ॥ উনি তো বাংলাতেই বলছেন।

রবি ॥ আপনি বেরিয়ে যান এখান থেকে। আমাকে Black mail করার চেষ্টা করবেন না।

প্রদীপ্ত ॥ Black mailing? এ তুমি কি বলছ রবি? তুমি কি কোনদিন আমাকে ভালবাসার কথা বলনি?

রবি ॥ কোনও দিনও না। যদিও বলে থাকি, বলেছিলাম আনন্দ সেনকে— আপনাকে নয়—আপনার মত একজন imposter-কে নয়।

প্রদীপ্ত ॥ রবি, তুমিও বললে আমি imposter, বাঃ বাঃরে নাটক নাটক খেলা। আনন্দরূপে তুমি যখন প্রদীপ্ত তখন অনিন্দ্য সুন্দর প্রেম আর প্রদীপ্ত রূপে যখন প্রদীপ্ত তখন কুৎসিৎ ঘৃণা—

আশিস ॥ Scoundrel তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে কথা বলছ তা জানো?

প্রদীপ্ত ॥ জানি। আমি দাঁড়িয়ে আছি এক রঙ্গমঞ্চে, যে রঙ্গমঞ্চের নাম 'স্বর্ণভিলা'।

আশিস ॥ You swine

[আশিস এসে প্রদীপ্তর গলায় চেপে ধরবে। তারপর ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দেবে। এমন সময় ঢুকবে স্বাতী]

স্বাতী ॥ থাক, দয়া করে আর বীরত্ব ফলাবেন না। খুব হয়েছে।

[স্বাতী গিয়ে প্রদীপ্তকে তুলবে]

প্রদীপ্ত ॥ এ কি স্বাতী, তুমি? তোমার এ রূপ তো দেখিনি।

স্বাতী ॥ পাশের ঘরে ডিনারের সব ব্যবস্থা করছিলাম। আর নাটকটাও দেখছিলাম।

প্রদীপ্ত ॥ কি মনে হল তোমার? কোন অক্ষম নাট্যকারের লেখা মেলো-ড্রামাটিক এক নাটক তাই না? কিন্তু এ নাটকে তুমি তো উপেক্ষিতা?

স্বাতী ॥ এতদিন তাই ছিলাম। ছোটবেলা থেকে বড় লোক আত্মীয়ের বাড়ি মানুষ হয়েছি। মানুষ হিসেবে মর্যাদা পাইনি। মাথা তুলে কথা বলতে শিখিনি কোনদিনও। কিন্তু আজ আমার ভূমিকাটাকে আমি বদলে নিতে চাই।

প্রদীপ্ত ॥ তার মানে?

স্বাতী ॥ তুমি একা কেন? আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

প্রদীপ্ত ॥ তুমি?

স্বাতী ॥ বৰিদির অনেক আছে তাই তাঁর হারাবার ভয়। আমার তো কিছু নেই, তাই কোন ভয় নেই। চল, কোথায় যাবে?

প্রদীপ্ত ॥ সে কী তৈরি হবে না—?

স্বাতী ॥ আমি সব সময়ই তৈরি। একী আপনারা সব খালি হাতে দাঁড়িয়ে কেন? আজ মামাবাবু অতিথিদের জ? অঢেল ব্যবস্থা রেখেছেন। সারারাত খেয়েও ফুরতে পারবেন না। বেয়ারা—সবাইকে ড্রিঙ্ক দাও।

কল্যাণ ॥ স্বাতী, শেষ পর্যন্ত তুই ওই impostor-টাকে?

মনো ॥ যাচ্ছ যাও কিন্তু ফেরার পথ বন্ধ জেনে রেখ।

স্বাতী ॥ মানুষগুলো ছোট হলেও পৃথিবীটা খুব বড় মাসীমা। চল প্রদীপ্ত।

প্রদীপ্ত ॥ মিঃ রায়, চললাম। স্বর্ণভিলায় একমাসের স্মৃতি চিরকাল মনে থাকবে। একটা জিনিষ মনে রেখে দেবেন মিঃ রায়—মিস্ত্রি দিয়ে কারখানা চালানো যায় না—শিল্পীরও দরকার হয়। Good night।

[প্রদীপ্ত চলে যাবে। কিছুক্ষণের জন্য freeze. তারপর মূর্তিগুলি আবার সচল হবে। মঞ্চে আরও অভ্যাগতরা ঢুকবে। বেয়ারা এসে পানপত্র পূর্ণ করে দেবে। পর্দা পড়বে। জড়ানো হাসির শব্দ শোনা যাবে]

—: যবনিকা :—